হীট দেম হোয়ার ইট হার্টস

ভেমস হেডলি চেজ

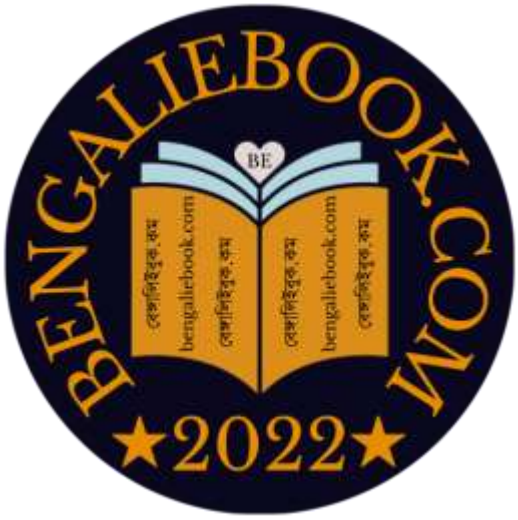

সূচিপত্র

১.....2

২. 27

৩. 43

৪. 68

৫. 101

৬. 131

৭. 167

৮. 193

১.

ডার্ক ওয়ালেস আমার নাম। চল্লিশের কোঠায় বয়স, অবিবাহিত। আমায় দেখতে সুন্দর না কুৎসিত তা বলবনা। শুধু এটুকুই বলব যে আমায় দেখে বাচ্চারা মোটেই ভয় পায় না। ফ্লোরিডার প্যারাডাইস সিটির প্যারাডাইস অ্যাভিনিউতে আস্ত একটি বহুতল বাড়ি। নাম তার টুম্যান বিল্ডিং। এই বাড়িটির শেষ তলায় অ্যাকমে ডিটেকটিভ এজেন্সী নামে এক বেসরকারী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের অফিস আছে। মোট কুড়িজন বেসরকারী গোয়েন্দা এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। আমি সেই কুড়িজনের একজন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে আমাদের এই বেসরকারী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানটি ব্যয়বহুল হলেও কাজকর্মের দিক থেকে তা সেরা বললে খুব ভুল বলা হবে না। মাত্র দুবছর আগে কর্নেল ভিক্টর পার্নেল এটি প্রতিষ্ঠা করেন। পার্নেল বুঝতে পেরেছিলেন যে আজই হোক বা কালই হোক প্যারাডাইস সিটির কোটিপতি বাসিন্দাদের অনেকেরই একটি ভাল বেসরকারী গোয়েন্দা, প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হবে। যেসব কাজে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সুনাম আছে তার মধ্যে আছে। বিবাহবিচ্ছেদ, অভিভাবকদের সমস্যা, ব্ল্যাকমেল, জুলুম করে টাকা আদায়, হোটেল প্রতারণা, স্বামী বা স্ত্রীর গতিবিধির ওপর নজর রাখা এবং খুন খারাপি বাদ দিয়ে তার কাছাকাছি কোন ধরণের অপরাধের বেসরকারী তদন্ত।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের কুড়িজন গোয়েন্দা কর্মীর প্রায় সবাই আগে পুলিশ বা মিলিটারী পুলিশ বিভাগে কাজ করত। প্রত্যেকটি কেস তদন্তের ভার থাকে দুজন গোয়েন্দার ওপর। প্রতি দুজন গোয়েন্দার একটি অফিস আছে এবং খুব জরুরী বিষয় না হলে

অন্যান্য সহযোগীরা কি করছে। তা কোনও গোয়েন্দা বা তার সহকর্মী ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে না। আমাদের কাজকর্ম খবরের কাগজের লোকেরা যাতে জানতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই এত সতর্কতার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গত দুবছরে মাত্র একবার গোয়েন্দা তদন্তের বিবরণ জানাজানি হয় এবং সে কেস নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করছিল সেই গোয়েন্দাদের ছাঁটাই করা হয়।

এই প্রতিষ্ঠানে গত আঠারো মাস যাবৎ চাকরী করার পর আমার পদোন্নতি হয়েছে। আমার একটি অফিসঘর আর একজন সহকর্মীও আছে। তার নাম বিল অ্যান্ডারসন। দেখতে বেঁটেখাটো হলেও তার গায়ে মোষের মত জোর আছে। বিল আগে ছিল সালেতে পুলিশের ডেপুটি শেরিফ। ঘটনাচক্রে নির্দিষ্ট বাচ্চা ছেলেকে খুঁজে বের করতে আমায় সার্লেতে যেতে হয়েছিল। আর সেখানেই বিলের সঙ্গে আলাপ হয়। সত্যি বলতে কি, সেবার বিলের সাহায্যেই কেসটার সমাধান সম্ভব হয়েছিল। কথায় কথায় বিল আমাকে বলে ফেলেছিল যে সে আমাদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে চায়। কেসটা মিটে যাবার পর আমিও প্রতিদান হিসেবে কর্নেল পার্নেলকে বলে তাকে পুলিশের চাকরি ছাড়িয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়ে এলাম।

এক কথায় বিলকে কাজের লোক বলা চলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও একনাগাড়ে কাজ করে যেতে পারে, আমাদের লাইনে ওটাই দরকার। এখানে ওখানে গিয়ে পুরোনো কাগজ ঘেঁটে খবর যোগাড় করতে তার জুড়ি নেই। হাতে কাজ না থাকলে ও শহরের বিভিন্ন এলাকায়, রেস্তোরাঁয় নাইট ক্লাবে, নয়ত বন্দরের আশে পাশে ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় বস্তীগুলোয় ঘুরে নানা ধরনের • লোকের সঙ্গে ভাব জমায়। বিলের চেহারা দেখে সে সব

এলাকার গুণ্ডা বদমায়েশরা ভয়ে ভয়ে ওকে এড়িয়ে যায় কারণ তারা জানে বেঁটেখাটো গাট্টাগোট্টা এই লোকটার এক ঘুষিতে একটা হাতী পর্যন্ত কাৎ হয়ে পড়বে।

আমরা দুজনে জুলাই মাসের এক সকালে অফিসে কাজের আশায় বসে আছি। জানি যে কোন মুহূর্তে আমাদের ডাক পড়তে পারে। বাইরে বৃষ্টি, আবহাওয়া স্যাঁতসেঁতে। বিল তার বাড়ির জন্য একমনে চিঠি লিখছে আর আমি সুজির কথা ভাবছি।

সুজি লং পুরো নাম, ও বেলভিউ হোটেলে রিসেপশনিস্টের চাকরী করে। এক হতচ্ছাড়া বদমাশ ঐ হোটেলের কামরা ভাড়া নিয়ে ব্ল্যাকমেলিংকরত। তার ওপর নজর রাখতে গিয়ে সুজির সঙ্গে আমার আলাপ। সুজি আমায় লোকটার গতিবিধি সম্পর্কে কিছু খবর দিয়েছিল, সেই খবরের ভিত্তিতে তদন্ত করে আমি লোকটাকে হাতে নাতে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। তারপর সে ব্যাটার পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

সুজির চুলের রং বাদামী। আর জায়গায় জায়গায় লালের ছোপ, সেই চুলের ঢাল দু কখ ছাপিয়ে পিঠের অনেকটা ঢেকে যায়। তার চোখের মণি ধূসর আর অদ্ভুত জীবন্ত। ঠোঁটে সবসময় দুষ্টু হাসির ছোঁয়া লেগে আছে। সুজির বুক যেমন চওড়া কোমর তেমন সরু, উরুদুটি খুব বড় আর পা দুটি বেশ লম্বা। এক কথায় ও হল তেমনই একটি মেয়ে যাদের আমি স্বপ্নে দেখি। ও আমার মনের মত মেয়ে। প্রত্যেক বুধবার রাতে ওর ছুটি থাকে। সেদিন আমরা একসঙ্গে ঘুরতে বেরোই। একটা সস্তা অথচ ভাল রেস্তোরাঁয় সমুদ্রের মাছের নানারকম রান্না খাই। তারপর তার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে তার ছোট্ট খাটে পাশাপাশি শুয়ে দুজনে রাত কাটাই। মাস তিনেক এভাবে কাটাবার পর আমরা টের

পেলাম যে দুজনেই দুজনকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছি। আমি কয়েকবার ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম কিন্তু প্রত্যেকবারই ও মাথা ঝাঁকিয়ে সেই একরকম দুষ্ট হাসি হেসে জবাব দিয়েছে, না ডার্ক এখনও আমাদের বিয়ে করার সময় আসেনি।

আমি অবাক হয়ে বলেছি, কেন? ও একই রকম ভাবে উত্তর দিয়েছে, বিয়ে করতে আমিও চাই। কিন্তু আমি যে চাকরীটা করছি তার মাইনে পত্র খুব ভাল। এক্ষুনি তোমায় বিয়ে করলে আমার চাকরীটা ছেড়ে দিতে হবে। তোমার আর আমার কাজের সময় এক নয়। এখনও সময় আসেনি সোনা। আর কিছুদিন অপেক্ষা করো।

.

ভেতরে ভেতরে একটা অদ্ভুত খুশির স্বাদ পাচ্ছি এই ভেবে, যে আজ বুধবার রাতে সুজির সঙ্গে বেড়াতে যাবো, এমন সময় আমার টেবিলের পাশে ইন্টারকমটা বেজে উঠল।

সুইচটা নামিয়ে বললাম, ওয়ালেস বলছি।

উল্টো দিক থেকে কর্নেল পার্নেলের সেক্রেটারী গ্লেন্ডা কেরীর কর্কশ স্বর ভেসে এল, একবার আমার অফিসে আসুন, দরকার আছে।

কর্নেল বিশেষ জরুরী কাজের দায়িত্ব নিয়ে ওয়াশিংটনে দুদিন হল গেছেন। যাবার আগে গ্লেন্ডাকে অফিসের চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। এখন গ্লেন্ডার নির্দেশমত আমাদের চলতে হচ্ছে।

দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই গ্লেভা বলল, বসুন, আপনার জন্য একটা কাজ এসেছে। প্লে দেখতে বেশ লম্বা চওড়া পরনে সাদা রাউজ কালো স্কার্ট। আমি চেয়ার টেনে বসতেই সে বলল, মিসেস হেনরী থরসেন টেলিফোন করেছিলেন। আজ দুপুর বারোটা নাগাদ ওঁর সঙ্গে দেখা করুন, উনি একটা পারিবারিক রহস্য সমাধানের জন্য একজন স্মার্ট বেসরকারী গোয়েন্দা চাইছেন। আপনি ওর স্বামী হেনরী খরসেনের নাম এর আগে শোনেন নি?

ঘাড় নেড়ে বললাম, না।

হেনরী থরসেন ছিলেন এক ধনী ব্যবসায়ী, মাত্র বছর খানেক আগে তিনি মারা গেছেন। এই নিন ওঁর ঠিকানা।

আমি প্লেন্ডার কামরা থেকে বেরিয়ে নিজের কামরায় ঢুকলাম। বিলের চিঠি লেখা এতক্ষণে শেষ হয়েছে। তাকে বললাম, বিল, হাতে কাজ এসেছে। আমায় দুপুর বারোটায় মিসেস হেনরী থরসেনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তুমি এই ফাঁকে হেরাল্ড পত্রিকার অফিসে চলে যাও। ওদের মর্গ থেকে একবছর আগের পুরনো কাগজ ঘেঁটে হেনরী থরসেন আর তার পরিবার সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করো। বিকেল চারটে নাগাদ আমি অফিসে ফিরব। তখন দেখা হবে। খালি হাতে ফিরে এসো না যেন।

বিল তিড়িং করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে খুশি খুশি মুখ করে বেরিয়ে গেল। আমি জানি এ ধরনের কাজ ওর খুব পছন্দ। আর খালি হাতে ফিরে আসবে না।

শহরের বাইরে প্রচুর গাছ গাছালির মধ্যে দুএকর জমি নিয়ে মৃত হেনরী গুরসেনের প্রাসাদোপম দোতলা বাড়িটি। বিশাল লন আর গাছপালার মাঝখান দিয়ে গাড়ি যাতায়াতের রাস্তাটা গিয়ে বাড়ির বারান্দার সামনে শেষ হয়েছে। চারপাশে কোথাও টু শব্দটিও নেই। বারোটা বাজতে তখনো তিন মিনিট বাকি। কলিংবেল বাজাতেই ভেতরে মিষ্টি সুরে ঘণ্টা বেজে উঠল।

সদর দরজা মিনিট পাঁচেক বাদে খুলল, ভেতর থেকে এক দীর্ঘকায় কৃষ্ণাঙ্গ এসে দাঁড়াল। তার পরনে সাদা কোট কালো ট্রাউজার্স, গলায় কালো রংয়ের বো টাই। লোকটি বেশ বুড়ো, তার মাথায় সাদা চুল বেশীর ভাগ ঝরে গিয়ে জায়গায় জায়গায় টাক গজিয়েছে, বয়স সত্তরের নীচে নয়। তার রক্তাভ চোখ দেখে বুঝতে পারলাম যে সে একটু বেশীরকম মদ খায়।

অ্যাকমে ডিটেকটিভ এজেন্সী থেকে আসছি। আমার নাম ডার্ক ওয়ালেস। মিসেস থরসেন আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। ওকে খবর দাও আমি এসেছি।

আমার সঙ্গে আসুন, বলে সে আমায় পথ দেখিয়ে একতলায় বিশাল ড্রইংরুমে নিয়ে এল। একটা বড় কৌচ দেখিয়ে বলল, আপনি বসুন, ম্যাডাম এক্ষুনি আসছেন। বলে ঘাড় হেলিয়ে ছোট্ট অভিবাদন জানিয়ে সে চলে গেল।

ড্রইংরুমের দেয়ালে অসংখ্য প্রাচীন তৈলচিত্র আর পুরনো আমলের সৌখিন আসবাব বাড়ির মালিকের অতুল বৈভব আর শিল্পরুচির পরিচয় বয়ে বেড়াচ্ছে। সেইসব দেখতে দেখতে একসময় বিরক্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু গৃহকত্রী মিসেস থরসেনের দেখা নেই।

পুরো পঁচিশ মিনিট বাদে তিনি এলেন। চটির হালকা শব্দে মুখ তুলে দেখি লম্বা পাতলা ছিপছিপে চেহারার এক মাঝবয়সী মহিলা পায়ে পায়ে ঘরের মাঝখানটিতে এসে দাঁড়ালেন। যৌবন চলে গেলেও নানারকম প্রসাধন ও সাজগোজের ভিতর দিয়ে তিনি তা ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। মহিলার মুখখানা বেশ সুশ্রী, চোখের তীক্ষ্ণ চাউনি গায়ের চামড়া ছুঁড়ে ভেতরের সবকিছু পলকের মধ্যে দেখে নিতে পারে। মাথার চুলে পাক ধরেছে।

তাকে দেখে কৌচ ছেড়ে উঠে দাঁড়ানো সত্ত্বেও তার মুখে ভদ্রতা বা সৌজন্যের সামান্য হাসির রেশটুকুও ফুটল না। কঠোর চোখে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একনজরে দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন

আপনিই মিঃ ওয়ালেস?

বিনয়ের সুরে বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বসুন। আমি অল্প দু-এক কথায় কাজ সেরে নেব।

বেশ কিছুটা দূরে বসলেন মিসেস থরসেন। তারপর বললেন, শুনেছি আপনারা ব্ল্যাকমেলিংয়ের কেস খুব ভাল করেন। কথাটা কি ঠিক?

একশোবার ঠিক মিসেস থরসেন। আপনি ঠিকই শুনেছেন, এ ব্যাপারে আমাদের জুড়ি নেই।

আমার মেয়েকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছেমিঃ ওয়ালেস, সে লোকটিকে আমি খুঁজে বের করতে চাই।

আপনি যদি আমাদের ঠিক ঠিকমত সাহায্য করেন তাহলে এটা কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু তার আগে জানতে চাই ব্ল্যাকমেলিংয়ের সন্দেহটা আপনার মনে দানা বাঁধল কেন?

আমার মেয়ে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রত্যেক মাসে দশহাজার ডলার তুলছে, গত দশমাস ধরে এটা চলছে। মিঃ অকল্যান্ড ব্যাপারটা নিয়ে খুব চিন্তিত। তিনিই কয়েকদিন আগে খবরটা আমায় দিলেন। বললেন মেয়ের ওপর যেন নজর রাখি।

মিঃ অকল্যান্ড কে?

আমাদের পরিবারের টাকাকড়ি প্যাসিফিক অ্যান্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। মিঃ অকল্যান্ড সেই ব্যাঙ্কের প্রধান অংশীদার। আমার স্বামীর সঙ্গে তার বহুদিনের বন্ধুত্ব ছিল, এখন উনি আমাদের পারিবারিক বন্ধুদের একজন। প্রয়োজনে নানারকম উপদেশ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেন।

তার মানে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে আপনার মেয়ের নিজস্ব আয়ের পথ আছে, আর তার নামে ঐ ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্টও আছে?

দুর্ভাগ্যবশতঃ তাই। আমার স্বামী আমাদের একমাত্র মেয়ে ঐ অ্যাঞ্জেলাকে খুব ভালবাসতেন। তাকে একদিনের জন্য চোখের আড়াল করে তিনি থাকতে পারতেন না। মারা যাবার আগে তিনি ওর নামে মোটা টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখেছিলেন। সেই টাকার

মাসিক সুদ পনেরো হাজার ডলার। ওর মত অল্প বয়সী একটি মেয়ের কাছে এটা কিন্তু প্রচুর টাকা।

ওর বয়স কত?

চব্বিশ।

আমার মতে একটি চব্বিশ বছরের মেয়ের প্রত্যেক মাসে এতগুলো টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু অ্যাঞ্জেলা নিজে স্বাভাবিক মেয়ে নয়, ও হল মিসল বেবী। তার অর্থ কি তা জানেন?

নিশ্চয়ই। গর্ভবতী মায়েদের কখনও কখনও হাম হয় এবং গর্ভের সন্তানের ওপর তার প্রভাব পড়ে। সেসব সন্তান ভবিষ্যতে কিছুটা অস্বাভাবিক হয়।

ঠিক তাই। অ্যাঞ্জেলার বেলাতে ঠিক তাই ঘটেছে। ফলে ও মানসিক দিক থেকে অস্বাভাবিক হয়েছে। ছোটবেলা থেকে দিনরাত অসুখে ভোগায় লেখাপড়াও সেরকম কিছুই হয়নি। তারই ভেতর বাড়িতে প্রাইভেট টিউটরের কাছে সামান্য কিছু পড়েছে। কুড়ি বছরের পর থেকে ওর মানসিক অবস্থার একটু উন্নতি হয়। আমার স্বামী ইতিমধ্যে মারা যান, আর তার আগে তিনি ওর জন্য ব্যাঙ্কে এক মোটা অঙ্কের সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলেন। প্রথম দুমাস এমনভাবে ছিল যেন মাসিক সুদের টাকার ওপর ওর কোন মোহ নেই। তারপরেই তৃতীয় মাস থেকে ও প্রত্যেক মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখে সুদের দশ হাজার ডলার অ্যাকাউন্ট থেকে তুলতে শুরু করে। মিঃ অকল্যান্ড আমার একজন ঘনিষ্ঠ

বন্ধু, উনিই খবরটা আমায় জানান এবং নিজেও খুব উৎকণ্ঠার ভেতরে থাকেন। উনিই আমায় বললেন যে তার ধারণা অ্যাঞ্জেলাকে কেউ ব্ল্যাকমেইল করছে। মিঃ অকল্যান্ড খুব খাঁটি লোক, আমি ওকে খুব শ্রদ্ধা করি।

আপনার স্বামী একবছর আগে মারা গিয়েছেন তাই না মিসেস থরসেন?

হ্যাঁ।

তারপর থেকেই আপনার মেয়ে প্রত্যেক মাসে দশহাজার ডলার করে ব্যাঙ্ক থেকে তুলছে, তাই না? গত দশমাস যাবৎ এটা ঘটছে, কেমন?

ঠিক তাই।

কিন্তু প্রথম দুমাস সে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলেনি, তাই না?

তুলেছিল তবে তার পরিমাণ খুবই কম। মিঃ অকল্যান্ডের মতে ও সে সময় মাত্র দু হাজার ডলার করে তুলেছিল নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে। ঐ টাকায় সে নিজের থাকা খাওয়া চালিয়ে আর যে কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েটি ওর দেখাশুনা করে তার বেতন দিয়েছে।

আপনার মেয়ে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে থাকে?

গম্ভীর গলায় মিসেস থরসেন বললেন, না, আমার স্বামী ওর জন্যে একটা ছোট্ট বাড়ি বাংলো ধাচের বানিয়ে দিয়েছিলেন। এই এস্টেটের শেষ ভাগে গেলে সেই বাড়িটা চোখে পড়বে। কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েটিকে নিয়ে সে ঐ বাড়িতেই থাকে। অ্যাঞ্জেলার ঘরসংসার

দেখাশোনা থেকে শুরু করে রান্নাবান্ন ঘর সাফ করা সব ঐ মেয়েটিই করে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে আমার একবারও দেখা হয়নি। ও কোন আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়িতে যায় না। আমি যে সমাজে মেলামেশা করি সে ওই সমাজকে এড়িয়ে চলে। তাছাড়া ওর চেহারায় চটক বা আকর্ষণ কিছুই নেই।

ওর কি একটিও বান্ধবী নেই?

আমি জানি না। ও ওর নিজের মত জীবন কাটায় আমি আমার নিজের মত জীবন কাটাই।

কিন্তু ছেলে বন্ধু? ওর কি কোন ছেলে বন্ধুও নেই?

বিরক্তির সুরে তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তাই। কোন সুন্দর স্মার্ট ছেলে আজেলার প্রতি আকৃষ্ট হবে এ আমি ভাবতেই পারি না। আমি আগেই বললাম, ওর চেহারায় কোন আকর্ষণ নেই।

কিন্তু ও ধনী মিসেস থরসেন। প্রচুর টাকা আছে এমন বহু লোক দেখতে আকর্ষণীয় নয় এমন অনেক মেয়ে নিয়ে দিন কাটায়।

একথাটা আমি ও মিঃ অকল্যান্ডও ভেবেছি। তেমন কেউ যদি সত্যিই অ্যাঞ্জেলার জীবনে এসে থাকে তবে আপনি তাকে খুঁজে বের করুন মিঃ ওয়ালেস। সেটাই হবে আপনার কাজ।

আমি সে কাজ নিশ্চয়ই করব মিসেস থরসেন। আপনার মেয়ের সম্পর্কে এখন কিছু খোঁজখবর আমার প্রয়োজন। ও কিভাবে সময় কাটায় সে সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা আছে কি? যেমন ধরুন ও কি সাঁতার কাটে, টেনিস খেলে, নাচতে যায়?

জানি না। আমি আগেই বললাম যে আমাদের দুজনের খুব কমই সাক্ষাৎ হয়।

মিসেস থরসেনের ওপর আমার একধরনের বিতৃষ্ণা আসতে লাগল। মা হিসেবে ওকে কখনই আদর্শ বলতে পারবো না।

অ্যাঞ্জেলা কি আপনার একমাত্র মেয়ে?

মিসেস থরসেন একটু আড়ষ্ট হলেন, ওর দুচোখ যেন জ্বলে উঠল।

আমার একটি ছেলে ছিল কিন্তু ওকে নিয়ে আলোচনা করার কোন দরকার নেই। ওর সম্পর্কে এটুকুই বলছি যে বেশ কিছুদিন আগে ও বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি বা কোন খবর পাইনি। এতে আমি খুব খুশি। অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে যে সমস্যা, মনে হয় তার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই।

আমি মিঃ অকল্যান্ডের সঙ্গে দেখা করতে চাই মিসেস থরসেন। আশাকরি তাতে আপনার কোন আপত্তি নেই?

একদম নয়, মিঃ অকল্যান্ডের ওপর আমার পুরো আস্থা আছে। সত্যিকথা বলতে কি, উনিই আমায় আপনার সাহায্য নেবার কথা বলেছিলেন। ওর সঙ্গে দেখা করুন।

আপনার মেয়েকেও আমার দেখা দরকার।

হা। আগামীকাল মাসের প্রথম তারিখ। ও নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কে যাবে। মিঃ অকল্যান্ডকে বললেই উনি ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু আপনি আমার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে যাবেন না। ওর সম্পর্কে যে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে এটা অ্যাঞ্জেলাকে জানানো আমার ইচ্ছা নয়। আপনার এজেন্সী নিশ্চয়ই সবরকম গোপনীয়তা রক্ষা করে চলে?

আপনি সে সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারেন মিসেস থরসেন। আজ বিকেলেই আমি মিঃ অকল্যান্ডের সঙ্গে দেখা করব। দেবার মত কোনও খবর পেলে আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

আমার এটুকু ভরসা আছে যে এ ব্যাপারে খুব বেশী সময় লাগবে না। তবে আপনার চার্জ বড্ড বেশি।

আমাদের হাতে অনেক কাজ জমে আছে মিসেস থরসেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যত তাড়াতাড়ি পারি আমরা আপনাকে কিছু খবর দেওয়ার চেষ্টা করব।

সেই ভাল, তবে খবর দেবার আগে দয়া করে টেলিফোনে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেবেন কারণ আমি খুব ব্যস্ত জীবন যাপন করি। বলেই মিসেস থরসেন দরজার দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, আপনি তাহলে আজ আসুন, দরজাটা নিজেই খুলে নিন। আমার বাটলার স্মেডলি যখন তখন মদ খেয়ে নেশায় চুর হয়ে থাকে তাই আমি ওকে সবসময় ডাকি না।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনি কি ওকে ছাড়িয়ে দেবার কথা ভাবছেন মিসেস থরসেন?

ভুরুদুটো তুলে ঠাণ্ডা ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, স্মেডলি গত ত্রিশ বছর যাবৎ আমাদের পরিবারে আছে। আমার সব অভ্যেস ওর জানা আছে তাছাড়া ও রুপোর বাসনগুলোর যত্ন নিতে জানে। ওর অবস্থা যতদিন না খারাপ হয় ততদিন আমি ওকে বহাল রাখছি। বিদায় মিঃ ওয়ালেস।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখি তোড়ে বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টির ভেতর দিয়েই দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

একটা হামবার্গার দিয়ে লাঞ্চ সারলাম। তারপর বিকেল তিনটে নাগাদ গাড়ি চালিয়ে প্যাসিফিক অ্যান্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে হাজির হলাম।

ব্যাঙ্কের ভেতরের চেহারা দেখে বোঝা যায় যে এর মালিক সত্যিই ধনবান লোক। দুজন সিকিউরিটি গার্ড সবসময় ভেতরে ঘোরাঘুরি করছে, তাদের চোখে সতর্ক দৃষ্টি। টেলার কাউন্টারের সামনে বুলেট প্রুফ কাঁচ। ভেতরে অসংখ্য ফুলদানিতে থরে থরে টাটকা মরশুমি ফুল সাজানো। মেঝেতে পুরু কার্পেট। এয়ার কণ্ডিশনারের মৃদু শব্দ।

আমি গার্ড দুজনের সতর্ক চোখ পেরিয়ে একটা টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। টেবিলের ওপর পতাকার মত একফালি কাপড়ে লেখা অভ্যর্থনা। টেবিলের সামনে এক বয়স্কা মহিলা বসে, যার চোখ দেখে বোঝা যায় লোকের গা কে বলে দিতে পারেন সে

ধনী কিনা, সে শিক্ষাই তাকে দেওয়া হয়েছে যদিও আমার গা থেকে তেমন কোন টাকাপয়সার গন্ধ বেরোচ্ছিল না।

বলুন?

মিঃ অকল্যান্ডের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আপনার সঙ্গে কি ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

কথা না বাড়িয়ে ওয়ালেট থেকে আমার একটা কার্ড বের করে তার সামনে রেখে বললাম, এটা দেখালেই উনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

ভদ্রমহিলা খুঁটিয়ে কার্ডখানা দেখে বললেন, মিঃ অকল্যান্ড এখন ব্যস্ত আছেন। আপনি কি দরকারে এসেছেন?

আপনার যখন এতই কৌতূহল মিসেস থরসেনকে টেলিফোন করে আমার কথা বলুন। তাহলেই উনি আপনাকে সব বুঝিয়ে দেবেন। তবে অন্যদিকে উনি এমন ব্যবস্থা নিতে পারেন যে হয়ত ভবিষ্যতে আপনার এখানে চাকরী করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। এক গাল হেসে বললাম, চুপ করে বসে রইলেন কেন? একটা সুযোগ নিয়ে দেখুন না, ওকে টেলিফোন করুন।

আসলে মিসেস থরসেনের নাম শুনেই ওর আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। আমার কার্ডখানা তুলে নিয়ে হেঁটে মিঃ অকল্যান্ডের চেম্বারে গিয়ে ঢুকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে ঠাণ্ডা

গলায় বললেন, মিঃ অকল্যান্ড আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনার ডানদিকের প্রথম দরজা, চলে যান।

ধন্যবাদ বলে ডানদিকের প্রথম দরজায় টোকা মেরে ভেতরে ঢুকলাম। সামনে বিশাল টেবিল, তার ওপাশে বসে হোরেস অকল্যান্ড। ভদ্রলোক বেঁটে, মোটা, টাকমাথা এবং ভয়ঙ্কর দেখতে। কিন্তু তার সতর্ক বাদামী চোখের চাউনি মোটেই ভয়ঙ্কর নয়। চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রথমেই তিনি কামরার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে ইঙ্গিতে আমাকে বসতে বললেন।

মিসেস থরসেন আমায় টেলিফোন করে আপনার কথা বলেছেন, মিঃ ওয়ালেস। লেসার রশ্মির মত অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে বললেন, উনি বললেন আপনার কয়েকটা প্রশ্ন আছে।

চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, মিঃ অকল্যান্ড, মেয়েটি সম্পর্কে আপনি কি আপনার অভিমত জানাবেন? ওর মা বলছেন যে ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ নয় বরং পিছিয়ে পড়া বললেই ঠিক হবে। আপনি কি মনে করেন?

সত্যি বলতে কি, আমি তা ঠিক জানি না। মেয়েটিকে দেখে তো খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হয়, আর তাও অল্প কয়েক মিনিটের জন্য যখন ও টাকা তোলে। ওর পোশাকও বড্ড অদ্ভুত কিন্তু এখানকার অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সবাই ওরকম অদ্ভুত পোশাক পরে। নিজস্ব মতামত দিতে আমি ঘাবড়াই না।

শুনেছি ওর একটা নিজস্ব অ্যাকাউন্ট আছে যেখান থেকে প্রতিমাসে সুদ বাবদ পনেরো হাজার ডলার আয় হয়। ও যদি মারা যায় তখন ঐ টাকার কি হবে?

মিঃ অকল্যান্ড ভুরু কুঁচকে, মিঃ ওয়ালেস, ওর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর।

আপনার বয়স যাই হোক না কেন, আপনি দুর্ঘটনায় যে কোন সময় মরতে পারেন এটা তো ঠিক?

ও মারা গেলে ওর অ্যাকাউন্টটা বন্ধ হয়ে যাবে, টাকার মালিক হবে তখন ওদের এস্টেট।

টাকার পরিমাণটা কত?

মিঃ থরসেন ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন। ওর কত টাকা আছে তা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না।

মিসেস থরসেন ওর স্বামীর টাকার উত্তরাধিকারিনী হয়েছেন। ওঁর মেয়ে মারা গেলে উনি তো আরও অনেক টাকার মালিক হবেন, তাই না?

হ্যাঁ, সম্পত্তির অন্য কোনও উত্তরাধিকারী নেই।

ওঁর একটি ছেলে আছে।

হ্যাঁ, টেরেন্স থরসেন। দুবছর আগে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর ওকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এস্টেটের টাকার ওপর ওর কোন দাবী নেই।

তাহলে আর কেউ নেই?

মিঃ অকল্যান্ড আমার প্রশ্ন শুনে এমনভাবে নড়েচড়ে বসলেন বুঝলাম তিনি বিরক্ত হচ্ছেন।

ভাগীদার অনেক আছে। মিঃ থরসেন উইলে তার বাটলার স্মেডলির নামেও বেশ কিছু টাকা রেখেছেন। মিসেস থরসেন মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ হাজার ডলার দেওয়া হবে।

মিঃ অকল্যান্ড, আপনি কি মনে করেন যে প্রত্যেক মাসে মেয়েটি যে এভাবে দশহাজার ডলার তুলছে তা শুধু কোনও ব্ল্যাকমেলারকে চাপা দেবার জন্য।

মিঃ ওয়ালেস, গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমি একটানা ব্যাঙ্কের কাজ করে যাচ্ছি। মিস থরসেনের বয়স মাত্র চব্বিশ আর আমার মনে হয় ও সব দিক থেকেই পুরোপুরি স্বাভাবিক। ওর টাকা নিয়ে যা খুশি করার অধিকার ওর আছে। কিন্তু হেনরী থরসেন আর আমি দুজনেই দুজনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। আমরা পরস্পরকে খুবই বিশ্বাস করতাম। আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম যে ওর কিছু ঘটলে অ্যাঞ্জেলার হাতে যখন এত টাকা আসবে তখন আমি যেন তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখি। মিসেস থরসেন নিজেও আমার একজন বন্ধু এবং আর্থিক ব্যাপারে তিনি আমার উপদেশ মেনেই চলেন। অন্যান্য নানারকম সমস্যায় আমি তার পাশে দাঁড়াই, এজন্য উনি আমায় খুব বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই বিশেষ পরিস্থিতিতে অ্যাঞ্জেলার টাকা, তোমার কথা আমি ওকে বলতাম না।

আমি পুরো দশটি মাস লক্ষ্য করছি। সুতরাং একজন পারিবারিক বন্ধু হিসেবেই মিসেস থরসেনকে সতর্ক করেছি। ব্ল্যাকমেলের সম্ভাবনাটা আমারই মাথায় এসেছিল, তাই ওকে তদন্ত করতে বলেছিলাম যাতে নিশ্চিত হওয়া যায়।

আপনার মনোভাব আমি বুঝতে পেরেছি মিঃ অকল্যান্ড।

আপনাকে যা বললাম তা যেন পুরোপুরি গোপন থাকে। বুঝতে পেরেছেন?

নিশ্চয়ই মিঃ অকল্যান্ড। এবার মিস থরসেনকে আমি একটু নিজের চোখে দেখতে চাই। ওর মা বলে দিয়েছেন আমি যেন তার মেয়ের সঙ্গে কোনমতেই আলাপ না করি। কিভাবে ওর দেখা পাব?

ওর দেখা পাওয়া খুবই সহজ। আগামীকাল সকালে ও এখানে টাকা তুলতে আসবে। আমি ব্যবস্থা করে রাখব যাতে ভেতরে ঢোকার আর বেরোবার সময় আপনি ওকে ভাল করে দেখতে পারেন। বাকিটা আপনার ওপর।

খুব ভাল কথা, আমি তাহলে কখন আসব?

ও সকাল দশটায় আসে। আপনি ঠিক পৌনে দশটায় চলে আসুন। এখানে লবিতে বসে অপেক্ষা করুন। আমি মিস বার্চকে বলে রাখছি যাতে ও ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেয়।

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তার টেবিলের ওপর রাখা ইন্টারকমে শব্দ হল, হ্যাঁ মিস বার্চ। ঠিক তিন মিনিটের মধ্যে রিসিভার নামিয়ে রেখে আমায় বললেন, মাপ করবেন মিঃ ওয়ালেস হাতে আর সময় নেই।

সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে করমর্দন করে বললাম, আমি আজ তাহলে যাচ্ছি মিঃ অকল্যান্ড। আগামীকাল ঠিক পৌনে দশটায় আসব।

অফিসে ফিরে গ্লেন্ডা কেরীকে রিপোর্ট দিতে গিয়ে বললাম, মিসেস খরসেন এই ঝামেলাটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিটিয়ে ফেলতে চান। উনি বলছেন, আমাদের চার্জ নাকি খুব বেশী।

গ্লেন্ডা শুকনো হেসে, সবাই ঐ একই কথা বলে তারপরেও সবাই আমাদের কাছেই আসে। বলুন, এরপর কি করবেন?

ব্যাঙ্কে যাব, অ্যাঞ্জেলার পিছু নেব। দেখব ও কার হাতে টাকাটা দেয়। তারপর যদি বরাত ভাল থাকে তো একটা ফটো নেব। আমি বিলকে থরসেন পরিবারের ইতিহাস বের করার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।

ঠিক আছে, কাজ চালিয়ে যান।

আমি আমার কামরায় ফিরে দেখি বিল তার রিপোর্ট খুব মনোযোগ দিয়ে টাইপ করছে। মিসেস থরসেন আর হোরেস অকল্যান্ডের সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়েছে তার সবটুকুই তাকে বললাম।

একটা জিনিস আমার মাথায় ঢুকছেনা যে মিসেস থরসেন। যিনি তার মেয়ে কি করে বেড়াচ্ছে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উৎসাহী নন, সে কেন মোটা টাকা খরচ করে জানতে চাইছেন কেউ অ্যাঞ্জেলাকে ব্ল্যাকমেল করছে কিনা। কেন? এই প্রশ্নটার উত্তর আমার জানা দরকার। আর এখানেই আমি একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

বিল পাল্টা প্রশ্ন করল, তাতে তোমার বা আমার কি এসে যায়? মেয়েটাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে কিনা জানার জন্য আমাদের ভাড়া করা হচ্ছে। এর পেছনে মিসেস থরসেনের যাই মোটিভ থাকুক না কেন তা জেনে আমাদের কোন দরকার নেই।

আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এটা একটা ইন্টারেস্টিং কেস। বিল আমি কাল ব্যাঙ্কে গিয়ে অ্যাঞ্জেলাকে বের করব। তুমি বাইরে গাড়িতে বসে থাকবে। ইঞ্জিন চালু রাখবে। আমি ওর পেছনে পেছনে বেরিয়ে এসে ইশারা করলেই তুমি স্টার্ট দেবে। আমিও আমার গাড়ি নিয়ে ওর পিছু নেব। তুমি আগে থাকবে, মাঝখানে থাকবে অ্যাঞ্জেলা, আমি তার পেছনে থাকব। এভাবে ফলো করলে ও আমাদের ব্ল্যাকমেলারের কাছে ঠিক নিয়ে যেতে পারবে। এবার বল হেনরী থরসেন সম্পর্কে কতটুকু জানতে পেরেছ?

হেনরী থরসেন শেয়ারের দালালী করে প্রচুর টাকা রোজগার করেছিলেন। থরসেন অ্যান্ড চারটেরিস কোম্পানীর তিনি ছিলেন সিনিয়ার পার্টনার। নিউইয়র্কে ওদের একটা শাখা অফিস থাকলেও ব্যবসার সবকাজকর্ম এখানেই হয়। থরসেনের হাতে যাদুর ছোঁয়া ছিল। কোন্ শেয়ারের দর কেমন উঠবে বা পড়বে তা তিনি আগে থেকে টের পেয়ে যেতেন। শুধু মক্কেলদের জন্যে নয়, তিনি নিজের জন্যও প্রচুর টাকার শেয়ার কিনেছিলেন।

উনি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ক্যাথলীন লিভিংস্টোনকে বিয়ে করেন। ক্যাথলীনের বাবা জো লিভিংস্টোন পেট্রলের খোঁজে তিনটে জায়গায় খোঁড়াখুড়ি করছিলেন। তাতে তিনি খুব লাভবান হননি। তাই থরসেনের মত পয়সাওয়ালা লোককে বিয়ে করে ক্যাথলীন সৌভাগ্যবতী হতে পেরেছেন। তার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মায়। ছেলের নাম টেরেন্স, মেয়ের নাম অ্যাঞ্জেলা। পুরনো কাগজে তাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু উল্লেখ না থাকলেও মিসেস থরসেন কিভাবে তার স্বামীর টাকা দুহাতে উড়িয়েছে তার বিবরণ আছে। উনি এখানকার সেরা সোসাইটি লেডীজের একজন। সভাসমিতি আর পার্টিতে ওর চারপাশে সবসময় নানা ধরনের লোক ভীড় করে থাকে। উদ্দেশ্য একটাই, কোনমতে ওর কৃপাদৃষ্টি পাওয়া।

মারা যাবার আগে থরসেন দশবছর যাবৎ হার্টের অসুখে ভুগছিলেন। প্রচণ্ড মানসিক চাপের ভেতর ওকে অর্থ রোজগার করতে হয়েছে। গতবছর উনি নিজের বাড়ির লাইব্রেরীতে বসেছিলেন। সেই সময় হঠাৎ ওর হার্ট অ্যাটাক হয়। সেবারের ধাক্কাটা উনি আর সামলাতে পারেন নি, লাইব্রেরীতেই উনি মারা যান। পরে সবাই ওকে মৃত অবস্থায় খুঁজে পায়। সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। তাই ডাক্তারও ডেথ সার্টিফিকেট দিতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছিল। করোনার ডাঃ হীবার্ট ডসন মৃতদেহ পরীক্ষা করতে গিয়ে তার রগের কাছে একটা ছোট্ট ক্ষত দেখতে পেয়েছিলেন আর সেটাই তার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছিলো। পুলিশ বাড়ির লোকেদের জেরা করেছিল, জেরার উত্তরে বহুদিনের পুরোনো বাটলার জোশ স্মেডলি বলেছিল যে সে লাইব্রেরী ঘরে ভারী কোন জিনিস পড়ে যাবার শব্দ শুনতে পেয়েছিল, ছুটে এসে দেখেছিল তার মনিব টেবিলের ধার ঘেঁষে মেঝেয় পড়ে আছে। ওদের পারিবারিক চিকিৎসকের মতে মিঃ থরসেন নিশ্চয়ই বুকের ব্যথায় ছটফট করতে করতে চেয়ার

ছেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। পড়ে যাবার সময় টেবিলের কোণায় তার মাথাটা আছড়ে পড়েছিল আর তখনই তার রগে ক্ষত হয়েছিল। করোনার ডঃ ডসন এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন। এরপর মিসেস থরসেন তাঁর স্বামীর সব বিষয় সম্পত্তির মালিক হন। তার উইল অনুযায়ী অ্যাঞ্জেলার অ্যাকাউন্টে প্রচুর টাকা জমা পড়ে যা থেকে সে প্রত্যেক মাসের সুদ পায় পনেরো হাজার ডলার কিন্তু নিজের ছেলে টেরেন্সকে তিনি একপয়সাও দেননি। সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন।

বাঃ তুমি খুব ভাল কাজ করেছে বিল। অ্যাঞ্জেলাকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছে কিনা সেটা বের করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন ব্যাপারে কৌতূহলী হওয়া ঠিক নয়। তোমার এ সিদ্ধান্তটা আমি মেনে নিচ্ছি। অন্যদিকে থরসেন পরিবারের ইতিহাস আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিচ্ছে। ওর ছেলে টেরেন্সের কথা বার বার আমার মনে আসছে। সেই বাটলার স্মেডলিকেও আমি মন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারছি না। বেশ তাহলে কাজে লেগে যাও। থরসেন পরিবারের একটা ফাইল তৈরী করো। কর্নেল পার্নেলের স্বভাব তত জানাই আছে। ফিরে এসেই কিন্তু উনি জানতে চাইবেন আমরা কতটুকু এগিয়েছি, কি কি খবর যোগাড় করেছি।

আমিও তাই ভাবছি, বলে বিল টাইপ রাইটার টেনে নিল।

অফিসের কাজ সারতে সাড়ে ছটা বাজল। সুজি লংয়ের জন্য মনটা আনচান করতে শুরু করেছে। এই সময় সমুদ্রের ধারে আমাদের সেই পুরোনো রেস্তোরাঁটায় আমরা দেখা করি, তারপর সমুদ্রের বড় কাঁকড়া আর চিংড়িমাছের সুস্বাদু রান্না খেয়ে রাতের ডিনার শেষ করি। টেবিল পরিষ্কার করতে করতে বললাম, বিল, আজ রাতে তুমি কি করছ?

হতাশার সুরে বিল বলল, কি আর করব। ঠেকে ফিরে রাত্রের খাবার জন্য চটপট যাহোক কিছু বানিয়ে নেব তারপর যতক্ষণ না ঘুম আসে ততক্ষণ টিভি দেখব।

ওভাবে বাঁচা যায় না বিল। আমার মত তুমিও একটা দেখতে ভাল গোছের মেয়ে জুটিয়ে নাও।

যে টাকাটা জমাচ্ছি তার কথা একবার ভেবেছো? তোমার পথে এগোলে দুদিনে সব উড়ে যাবে। তার চেয়ে এই বেশ আছি। চলি ডার্ক, আবার দেখা হবে। বলে সে বেরিয়ে গেল।

সমুদ্রের ধারে বস্তী এলাকায় একখানা দু কামরার অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে আমি থাকি। গাড়ি পার্ক করে নড়বড়ে লিফটে চেপে চারতলা পেরিয়ে আমার ডেরায় পৌঁছলাম। প্যারাডাইস সিটিতে আসবার পর এই আস্তানাটা খুব সস্তায় পেয়েছিলাম। ভেতরে দেয়ালের গায়ে বাদামী বার্নিশ। আসবাবপত্র খুবই পুরানো আর ব্যবহারের অনুপযোগী। খাটে চাপলেই ক্যাচকোচ শব্দ হয়। আর শোবার পর পিঠে এমন ব্যথা হয় যে বোঝা যায় তোষক অক্ষত নেই। আসলে এখানে বেশিদিন থাকবার ইচ্ছে ছিল না বলেই কম ভাড়ায় তখন সুখের স্বর্গটি আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু সুজি এখানে প্রথমদিন এসে বেশ ঘাবড়ে গেল। চারপাশে চোখ বুলিয়ে বলল, এটা আবার অ্যাপার্টমেন্ট নাকি? এতো শেয়ালের গর্ত। উঁহু এমন গর্তে তোমার থাকা চলবেনা। আমি বললাম এখানকার ভাড়া খুব কম। শুনে সে বলল, ঠিক আছে, এবার দেখো আমি কি করি।

আমি এক সপ্তাহ বিলের ছোট্ট কামরায় রইলাম, আর সুজি তার বেলভিউ হোটেলের দুজন রাজমিস্ত্রীকে এনে এখানকার দেওয়ালগুলো হোয়াইট ওয়াশ করিয়ে দিল। সেই

সঙ্গে হোটেলের কিছু বাতিল আসবাবপত্র জলের দরে কিনে আমার ডেরায় এনে তুলল। সে আস্তানার চেহারাই বদলে দিল। সেদিন আমার কি ভাল যে লাগছিল বলে বোঝাতে পারব না।

দরজা দিয়ে ঢুকেই সামনের ফাঁকা দেয়ালে আমি একটা বুক সেলফ রাখব ভেবেছিলাম। কিন্তু সুজি বলল একটা বড় সাইজের ছবি লাগালে ঘরের ছিরি ফিরবে। শেষে বুঝলাম যে ওর মতই টিকবে।

কিন্তু আজ ঘরে ঢোকার পর সামনের দেয়ালটায় দেখলাম কে যেন বড় কালো অক্ষরে লিখে রেখেছে

অ্যাঞ্জিওকে ঘাঁটালে মুশকিলে পড়বে...

লোকটা নিশ্চয়ই দরজার পেছনে ঘাপটি মেরে ছিল। সে খুবই চটপটে এবং ওস্তাদ লোক তাতে সন্দেহ নেই। কারণ দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই পেছন থেকে সে ভারী কোন জিনিস দিয়ে আমার মাথায় এক ঘা মারল। সঙ্গে সঙ্গে আমি জ্ঞান হারিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লাম।

২.

আমি পরদিন ঠিক পৌনে দশটায় প্যাসিফিক অ্যান্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে গেলাম। মিস বার্চের সামনে দাঁড়াতেই তিনি ঠাণ্ডা চাউনিতে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বললেন, আপনি মিঃ ওয়ালেস তো, আমি এক্ষুনি মিঃ অকল্যান্ডকে খবর দিচ্ছি।

বাঃ ঠিক ধরেছেন মিস বার্চ। ও হো, আপনি মিস বার্চ তো?

মিস বার্চ দুচোখে আগুন ঝরিয়ে ইন্টারকমের সুইচ টিপলেন।

মিঃ অকল্যান্ড মিঃ ওয়ালেস এসেছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিঃ অকল্যান্ড বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন।

মিঃ অকল্যান্ড রিসেপশন টেবিলের কিছুটা দূরে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, আমি মিস বার্চকে বলে রেখেছি, মিস থরসেন এলেই ও আপনাকে ইশারায় দেখিয়ে দেবে।

কাল রাত্রের চোটের ব্যথাটা প্রচণ্ড। সকালে পাঁচটা অ্যাসপ্রো খেয়েও ব্যথা কমেনি, চেয়ারে বসে আমি গতকালের কথা মনে করার চেষ্টা করলাম। সুজি আমার খোঁজে এসে দেখেছিল সদর দরজা খোলা। সামনের দেয়ালে ঐ অদ্ভুত ঘঁশিয়ারী। মেঝের ওপর আমি মুখ থুবড়ে পড়ে।

সুজি সেই দুর্লভ জাতের মেয়ে যারা প্রয়োজনের সময় মাথা ঠিক রাখে এবং সব কাজ ঠিক ঠিক করে যেতে পারে। সে হাত ধরে আমায় তুলে এনে ডান কানের পেছনটা ফুলে উঠেছে দেখে রান্নাঘর থেকে কিছুটা বরফ এনে সেখানে চেপে ধরল। দশ মিনিট পরে আমি একটু সুস্থ হয়ে হেসে বলেছিলাম, কিছু মনে কর না। একজন অচেনা অতিথি এসে আমার এই হাল করে ছেড়েছেন।

তুমি বিশ্রাম করো, সোনা। কথা বলোনা। চলো তোমায় বিছানায় শুইয়ে দিই। সুজির সাহায্যে জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়েছিলাম।

এবার বরফ দিয়ে একটা ডবল পেগ স্কচ আমায় দাও তাহলেই আমি সুস্থ হয়ে উঠব।

উঁহু, অ্যালকোহল একদম নয়। আমি এক্ষুনি ডাক্তার ডেকে আনছি।

আরে আমি ঠিক আছি, ডাক্তার ডাকবার দরকার নেই। কাল সকালেই সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি আমায় একটু স্কচ দাও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুজি গিয়ে স্কচ নিয়ে এসেছিল। আমায় স্কচ দিয়ে নিজেও একটু নিয়েছিল, তারপর খুব দুশ্চিন্তা ভরা চোখে আমায় দেখছিল।

আমি ঠিক আছি গো, ওভাবে আমার দিকে দেখোনা।

তুমি আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে, ওঃ, ডার্ক এসব কি হচ্ছে বলো তো?

এসব নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। আমি একটা নতুন কেস হাতে নিয়েছি। শত্রুরা পিছু নিয়েছে, তার অর্থ আমি ঠিক পথেই হাঁটছি।

ওঃ, বলে সুজি চুপকরল। কিছুক্ষণ উসখুশ করে ও শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেই ফেলল, অ্যাঞ্জি কে জানতে পারি?

না পারবে না, ব্যস এ ব্যাপারে আর কোন কথা নয়।

ঠিক। এবার আমি যাব, তার আগে তোমায় তিনটে ঘুমের বড়ি দেব, বলে তিনটে ঘুমের বড়ি এনে দিল। এবার লক্ষ্মী ছেলের মত একটু ঘুমোও তো ডার্ক, একটা লম্বা ঘুম দরকার।

তার চেয়ে আজ আমার পাশেই শুয়ে পড়ো না। আমার রাতটুকু দিব্যি কেটে যাবে।

উঁহু, ওসব বলবে না। নাও, ওগুলো খেয়ে ফেল।

আমার মাথা দপদপ করছিল। বড়িগুলো খেয়ে ফেললাম।

কাল রং মিস্ত্রী নিয়ে নোংরা লেখাটা মুছে ফেলবে। কিন্তু লোকগুলো কিভাবে ঢুকল বলত?

তালাটা যে ভাবেই হোক খুলেছে।

আমি তালা সারানোর মিস্ত্রী নিয়ে আসব। সে তোমার নতুন তালা লাগিয়ে দেবে। আমি লেটার বক্সেও তালার ব্যবস্থা করছি, এই বলে চুমু খেল, এবার ঘুমাও লক্ষ্মীটি, এই বলে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

সকাল সোয়া নটায় বিলের কাছে গেলাম। রাতের ঘটনা শুনে সে বলল, দেখে মনে হচ্ছে ঝামেলা শুরু হল ডার্ক।

সে তো বটেই, আমাদের লাইনে ঝামেলা তো প্রতি পদে।

তা হলে অ্যাঞ্জেলাই ওদের কাছে অ্যাঞ্জি, আর কেউ নিশ্চয়ই ওসব লোককে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে তুমি অ্যাঞ্জেলার ওপর নজর রাখছ। ওরা আগেভাগেই কাজ শুরু করে দিয়েছে কিন্তু কথা হচ্ছে লোকটা কে?

সেটাই আমাদের বের করতে হবে। বিলকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলাম, ব্যাঙ্কের বাইরে ওকে অপেক্ষা করতে বলে আমি ভেতরে ঢুকলাম।

চেয়ারে বসে প্যারাডাইস সিটি হেরাল্ড পড়বার ভান করছি, আর সেই ফাঁকে আশেপাশের লোকেদের নজর রাখছি। হঠাৎ মিস বার্চ ব্যস্ত হয়ে একগাল হাসলেন, আমি যার অপেক্ষায় বসে আছি এবার তিনি আসছেন।

একটি মেয়ে ভেতরে ঢুকতেই দারোয়ান সেলাম ঠুকল। মেয়েটি আসতেই আমি তাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

পাট কাঠির মত চেহারা, সামনে পেছনে কোথাও মাংস নেই, সব ফ্ল্যাট, ফাঁকা মাঠের মত। মাথায় মেক্সিকান চাষীদের মত খড়ের টুপি, সেটা নামিয়ে দিয়েছে যাতে মুখটা ঢাকা পড়ে। চোখে বড় সানগ্লাস পরেছে। মেয়েটির পরনে টি-শার্ট, আর নীল জীসের ট্রাউজার্স, পায়ের নখগুলো রং করা হয়েছে। ওকে দেখলে মনে হয় অল্পবয়সী মেয়ে, কলেজের ছুটিতে বেড়াতে বেড়িয়েছে।

মিস বার্চ মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ অকল্যান্ডের কামরায় ঢুকলেন। আমি বাইরে বিলের কাছে গেলাম, ও ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বসেছিলো।

আমার মনে হয়েছিল ঐ সেই লোক আমরা যাকে খুঁজছি। বিল বলল, সামনে দুটো গাড়ির আগে ভক্স ওয়াগন থেকে ওকে নামতে দেখেছি।

ঠিক আছে বিল, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, বলে আমি দরজা খুলে বিলের পাশে বসলাম, মিনিট দশেকের মধ্যে ও ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল, হাতে প্লাস্টিকের ব্রীফ কেস। বোঝাই যায় মিঃ অকল্যান্ড এটা ওকে দিয়েছেন আর তার ভেতরে দশ হাজার ডলার আছে।

অ্যাঞ্জেলা গাড়িতে স্টার্ট দিতেই আমরা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছু নিলাম। প্রথমে বুলেভার্ড, তারপর বন্দরের ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকা, তারপর ছোট রাস্তায় ঢুকে পড়ল সে।

বন্দরে প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়েছে সকালবেলা। জেলেরা বার থেকে বীয়ার খেয়ে আবার মাছ ধরতে যাচ্ছে। অল্পবয়েসী হিপি তরুণ তরুণীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে কফি খাচ্ছে। একটা ফাঁকা জমিতে অ্যাঞ্জেলা গাড়ি রাখল। বিল তারই পাশে গাড়ি দাঁড় করাল। গাড়িতে

বসেই দেখলাম অ্যাঞ্জেলা পায়ে পায়ে এগিয়ে একটা নোংরা চেহারার রেস্তোরাঁয় ঢুকল। বাইরে নাম লেখা ব্ল্যাক ক্যাসেট; ডিস্কো ড্রিঙ্কস। চটপট তৈরী খাবার। রেস্তোরাঁর বাইরের দেয়ালের পলেস্তরা খসে পড়েছে, জানালার দরজার পাল্লা ভাঙ্গা, কোথাও কোন ছিরি ছাদও নেই। আস্তে আস্তে এগিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াতে দেখি কাঁচের গায়ে লেখা–

শুধু কালোদের জন্য :
সাদাদের ঢোকা বারণ :
বুঝলে?

আমি একটু চিন্তা করে গাড়িতে ফিরে বিলকে বললাম, এটা পুরোপুরি কালোদের জন্য। তুমি এখানেই অপেক্ষা করো। দেখো ও কতক্ষণ ভেতরে থাকে। আমি দেখি কিছু খবর যোগাড় করতে পারি কিনা।

ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় নেপচুন ট্যাভার্নে ঢুকলাম। এখানকার স্থানীয় মান হল আলবানি আমি তাকেই খুঁজছিলাম। ঢুকেই চোখে পড়ল অ্যাল একটা খালি বীয়ারের টিন হাতে নিয়ে নাড়তে আর উদাস চোখে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে। অ্যাল বার্নি আমাদের অ্যাকমে এজেন্সী অপারেটরদের গোপন খবরাখবর প্রায়ই সরবরাহ করে তার বিনিময়ে আমাদের অপারেটরর প্রচুর বীয়ার আর সসেজ খাওয়ায়।

অ্যাল আমাকে দেখেই হাসল, বীয়ারের টিনটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললঃ আসুন মিঃ ওয়ালেস মাইরী বলছি, আপনাকে দেখে খুব ভাল লাগছে। বলেই পেটে হাত রেখে, খিদেও পেয়েছে আপনি ব্রেকফাস্ট খাবেন?

নিশ্চয়ই। আমি তোমায় বীয়ার, ব্রেকফাস্ট সবই খাওয়াব।

অ্যাল ওয়েটারকে ডেকে ব্রেকফাস্ট আনতে বলল। এখানকার কফি খেতে বদখত তাই আমি বললাম, আমি এইমাত্র ব্রেকফাস্ট খেয়েছি এখন আর কিছু খাব না।

আপনার কি খবর মিঃ ওয়ালেস?

খবর সব ভাল তো? আপনাকে কিন্তু খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। কর্নেল কেমন আছেন?

সিগারেট ধরিয়ে বললাম, কর্নেল এখন ওয়াশিংটনে আছেন।

ওয়েটার একটা বড় ডিশে সসেজ আর বীয়ার আনল। একটা সসেজ মুখে দিয়ে সে হেসে বলল, বলুন মিঃ ওয়ালেস আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

তুমি ব্ল্যাক ক্যাসেট সম্পর্কে আমায় কতটুকু খবর দিতে পার?

ওটা কালোদের সস্তার রেস্তোরাঁ, সবাই আসে। পুলিশের ঝামেলাও নেই। এখানে যারা আসে তাদের বেশীরভাগ ভিয়েত্রামীনয়তো পোর্টোরিককান। এই রেস্তোরাঁয় কালোরা সবাই এসে জড়ো হয়ে মদ খায়। ফুর্তি করে, নাচে, গান গায়।

জায়গাটা কে কিনেছিল অ্যাল?

বীয়ারের বোতলে চুমুক দিয়ে, কে আবার কিনবে? এক হতচ্ছাড়া কালো। কোথা থেকে এটা কেনার ও টাকা পেল তাই ভেবেই অবাক হচ্ছি। পাঁচহাজার ডলার দিয়ে দশ

বছরের জন ইজারা নিয়েছে। মনে হয় ওর বাবার কাছ থেকে টাকাটা পেয়েছে যার সঙ্গে আমি একসঙ্গে মদ খেতাম। লোকটা বুড়ো হলেও মন্দ নয়।

অ্যাল দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে, সে এখানে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল, তারপর আমায় বীয়ার কিনে দিয়েছিল। সেবছর খানেক আগের কথা। তারপর আর ওকে দেখিনি। আমার একজন প্রকৃত বন্ধুকে হারিয়েছি।

মালিকের নাম কি?

হ্যাঁ, হ্যাংক স্মেডলি। ওকে নিয়ে একদম ঘাঁটতে যাবেন না মিঃ ওয়ালেস। ও পুরোপুরি গুণ্ডা আর নোংরা বদমাইস লোক, কারও নাক গলানো বরদাস্ত করতে পারে না।

ওর বাবার নাম কি বলে?

জোশ স্মেডলি। লোকটা মিসেস থরসেনের কাজ করে। শুনেছি জোশ নাকি আজকাল দিনরাত মদ খেয়ে পড়ে থাকে। তা বেচারার ছেলে অমানুষ। নিজের বৌ তাকে ছেড়ে চলে গেছে তার ওপর আবার ওরকম এক বদখত মনিবানী। মদ না খেয়ে করবে কি?

ওর বৌ ওকে ছেড়ে চলে গেছে কেন?

বীয়ারে আরেক চুমুক দিয়ে অ্যাল বলল, আসলে ওর ছেলেই যত নষ্টের গোড়া। ওকে সামলাতে গিয়ে মিসেস স্মেডলি হিমসিম খেয়ে যেত। দিনরাত স্বামী-স্ত্রীতে খিটিমিটি তার

কারণ হল ঐ ছেলে। জোশ কিন্তু ছেলেকে খুব ভালবাসত। শেষকালে মিঃ থরসেন মারা গেলেন আর ওদেরও ছাড়াছাড়ি হল, জোশের বৌ স্বামীকে ছেড়ে চলে গেল।

বেশ, থরসেনের মেয়ের সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?

জানি বললে ঠিক হবে না। ও মেয়ের ইহকাল পরকাল সব গেছে। শুনেছি মেয়েটি ষোলতে পা দেবার পর হ্যাংক নানারকম চাপ দিয়ে ওর থেকে টাকা পয়সা আদায় করত। তবে সবই শোনা কথা তো কাউকে বলবেন না। আচ্ছা মিঃ ওয়ালেস! আপনি কি অ্যাঞ্জেলা থরসেনেরখোঁজখবর চাইছেন?

তার চাইতে হ্যাংক স্মেডলির সম্পর্কে কিন্তু বেশী খবর চাই।

মিঃ ওয়ালেস, হুঁশিয়ার। ও কি রকম বিপজ্জনক লোক তা আপনি জানেন না। একেবারে জানোয়ার আর সাপের মত বজ্জাত।

টেরেন্স নামে অ্যাঞ্জিওর একটি ভাই ছিল তার সম্পর্কে কিছু জানো?

অ্যালের প্লেট খালি হয়ে গেছে, সে চিন্তিতভাবে আমার দিকে তাকাল। আমি বুঝলাম ও কি বলতে চায়।

ঠিক আছে তুমি যত পার সসেজ চালাও।

অ্যালি ওয়েটারকে হুকুম দিতেই আরেক প্লেট সসেজ ও বীয়ার চলে এল। গগ করে মুখে পুরে, কয়েক ঢোক বীয়ার গলায় ঢেলে বলল, হ্যাঁ, আপনি কি যেন বলছিলেন?

টেরেন্স থরসেন সম্পর্কে তুমি কিছু জান কি?

কিছু জানি। ওদের বাপ আর ছেলের ভেতর একদম বনিবনা ছিল না। টেরি বাড়ি ছেড়ে গিয়ে ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় একটা ঘর নিয়ে থাকতে শুরু করে। শুনেছি ছেলেটা ভাল পিয়ানো বাজাতে পারত, কিন্তু আমি নিজের কানে কখনও শুনিনি। তারপর ও ডেড অ্যান্ড ক্লাব নামে এক নাইট ক্লাবে বাজাতে শুরু করে। ক্যারি বিচ ছিল সেখানকার মালিক। নিজের নাম পাল্টে ও নতুন নাম নেয় টেরি জিগলার। শুনেছি সেফ পিয়ানোর গরম সুর শুনিয়ে ও ক্লাবের ব্যবসা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। অল্পবয়সী ছেলে মেয়েরা ওর বাজনার তালে তালে সেখানে পাগলের মত নাচত। রোজ রাত নটা থেকে দুটো পর্যন্ত ও বাজাত। তারপর হঠাৎ তিনমাস আগে ও উধাও হয়ে গেল। কেউ তাকে আর দেখতে পায়নি যদিও আমার কানে এসেছিল যে হ্যাংক নচ্ছারটা ওকে জোর করে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। জিগলার ব্ল্যাক ক্যাসেটে বাজাতে শুরু করলে সেটা খুব বড় খবর হত কিন্তু আদতে তা হয়নি।

এবার উঠে পড়া দরকার। ওয়ালেট খুলে একটা কুড়ি ডলারের নোট তার সামনে রাখলাম।

কান খোলা রেখো অ্যাল। হ্যাংক, টেরি এমন কি অ্যাঞ্জি এদের সম্পর্কে যখনই কিছু শুনবে আমায় জানাবে।

মিঃ ওয়ালেস আপনি তো আমার ঘাঁটি চেনেন, অ্যাল হাঙ্গরের মত হাসল, আমার কান খোলাই থাকে।

খাবারের দাম মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মনে হচ্ছে সকালটা নষ্ট হয়নি।

বিল চুইংগাম চিবুচ্ছিল। আমি পাশে বসে বললাম, মেয়েটা বেরিয়েছে?

হ্যাঁ, দশমিনিট আগে। ওকে ফলো করব না তোমার জন্য অপেক্ষা করব বুঝতে পারলাম না। ওর হাতে প্ল্যাস্টিকের বাক্সটা ছিল না। শহরের দিকে গেল।

ঠিক আছে, কিছু খবর যোগাড় করেছি, বলে অ্যাল বার্নির কাছ থেকে যেটুকু খবর পেয়েছি সে সবই বিলকে বললাম। দুজনেৰীয়ার খেয়ে গেলাম টেরেন্স ওরফে টেরি জিগলারের আস্তানার দিকে। খুঁজে দেখি সেখানে বস্তী এলাকার সেইসব শ্রমিক আর বোজ মজুরেরা, যার রুজির ধান্দায় রোজ শহরে যায়। গলির ভেতর ভিয়েমী, পোর্টোরিককান আর কালোদের ভিড়। দুচারজন সাদা মহিলাও চোখে পড়ল। শপিং ব্যাগ নিয়ে সস্তায় কেনাকাটা করছেন।

বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে আমাদের প্রথমেই দেখা হল। আমি পুলিশি মেজাজে তাকে বললাম, আমি টেরি জিগলারকে খুঁজছি।

লোকটা পেল্লায় একখানা ঝাটা হাতে নিয়ে ঝাট দিচ্ছিল। সে ঘাড় নেড়ে বলল, বেশতো, আপনি তাকে খুজুন। আমার হাতে এখন অনেক কাজ আছে।

ওকে কোথায় খুঁজে পাব?

আপনি কি পুলিশের লোক?

না, ওর কিছু পাওনা আছে তাই দিতে এসেছি।

লোকটার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, অনেক টাকা!

সে আমি জানি না। অনেক কি কম তা আমায় বলেনি।

ওর খোঁজ দিলে আমায় কিছু পুরস্কার দেবেন?

গোটা কুড়ি ডলার দেওয়া যায়।

লোকটা একটু ভেবে বলল, টেরি জিগলার বললেন, তাই না? দেড়বছর আগে ও ছাদের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছিল। ঠিকমত ভাড়া দিত, কোনরকম ঝামেলা করত না। তারপর ঠিক দুমাস আগে ও চলে গেল, বলল ও চলে যাচ্ছে। তারপর আর তাকে দেখিনি।

ও কোথায় গেল তা বলে যায়নি?

না, তা জেনে আমার কি দরকার? যখন যার দরকার হয় আসে দরকার ফুরোলে চলে যায়।

ওল্ড সমোবাইল গাড়ির নম্বরটা মনে আছে?

নিশ্চয়ই। এত সোজা নম্বর কেউ কি ভোলে? নম্বরটা পি সি ১০০০১।

ওর অ্যাপার্টমেন্ট আর কেউ ভাড়া নিয়েছে?

হ্যাঁ, জিগলার চলে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই একটা মেয়ে এসে ঘরখানা ভাড়া নিল। দুমাসের ভাড়া আগাম নিয়ে চাবি দিলাম।

মেয়েটার নাম কি?

ডলি গিলবার্ট, জানি না ওটাই ওর আসল নাম কিনা। মেয়েটা রাতের বেলায় কাজ করে এটুকু ছাড়া ওর সম্পর্কে আর কিছু জানি না।

তারপরেই লোকটা এমনভাবে ঝটা চালাতে লাগল যা দেখে বুঝলাম ওর কিছু তেল দরকার। ওয়ালেট খুলে একটা পাঁচ ডলারের নোট ওর চোখের সামনে নাচাতেই ও নোটটার দিকে তাকিয়ে, ওটা কি আমার জন্য?

হতে পারে যদি আমাদের আর একটু সাহায্য করা। টেরি জিগলারকে আমার খুঁজে বার করতেই হবে। এ বাড়ির কেউ না কেউ নিশ্চয়ই ওর খোঁজ দিতে পারবে?

মিস অ্যাঙ্গাস আপনাকে জিগলারের খোঁজ দিতে পারতেন। উনি ওর উল্টোদিকের অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন। ভদ্রমহিলার কি সুন্দর স্বভাবই না ছিল। বয়স প্রায় আশি। জিগলারের ঘরদোর উনিই সাফ করতেন, ওকে মাঝে মাঝে খাবার গরম করে দিতেন। হ্যাঁ, একমাত্র উনি পারতেন জিগলারের খোঁজ দিতে।

পারতেন মানে? উনি কি এখন আর নেই?

লোকটা কিছু না বলে নোটটার দিকে তাকাচ্ছিল। ওটা দিতেই সে সেটায় চুমু খেয়ে তারপর নিজের নোংরা ট্রাউজারের পকেটে চালান করল।

মিস অ্যাঙ্গাস চলে গেছে। একদম বরাবরের মত। উনি খুন হয়েছিলেন। জিগলার চলে যাবার তিনদিন পরই ওরই অ্যাপার্টমেন্টে কেউ এসে ওকে খুন করে যায়। মনে হয় উনি যেহেতু জিগলারের সঙ্গে কথা বলতেন তাই একমাত্র ওর পক্ষেই সম্ভব জানা যে সে কোথায় বসে। আমার পক্ষে এর বেশী বলা সম্ভব নয়।

মিস অ্যাঙ্গাসের অ্যাপার্টমেন্ট কেউ ভাড়া নিয়েছে কি?

এখনও পর্যন্ত কেউ নেয়নি, কারণ ওর তিন বছরের ইজারা এখনো ফুরোয়নি, তাছাড়া ওর নিজের আসবাবপত্রও আছে। একজন উকিল ওর বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করছে।

উকিলের নাম কি?

ছোকরা উকিল, নাম সলি লিউইস।

দরোয়ানের হাবভাবে বুঝলাম সে এর চাইতে বেশী তথ্য যোগাবে না।

ধন্যবাদ, পরে আরেকটা পাঁচ ডলারের নোট নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

সে তো খুব ভালো কথা। যতবার খুশি আসবেন।

ফিরে এসে বিলকে সব বললাম, সলি লিউইস নামে একজন উকিলের ঠিকানা খুঁজে বের করো। আমি এক্ষুনি আসছি। তারপর সেই বাড়িতে ফিরে লিফটে চেপে একদম শেষ তলায় গিয়ে পৌঁছালাম। ডানদিকে আঁটা স্টিকারে নাম লেখা মিস ডলি গিলবার্ট।

পর পর তিনবার কলিংবেল টেপার পর দরজা খুলে গেল। যে মেয়েটিকে দেখলাম তার বয়স কুড়ির বেশী নয়। গায়ের রং ফর্সা, মাথার চুল কোকড়ানো, মুখে মেকাপের পুরু প্রলেপ। তার লালসা পুরু ঠোঁট আর চোখের কটাক্ষ দেখেই বোঝা গেল যে পতিতাবৃত্তিই তার প্রধান জীবিকা।

মেয়েটি বলল, দুঃখিত, ভেতরে লোক আছে। ঘণ্টা দুয়েক লাগবে।

এবার তাহলে আমি কি করব? বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হেসে বললাম, আমার এক বন্ধু বলছিল তুমি আমার মন ভোলাতে পারবে। কথা বলছি বটে কিন্তু আমার নজর ঘরের দিকে। ভেতরের প্রায় সবটা পুরোন আসবাবপত্রে ঠাসা। ঘরের ভেতর একটা দরজা হয়তো সেটা শোবার ঘর। সেই দরজার পাল্লা অর্ধেকটা ভেজানো।

তা পারি বটে কিন্তু এক্ষুনি.....।

ওই শালাকে কেটে পড়তে বল।

শোবার ঘর থেকে বাজখাই গলায় কোন পুরুষ হেঁকে উঠল, চলে এসো আমরা দুজনে মিলে শরীরের সুখ করি। তুমি ভাবছো কি? আমার সময়ের দাম নেই?

সেই গলার আওয়াজে মেয়েটা কাঠ হয়ে গেলো, গলা নামিয়ে বলল, পালাও। দেখছে না। একেবারে বুনো, পরে দেখা হবে। বলেই ও দরজাটা আমার মুখের ওপর বন্ধ করে দিল।

ঐ রকম বাজখাই গলা যে একজন নিগ্রোর তা আমি হলপ করে বলতে পারি। মেয়েটা বলল লোটা একেবারে বুনো। (হঠাৎ আমার মনে একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল। লিফটে চেপে নীচে নেমে বিলকে প্রশ্ন করলাম, ঠিকানাটা যোগাড় করতে পেরেছো?

হ্যাঁ, এই তো ৬৭, সিকোম্ব রোড।

ঠিক আছে, শোন বিল, আর কিছুক্ষণ পরে এক নিগ্রো এই বাড়ি থেকে নেমে আসছে। আমার ইচ্ছে তুমি ওর পিছু নাও। ওর সঙ্গে গাড়ি থাকলে তোমারও গাড়ির দরকার। তাই আমি গাড়িটা রেখে যাচ্ছি। ওর পিছু নাও। আমি জানতে চাই এই লোকটা কি হ্যাংক স্মেডলি?

আর তুমি? আমি সলি লিউইসের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। বলেই একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম।

৩.

সলি লিউইসকে একটি ছোট ঘিঞ্জি বাড়ির শেষ তলায় খুঁজে পেলাম। তার সামনে একটা পুরোনো আধভাঙ্গা টেবিল, তোবড়ানো একটা ফাইলিং ক্যাবিনেট। একটা ছোট্ট টেবিলের ওপর টাইপরাইটার রাখা আছে। বুঝতে পারলাম টাইপের কাজটা ও নিজেই করে।

একটা পাতলা ফাইল নিয়ে টেবিলের সামনে ও বসেছিল। সে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। বয়স পঁয়ত্রিশেক। মাঝারী লম্বা, মাথাভর্তি ঘন কালো চুল, একরাশ দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে মুখখানা ঢাকা। পোশাক বেশ পুরোনো। আর এত রোগা যে মনে হয় সপ্তাহে একদিন হয়তো তার পেট পুরে খাওয়া জোটে।

বলুন, আমি কি করতে পারি আপনার জন্য? বলে সে আমার সঙ্গে করমর্দন করল। আমি আমার কার্ড বের করে তাকে দিলাম। সে কার্ডটা খুঁটিয়ে দেখে আমাকে চেয়ারে বসতে বলল। চেয়ারটায় বসতে ভয় হল যদি ভেঙ্গে যায়।

আপনাদের এজেন্সী সম্পর্কে আমি সবকিছুই জানি। বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?

আমি জানতে পেরেছি আপনি মৃত মিস অ্যাঙ্গাসের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।

টেরেন্স থরসেন বা টেরি জিগলার নামে কাউকে চেনেন বা ঐ নামটা আগে কখনও শুনেছেন?

টেরি জিগলার? হ্যাঁ নিশ্চয়ই শুনেছি।

আমি ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। মিস অ্যাঙ্গাসের ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল শুনেছি, তাই আশা করেছিলাম উনি আমায় ওর খোঁজ দিতে পারবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি বেঁচে নেই। কাজেই মনে হল উনি বেঁচে থাকতে নিশ্চয় তার কথা আপনাকে বলে থাকবেন। সে কথা ভেবেই আমি আপনার কাছে এলাম।

আপনি ওকে খুঁজছেন কেন?

ওকে খুঁজে বের করার জন্য অ্যাকমে এজেন্সীকে ভাড়া করা হয়েছে। মক্কেল কে তা আমি জানি না। আমায় শুধু ওকে খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে।

তাহলে তো দেখছি আপনার আর আমার একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। লিউইস চেয়ারে গা এলিয়ে বলল, মিস অ্যাঙ্গাস ওঁর সব টাকাকড়ি জিগলারকে দিয়ে বসে আছেন। জিগলারকে যতক্ষণ খুঁজে বের করতে না পারছি ততক্ষণ আমি ওঁর সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত করতে পারছি না এবং এখনও পর্যন্ত আমি সফল হইনি।

কিন্তু আমি যতদূর জানি মিস অ্যাঙ্গাসের অবস্থা ভাল ছিল না, উনি জিগলারের ঘরদোর সাফ করতেন। ওঁর সবকিছু উনি কিভাবে তাহলে ওকে উইল করে দিয়ে গেলেন?

ওঁর সম্পত্তির মোট পরিমাণ এক লাখ ডলারের মত। তাও করের আওতায় আসে না। সলি লিউইস বলল, আসলে উনি একটু ক্ষ্যাপা গোছের ছিলেন। উনি কখনও টাকা খরচ করতেন না, আগলে থাকতেন। আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম যে এভাবে খামের ভেতর সব টাকা পুরে বাড়িতে রাখা ঠিক নয়। ব্যাঙ্কে টাকা রাখার জন্যে আমিই ওকে পীড়াপীড়ি করতাম। উনি শেষ পর্যন্ত আমার কথা শুনেছিলেন।

উনি ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছিলেন এ সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত?

হা, খোঁজ নিয়েই নিশ্চিত হয়েছি। খুন হবার চারদিন আগে উনি প্যাসিফিক অ্যান্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছিলেন। ওখানকার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ অকল্যান্ডের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। জিগলারকে খুঁজে বের করাটুকু বাকি।

ওকে খুঁজে বের করতে আপনি কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

সবাই যা ব্যবস্থা নেয়, তাই নিয়েছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। পুলিশে খবর দিয়েছি, পার্সনাল বুরোকে জানিয়েছি। দুমাস হয়ে গেল জিগলারকে খুঁজে বার করতে পারিনি। কিন্তু আপনিও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আপনি না পারলে আর কে পারবে?

ধরুন সে যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে? সে ক্ষেত্রে টাকাটা কি হবে?

মিস অ্যালাস খুন হবার পর যদি ও মারা গিয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ওর পরে যে ভাই বোন আছে সে টাকাটার মালিক হবে। কিন্তু ও যে মারা গেছে সে সম্পর্কে আমায় নিশ্চিত হতে হবে।

আমি ট্যাক্সিতে চেপে অফিসে ফিরে টেবিলে বসে সবে টাইপ করতে শুরু করেছি, এমন সময় বিল ঘরে এসে ঢুকল।

চেয়ারে বসতে বসতে বিল বলল, বাপরে বাপ। বাইরে বিশ্রী গরম।

কিছু পেয়েছো?

তুমি ঠিকই ধরেছিলে। তুমি চলে যাবার কিছুক্ষণ বাদে ভেতর থেকে একটা ধেড়ে বদখত গুণ্ডা টাইপের কালোলোক বেরিয়ে এলো। একটা সাদা ক্যাডিলাকে চেপে চলে গেল। আমিএ তার পিছু নিলাম। ও ব্ল্যাক ক্যাসেট রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি দাঁড় করালো। সে গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর একটা অল্পবয়সী কালো বেরিয়ে এসে সেই ক্যাডিলাকটা নিয়ে চলে গেল।

ঐ ধেড়ে বদখত গুণ্ডাটার চেহারার বর্ণনা দাও।

ও ব্যাটা যে গুণ্ডা তা তাকে একবার দেখলেই বোঝা যায়। লম্বায় প্রায় ছ ফুট দু ইঞ্চি, কাঁধের মাপ একগজের কম হবে না। ঘামে ভেজা জামার ভেতর থেকে ওর বুক ও পিঠের পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছিল। লোকটার চাউনি ঠিক গোখরো সাপের মত। ওই যে স্মেডলি সেটা নিশ্চিত।

দু ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। দু ঘন্টা আগে ডলি গিলবার্টের সঙ্গে কথা বলেছি। এখন সময় হয়েছে ওর সঙ্গে দেখা করার। আমার রিপোর্ট বিলকে দিয়ে ডলি গিলবার্টের আস্তানায় গেলাম।

কলিংবেল টেপার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। ডলি সামনেই দাঁড়িয়ে। তার মুখে সেই চিরন্তন মোহিনী হাসি। পৃথিবীর সবদেশের পন্যা মেয়েদের মুখে যা ফুটে ওঠে।

ভেতরে এসো নাগর। দেরী হয়ে গেল, কিন্তু কি করব বল। ও লোকটা যখনই আসে তখনই এমন সময় নেয়। ভয়ে কিছু বলতেও পারি না।

ডলির অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলাম। ভেতরে ঢুকেই সে সদর দরজার ছিটকিনি এঁটে দিয়ে আমায় তার শোবার ঘরে নিয়ে চলে এল।

আমার হাতে বড্ড সময় কম গো সোনা। পঞ্চাশ ডলার দাও তারপর যা করার করো। আমি কিছু না বলেই তার চোখের দিকে তাকাতেই সে অস্বস্তি বোধ করে চাপা গলায় বলল, ওরকম করে আমায় দেখছো কেন, তুমি কি ভয় পেয়েছে?

না, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই ডলি, বলেই তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে বসার ঘরে নিয়ে এলাম। আমার লাইনের ব্যাপার স্যাপার একটু অন্যরকম, বলে তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে আমার কার্ডখানা দেখালাম।

চাপা রুক্ষ গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, দূর হয়ে যাও এখান থেকে, হতচ্ছাড়া। গোয়েন্দাগিরি করার আর জায়গা পাওনি?

আমি একটা খবরের জন্য তোমার কাছে এসেছি। খবরটা দিলে একশো ডলার পাবে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, টাকাটা দেখি।

ওয়ালেট থেকে একটা একশো ডলারের নোট বের করে তার নাকের সামনে একবার নেড়ে আবার ভাজ করে মুঠো করে রাখলাম।

কি ঠিক করলে? খবরটা দেবে?

ততক্ষণে ও জামাকাপড় খুলে উলঙ্গ হয়েছে। ডলির চেহারার চটক আছে, পাতলা ছিপছিপে গড়ন, বুকের গড়নও সুন্দর, পেট আর কোমর চমৎকার। তবু কেন যেন আমার গা ঘিন ঘিন করতে লাগল।

কি খবর চাও?

আমি টেরি জিগলারকে খুঁজছি।

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক ও চাপা গলায় ডলি বলল, টেরির খোঁজ আমার কাছে পাওয়া যাবে এ ধারণা তোমার কি করে হল?

তোমার কাছে খোঁজ পাব কিনা জানি না। তবে আমি শুনেছি ও চলে যাবার কয়েকঘন্টার মধ্যে তুমি এখানে আস্তানা গেড়েছে। ভেবেছিলাম ও হয়ত তোমায় বলেছিল যে এই আস্তানাটা ফাঁকা হচ্ছে। সেই কারণেই হয়ত তুমি জানো ও কোথায় আছে?

টাকাটা আমায় দেবে তো? ওটা এক্ষুনি আমায় দাও না।

আমায় খবরটা জানালেই এটা তোমায় দিয়ে দেব। ও যে এখান থেকে চলে যাবে সে কথা আগে তোমায় বলেছিল?

না, কিন্তু এই অ্যাপার্টমেন্ট কঁকা হচ্ছে সে খবর আগেই পেয়েছিলাম। টেরির সঙ্গে আমার মেলামেশা না থাকলেও এখানে আমার অনেক বন্ধু আছে।

টেরি জিগলারকে কোথায় খুঁজে পাব তা তুমি সত্যিই জানো না?

ও কি ঝামেলায় পড়েছিল, তাই খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে গেছে।

না, ঝামেলায় পড়েনি। ও একজনের কাছে টাকা পায়। আমার কাজ ওকে খুঁজে বার করে টাকাটা ওর হাতে তুলে দেওয়া।

ডলি চোখ বড় করে বলল, কত টাকা?

সে আমি জানি না, জানার দরকারও নেই। টেরিকে কোথায় পাব তা তুমি বলবে কি বলবে না?

বিশ্বাস করো নাগর, ও কোথায় আছে আমি সত্যিই জানি না। ইস, ঐ হতচ্ছাড়া হাতে কতগুলো টাকা পাবে। আচ্ছা, আমি যদি এরকম টাকা পেতাম।

টেরিকে হতচ্ছাড়া বলছ কেন?

আমি বহুবার ওকে দেখেছি। কোনদিন মুখ ফুটে একটা কথা আমায় বলেনি। এমন ভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত যেন আমি একটা আশ্চর্য চীজ, সত্যিই ও খুব ভাল পিয়ানো বাজাত।

ওর সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? ছেলেটা পাগল না বদমাশ?

কি করে বলব, বল? এখানে যারা আছে তাদের সবার পেছনে কিছু না কিছু রহস্য আছে।

ধন্যবাদ, বলে আমি একশো ডলারের নোটখানা তাকে দিলাম। সে সেটা হাতে নিতেই আমি বললাম, হ্যাংক স্মেডলি কি এখানে প্রায়ই আসে?

ডলির মুখখানা আমার কথায় একেবারে সাদা হয়ে গেল।

ডলি চেঁচিয়ে উঠল, দূর হয়ে যাও। যথেষ্ট সহ্য করেছি, আর নয়। এক্ষুনি দূর হও বলছি।

ডলির মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখতে পেলাম।

হাজার প্রলোভন দেখিয়েও এখন ওর কাছ থেকে আর কিছু আদায় করতে পারব না, তাই বেরিয়ে লিফটে চড়ে নীচে নামলাম।

অফিসে ফিরে দেখি বিল তার টেবিলে বসে চুইংগাম চিবোতে চিবোতে আমার রিপোর্ট মন দিয়ে পড়ছে।

ডলির কাছ থেকে যা জেনেছি তা ওকে বললাম। বিল বলল, দ্যাখো ডার্ক, আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। টেরি থরসেন সম্পর্কে তোমার এত কৌতূহল কেন? আমাদের তো...

ঠিক কথা, কিন্তু আমরা কোন সূত্র পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে যে টেরির খোঁজ নিলে ও আমাদের ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে। আর ঠিক সেই কারণেই ওকে খুঁজে বের করে ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।

হ্যাংক স্মেডলির ওপর কি আমাদের নজর রাখা উচিত না?

তার আগে টেরিকে আমাদের দরকার।

তুমি আমার ওপরওয়ালা, তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে। এবার কি করবে?

তুমি বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে চটপট শুয়ে পড়বে। আমি রিপোর্ট দেখা হয়ে গেলে বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ব।

তুমি ঠিক আছ তো ডার্ক?

কথা না বাড়িয়ে কেটে পড়ো।

আমার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেখলাম খুব মজবুত একটা নতুন তালা দরজায় লাগানো আর চাবিদুটো লেটার বক্সে রাখা ছিল। দেয়ালের সেই বিশ্রী হুঁশিয়ারী, সাদা রং দিয়ে ভাল করে মুছে ফেলা হয়েছে, ভেতরের সবকিছুই আবার আগের মত রয়েছে। সুজিকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য বেলভিউ হোটেলে ফোন করে জানতে পারলাম ও একগাদা টুরিস্টকে নিয়ে খুব ব্যস্ত আছে। দু ঘণ্টা পর হয়ত টেলিফোন ধরার ফুরসৎ পাবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিসিভারটা রাখলাম।

পরদিন একটু সকাল সকাল অফিসে এসে রিপোর্ট টাইপ করছি তখন বিল এল।

বিল বলল, রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তো?

বিল, তোমায় একটা ওল্ডসমোবাইল গাড়ি খুঁজে বার করতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি দরকার। গাড়ির নম্বরটা লিখে নাও, পি সি ১০০০১।

এক্ষুনি যাচ্ছি, বলেই বিল বেরিয়ে গেল।

আমি রিপোর্ট টাইপ শেষ করে গ্লেন্ডার কামরায় ঢুকলাম। ও সবে অফিসে এসে সেদিনের ডাকে আসা চিঠিপত্রে চোখ বুলাচ্ছিল।

এই যে গ্লেন্ডা, মিসেস থরসেনের কেসের ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে এলাম।

নতুন কিছু পেলেন?

যেটুকু জেনেছি সেটুকু গ্লেন্ডাকে জানালাম। সেই সঙ্গে এও বললাম, মনে হচ্ছে অ্যাঞ্জেলা থরসেন ঐ ব্ল্যাক ক্যাসেট রেস্তোরাঁয় কাউকে টাকা দিচ্ছে। সে লোক হ্যাংক স্মেলি না অন্য কেউ বলতে পারছি না। অ্যাঞ্জেলা বা হ্যাংকের সঙ্গে কথা না বলে কোনও পথই খুঁজে পাব না মনে হচ্ছে। টেরিকে খুঁজে পেলে খুব কাজ হত। তবে এ কেসে সফল হতে সময় লাগবে।

আমরা মিসেস থরসেনের কাছ থেকে তদন্তের খরচ বাবদ প্রতিদিন তিন হাজার ডলার করে নিচ্ছি। আপনি বরং তার সঙ্গে একবার দেখা করে জেনে নিন উনি কাজ চালিয়ে যাবেন কিনা। ওঁর প্রতিক্রিয়া কি হয় তা একবার দেখে আসুন।

গ্লেন্ডা বাজে উপদেশ দেয়নি। এখন সকাল দশটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছে। আমি মিসেস থরসেনের বাড়িতে ফোন করলাম।

উল্টোদিক থেকে শোনা গেল বাটলার স্মেডলি ফোন ধরেছে।

মিসেস থরসেনের সঙ্গে কথা বলব, আমি মিঃ ওয়ালেস বলছি।

আপনি গোয়েন্দা ভদ্রলোক তো? একটু থেমে স্মেডলি জানতে চাইল।

ঠিক ধরেছো, এখন ওকে ফোনটা দাও।

মিসেস থরসেন বাড়ি নেই মিঃ ওয়ালেস, উনি সন্ধ্যের আগে ফিরবেন না।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। তারপর কাগজে কিছু লিখে বিলের টেবলে চাপা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গাড়িতে চেপে হাজির হলাম থরসেনের প্রাসাদে। মিসেস থরসেন বাড়িতে না থাকায় ভাল হয়েছে কারণ এই ফাঁকে আমি জোশ স্মেডলির সঙ্গে কথা বলতে পারব।

ঘণ্টা বাজাবার পর দরজা খুলল, মুখ বের করে স্মেডলি বলল, দুঃখিত মিঃ ওয়ালেস, মিসেস থরসেন বেরিয়েছেন।

সে তো তুমি ফোনে বলেছ, বলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম, জোশের কাঁধে হাত রেখে বললাম, তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার, জোশ।

মাপ করবেন মিঃ ওয়ালেস, জোশ স্মেডলি বিরক্তির সুরে বলল, আমি ব্যস্ত আছি।

ঠিক আছে, তোমার ঘরে চলোনা বাপু। আমি হাতখানা ধরে বন্ধুর মত বলি, কয়েকটা প্রশ্ন করব, ব্যস।

কিছুক্ষণ সে আমায় দেখল, তারপর একখানা বড় ঘরে নিয়ে এল। ভেতরে আর্মচেয়ার, একটা খাট, কয়েকটা আলমারী, বাথরুম সবই রয়েছে। জোশ স্মেডলি বিলাসিতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গলাটা শুকিয়ে আছে জোশ, একটু স্কচ ঢালল।

দেয়ালের আলমারী খুলে কুটি সার্কের বোতল আর দুখানা গ্লাস বের করল। দেখলাম আলমারীর ভেতরে আরও অনেক সাজানো আছে কুটি সার্কের বোতল।

আমায় গ্লাস দিয়ে একটা চেয়ারে বসল জোশ, এক চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করল, বলুন মিঃ ওয়ালেস, আপনি কি জানতে চান?

অ্যাঞ্জেলাকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছে কিনা, করলে তার কারণ এবং কে সেই লোক তা খুঁজে বের করার জন্য মিসেস খরসেন আমায় ভাড়া করেছেন। আশা করি তোমার অজানা নয়।

সে মাথা নাড়াল।

এখানে যা ঘটেছে বা ঘটছে তার সবই তুমি জানো, তাই না জোশ?

আমি ত্রিশবছর যাবৎ মিঃ আর মিসেস থরসেনের সেবা করে আসছি, কিছুটা সতর্ক ভঙ্গিতে জোশ বলল।

বেশ, এবার বলত মিঃ থরসেন কি ধরনের লোক ছিলেন? ব্যাপারটা খুব গোপন জোশ, সেইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তা খেয়াল রেখো।

মিঃ থরসেন তো মারা গেছেন।

তা জানি জোশ, আমি জানতে চাইছি উনি কিরকম লোক ছিলেন?

মিঃ থরসেন কড়া ধাঁচের লোক ছিলেন, একটু চুপ করে জোশ বলল, উনি আমায় ভীষণ খাটাতেন। উনি পয়সার দিকে খুবই উদার। হ্যাঁ, মিঃ থরসেন খুব কড়া ধাঁচের লোক ছিলেন।

নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গেও কি উনি কড়া ব্যবহার করতেন?

মিঃ টেরির বেলায় কড়া ব্যবহার করতেন কিন্তু মিস অ্যাঞ্জেলার বেলায় ঠিক উল্টো অর্থাৎ নরম ব্যবহার। মিঃ টেরির পিয়ানো বাজানো ছিল ওঁর দুচোখের বিষ। হ্যাঁ, মিঃ টেরির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন। পরে মিঃ টেরি এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। জোশ স্মেডলি মুখ তুলে তাকাল, তার মুখখানা অদ্ভুত হাসিতে ভরে উঠল। মিঃ টেরি যতদিন ছিলেন ততদিন অশান্তি লেগেই থাকত। উনি চলে যাবার পর সব ঠিক হয়ে গেল। মিঃ থরসেনও মারা গেলেন। তারপর আর এক মুশকিল হল। মিস অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে মা মিসেস থরসেনের প্রায়ই খিটিমিটি হতে লাগল। তাই শেষকালে মিস অ্যাঞ্জেলা বাড়ির বাইরে একটা বাংলোতে থাকতে শুরু করলেন। আমার স্ত্রীর সঙ্গেও আমার খিটিমিটি শুরু হল, তারপর সেও অ্যাঞ্জেলার কাছে চলে গেল, এখন ওরই দেখাশোনা করে।

এই দুই ভাইবোনকে তো তুমি ছেলেবেলা থেকে বড় হতে দেখেছো, টেরি সম্পর্কে তোমার মনোভাব কি?

জোশ গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, মিঃ টেরি খুব ভাল ছেলে ছিল মিঃ ওয়ালেস, ও প্রায়ই এখানে আসত এবং গল্প করত। আমার অতীত জীবনের আমার বাবা মার কথা

সে মন দিয়ে শুনত। আমার স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা নেই জেনে সে খুবই দুঃখ পেয়েছিল। মিঃ টেরি আমায় বলেছিল যে ওর বাবার সঙ্গে একসঙ্গে থাকা ওর পক্ষে আর সম্ভবনয়। মিঃ থরসেন অফিসে বেরিয়ে যেতেই মিঃ টেরি ওর ঘরে ঢুকে পিয়ানো বাজাতে শুরু করত। সত্যিই ছেলেটার প্রতিভা ছিল। যে কোন সুর একবার শুনলেই সে তা ঠিক তুলে ফেলত। ওর বাবার ওকে গান শেখানোর ইচ্ছে ছিল না, তেমনি দরকারও ছিল না। ও নিজের মনেই নিখুঁত বাজাত। প্রায় দু বছর আগে চলে যাবার সময় আমার কাছে এসে আমার হাতদুটো ধরে বলল, জোশ কালকে আমি চলে যাচ্ছি। ও চলে যাবার পর আমি চিৎকার করে কেঁদেছিলাম।

তোমার গ্লাস খালি, জোশ, আরেকবার নাও না।

সে দেয়াল আলমারী থেকে কুটি সার্কের বোতল খুলে আরেকটু স্কচ গ্লাসে ঢেলে নিয়ে বসতেই বললাম, মিস অ্যাঞ্জেলার কথা বল শুনি। ও ছেলেবেলায় কেমন ছিল বল।

মিঃ ওয়ালেস, অ্যাঞ্জেলা ছেলেবেলায় সত্যিই খুব ভাল মেয়ে ছিল। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন বিশ্রী স্বভাব ওকে পেয়ে বসল। আমাকে দুচোখে দেখতে পারত না। মনে হয় এটা আমার বৌয়েরই কারসাজি। ও যা তা বলে এমন কান ভারী করে তুলেছে যে অ্যাঞ্জেলা বড় হবার পর তার সঙ্গে আমার একদম বনত না।

অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে ওর ভাইয়ের বনিবনা কেমন ছিল?

জোশ মাথা নেড়ে বলল, ওরা একজন আরেকজনকে ছেড়ে থাকতে পারত না। মিঃ টেরি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পরই অ্যাঞ্জেলার স্বভাব কেমন যেন পাল্টে গেল। মনে হত ওর

যেন কোন কিছুতেই আকর্ষণ নেই। মিঃ থরসেন মারা যাবার পর ও এ বাড়ি ছেড়ে বাংলোয় গিয়ে উঠল আর আমার স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে শুরু করল। এখন আর ওকে চোখেই পড়ে না। জোশের মুখে যেন একটা দুঃখের ছাপ ফুটে উঠল।

মিঃ থরসেন হঠাৎ একবছর আগে মারা গিয়েছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ, তার মৃত্যু কোন ব্যাপার ছিল না, বরং তাকে স্বাভাবিকই বলব।

কি বলতে চাইছে, জোশ?

মিঃ থরসেন ভোগী আর বদমেজাজী ছিলেন। আর বদমেজাজের চোট এসে পড়ল দুর্বল হার্টের ওপর। ওর হার্টের অবস্থা ছিল খারাপ। ডাক্তার সাবধান করে দিয়েছেন, কিন্তু উনি উপদেশ না নিয়ে নিজের ইচ্ছেমত চলতেন।

ওর স্বভাবের জন্যে তুমি অসুবিধায় পড়তে?

আমি নই, আমি চিনতাম, বহুবছর ধরে ওঁর সেবা করেছি, অন্য কিছু লোক..

কিন্তু ওর এই স্বভাব মানিয়ে নিতে পারতনা বলছ?

ঠিক তাই।

তাদের সঙ্গে ওর ঝগড়া হত?

ঝগড়া ঠিক নয়, কারণ তাদের সাথে তার ব্যবসা করতে হত। ঐসব লোকের টাকা উনি চালাকি করে খাটাতেন।

কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে উনি মেজাজ ঠিক রাখতে পারতেন না তাই না?

হ্যাঁ

ওদের সঙ্গে, তোমার সঙ্গে এমনকি মিস অ্যাঞ্জির সঙ্গেও তাই না?

হ্যাঁ, একবার মিঃ টেরিকে নিয়ে মিস অ্যাঞ্জির সঙ্গে ওর কথা কাটাকাটি হয়েছিল।

ব্যাপারটা কখন ঘটেছিল জোশ?

সেদিন...। বলে জোশ গ্লাসে আরেক চুমুক দিল।

তুমি কি ওদের ঝগড়া শুনেছিলে? মিস অ্যাঞ্জি গলা চড়িয়ে ওঁকে কিছু বলেছিলেন?

সে সব আমি শুনিনি। কানে এল মিস অ্যাঞ্জি খুব জোরে ওর ভাই মিঃ টেরির কথা বলছে। তারপর ও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ওর মৃত্যুর দিনই এটা ঘটেছিল।

করোনারকে তুমি এই ঘটনার কথা জানিয়েছিলে?

উনি জানতে চাননি, তাছাড়া পুরোপুরি পারিবারিক ব্যাপার তাই...।

আমি টেরিকে খুঁজছি। ওকে খুঁজে বের করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি জান ও কোথায় আছে?

স্মেডলি বলল সে জানেনা। চুপ করে থেকে বলল, ওর খোঁজ দিতে পারলে খুব খুশিই হতাম মিঃ ওয়ালেস। ওকে দেখতে, কথা বলতে খুব ইচ্ছে হয়। এখান থেকে যাবার পর কোন খবরই পাইনি।

ওর সঙ্গে দেখা করার গুরুত্ব তোমায় বলছি। এক বৃদ্ধা মহিলা মারা যাবার আগে ওকে একলাখ ডলার দিয়ে গেছেন। ওঁর নাম মিস অ্যাঙ্গাস, তিনি খুন হয়েছেন। যতক্ষণ না দেখা হচ্ছে, টাকাটা ওর হাতে পৌঁছোচ্ছে না। এক লাখ ডলার জোশ, পরিমাণটা খুব কম নয়।

কথা শেষ করে ওর হাবভাব দেখতে লাগলাম।

বৃদ্ধা মহিলা খুন হয়েছেন? আমার দিকে তাকিয়ে ও প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, খুনি ভেবেছিল ওনার কাছেই টাকাকড়ি রেখেছেন। টেরিও থাকত সেখানে। খুনি যে টাকার খোঁজে এসেছিল সে সম্পর্কে পুলিশ নিশ্চিত। কিন্তু টেরি এসে দাবী করলেই ব্যাঙ্ক তাকে সে টাকা দিয়ে দেবে।

মিঃ ওয়ালেস, ও কোথায় আছে তা জানিনা।

আমি চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে যেতে যেতে বললাম, একটা কথা জোশ। হ্যাংক নামে তোমার একটি ছেলে আছে, এবং ব্ল্যাক ক্যাসেট ডিসকো ওই চালায়, তাই না?

জোশ থরথর করে কেঁপে উঠল।

হা, মিঃ ওয়ালেস, আপনি ঠিকই বলেছেন।

এ বাড়িতে আমাকে তদন্তের কাজে ভাড়া করা হয়েছে, এ খবর তুমি টেলিফোনে তোমার ছেলেকে জানিয়েছিলে, তাই না?

জোশ কোন কথা বলতে পারল না, দুচোখ বুজে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগল এমনকি হাতের গ্লাসের স্কচও কাঁপতে লাগল।

আমি এবার পুলিশী গলায় ধমকে উঠলাম, আমার কথার উত্তর দাও।

জোশ বিড় বিড় করে বলল, আমি আমার ছেলের সঙ্গে রোজই টেলিফোনে কথা বলি।

তুমি ওকে আমার কথা বলেছ?

এখানে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কে আমার ছেলে যথেষ্ট কৌতূহলী, এখানকার সবকিছু ও আমার কাছে জানতে চায়।

ঠিক আছে জোশ, বলে আমি বেরিয়ে এলাম। জোশ স্মেডলি তার ছেলে হ্যাংককে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল যে, অ্যাঞ্জেলার ওপর নজর রাখার জন্য আমায় ভাড়া করা

হয়েছে। আর। হ্যাংক সঙ্গে সঙ্গে আমার অ্যাপার্টমেন্টে চড়াও হয়ে আমায় বেহুঁশ করে হুশিয়ার করে দিয়েছিল, দেয়ালে লিখেছিল অ্যাঞ্জির ব্যাপারে যেন নাক না গলাই।

অফিসে ফিরে দেখি বিলের টেবিলে আমার লেখা চিরকুটটা তখনও পড়ে আছে। জোশ স্মেডলির সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা হয়েছে বসে বসে সেই রিপোর্ট টাইপ করলাম। বেলা সোয়া একটা বাজে, থরসেন ফাইলে রিপোর্টটা রাখছি, এমন সময় বিল এল। তার উত্তেজিত চোখমুখ দেখে বুঝলাম খবর আছে।

খিদে পেয়েছে বিল, চলো খেয়ে আসি।

খিদে আমারও পেয়েছে, আমি এখন একটা আস্ত হাতী খেয়ে ফেলতে পারি।

একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে ভেড়ার মাংসের চপ আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের অর্ডার দিলাম।

মাংসে কামড় দিয়ে প্রশ্ন করলাম, নতুন কি খবর আছে বিল?

ওল্ডস মোবাইলটা হ্যাংক স্মেডলির নামে রেজিস্ট্রী করা হয়েছে, তিন মাস আগে ওর নো ট্রান্সফার করা হয়েছে। কি মনে হচ্ছে?

আলুভাজা চিবোতে চিবোতে বললাম, বলে যাও।

হ্যাংকের ঠিকানাও পেয়েছি। ৫৬, সিগ্রোভ রোড, সিকোম্ব। আমি ভেতরে ঢুকে একবার চারপাশ দেখে এসেছি। ছাদের ওপর হ্যাংকের আস্তানা। জায়গাটা সুন্দর, বেশ ছিরিছাঁদও আছে এখান থেকে থানায় গিয়ে টম লেপস্কির সঙ্গে কথা বললাম। ওকে জানালাম যে

হ্যাংক স্মেডলির গতিবিধি সম্পর্কে আমরা জানতে চাই। দেখলাম পুলিশ হ্যাংকের সবরকম খোঁজ খবর রাখে ওর ফাইল খুলে দেখলাম যে বারো বছর বয়সেই হ্যাংকের নাম পুলিশের খাতায় উঠে গিয়েছিল তিনবার কিশোর অপরাধী হিসেবে ও সংশোধনাগার থেকে ঘুরে এসেছে। চুরি করেছে, মারপিট করেছে, দাঙ্গায় অংশ নিয়েছে। একটা পুরোপুরি নচ্ছাড় বলতে যা বোঝায় ও হল তাই। তারপর হঠাৎ ও ভদ্র সাজল। কিন্তু লেপস্কি তাতে একটুও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। ওর মন বলছে যে হয় হ্যাংকের আস্তানায় নয়ত ঐ ওর ব্ল্যাক ক্যাসেটে কোন অপরাধমূলক কারবার গোপনে চলছে, কিন্তু লেপস্কির হাতে তখনও কোন প্রমাণ আসেনি। ও নিজে বহুবার ঐ দুটো জায়গায় খানা তল্লাসী চালাতে চেয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সার্চ ওয়ারেন্ট পায়নি ব্যস, এই আমার খবর ডার্ক।

বেড়ে কাজ করেছে বিল, হ্যাংকের বাবাকে জেরা করে যেটুকু জেনেছি .সটুকু বিলকে বললাম। তাতে কাজ খুব একটানা এগোলেও একটা সন্দেহের ছায়া আমাদের মনে ঘুরপাক খেতে লাগল।

বিকেল সোয়া চারটে বাজল, মিসেস থরসেন নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাড়ি ফিরে এসেছেন। ভাবলাম একবার ওর সঙ্গে দেখা করলে মন্দ হয় না।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি বন্ধ হয়ে রোদ উঠেছে। থরসেন ভিলার বাইরে গাড়ি পার্ক করে গেটের দিকে এগোতে গিয়ে চোখে পড়ল মিসেস থরসেন বাগানে এক বিশাল রঙীন ছাতার নীচে বসে চা খাচ্ছেন। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি ঠাণ্ডা চাউনিতে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখলেন।

মিঃ ওয়ালেস, এখানে আসবার আগে আপনাকে টেলিফোনে আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে বলেছিলাম।

উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসতে বসতে বললাম, আজ্ঞে টেলিফোন করেছিলাম। কিন্তু আপনি তখন বেরিয়েছিলেন। তাই দেরী না করে একেবারে চলেই এলাম।

কেন, কি ব্যাপার বলুন?

আপনার কেসে আমরা কতদুর এগিয়েছি তা আপনাকে জানাতে বলেছেন আমার ওপরওয়ালা। সেইসঙ্গে তারা জানতে চেয়েছেন যে আপনি এ কেসের তদন্ত চালাতে আর ইচ্ছুক কিনা?

কতদূর এগিয়েছেন আপনারা?

আপনার মেয়েকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছে কিনা এবং যদি তাই হয় তবে সে লোকটিকে খুঁজে বের করতে আপনি আমায় ভাড়া করেছিলেন। আমি আপনার মেয়েকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে দেখেছি, তারপর তার পিছু নিয়ে বন্দরের ধারে ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তী এলাকায় গিয়েছি। সেখানে গাড়ি থেকে নেমে ব্ল্যাক ক্যাসেট ডিসকো নামে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকেছে যেখানে সাদাদের ঢাকা নিষেধ। দশ মিনিট সেখানে কাটিয়ে যখন সে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে তখন তার সঙ্গে আর টাকা ছিল না।

আমার কথা শুনে যেন মিসেস থরসেন পাথর হয়ে গেলেন।

তিনি কর্কশ গলায় প্রশ্ন করলেন, ব্ল্যাক ক্যাসেট? সেটা কি?

নামে রেস্তোরাঁ আগেই বলেছি, আসলে ওটা কালোদের নাইট ক্লাব। সাদাদের ওখানে ঢোকা বারণ।

আপনি বলছেন আমার মেয়ে সেখানে গিয়েছিল?

হ্যাঁ, এবং নিশ্চয়ই সে ক্লাবের কাউকে দশহাজার ডলার দিয়ে এসেছে। তার মানে এই নয় যে সে কালোদের সঙ্গে মেলামেশা করে।

তাহলে মানে কি দাঁড়ায়?

আমার ধারণা সে কালোদের কোনও তহবিলে দান করেছে যে সব কালো মানুষের বাঁধা ধরা আয় নেই। প্রচণ্ড দুঃখ দারিদ্রের মধ্যে সবরকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যারা কোনমতে বেঁচে আছে তাদের সে এভাবে সাহায্য করে। তবে আমি এটুকু জানি যে এ ক্লাবের মালিক হ্যাংক স্মেডলি। আর সে আপনার বাটলার জোশ স্মেডলির ছেলে।

বেশ বুঝতে পারলাম ভেতরে তিনি প্রচণ্ড ধাক্কা খাওয়া সত্ত্বেও বাইরে নিজেকে সংযত রাখছেন।

পুরো তিনটি মিনিট তিনি নিজের সুন্দর হাত দুটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললেন, হ্যাংক স্মেডলি। বিড় বিড় করে বললেন, হ্যাঁ ও আমাদের বাগানে কাজ করত। ওর আর আমার মেয়ের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। হ্যাংক আমার মেয়ের সঙ্গে

খেলত। অ্যাঞ্জেলা তখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে, ও একটু লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চেঁচামেচি করে খেলতে ভালবাসত আর হ্যাংক ওর থেকে দশ বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও ওকে উৎসাহ দিত। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগেনি। আমার স্বামীকে কথাটা বলাতে উনি হ্যাংককে তাড়িয়ে দেন। লক্ষ্য করতাম হ্যাংকের জন্য অ্যাঞ্জেলার প্রায়ই মন খারাপ হত। ব্যাপারটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে, যে অ্যাঞ্জেলা ওর সঙ্গে শুধু লুকিয়ে দেখাই করছে না, উল্টে তাকে টাকা দিতে শুরু করেছে, কি ভয়ানক!

দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু আসল ঘটনাটা তো তেমন নাও হতে পারে।

এ ব্যাপারে বাটফলারের সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে, দুচোখে আগুন ঝরিয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

মিসেস থরসেন আপনার উচিত সবার আগে আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলা।

মিসেস থরসেন তিক্ত হেসে, কার সঙ্গে কথা বলব? অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে? ও আমায় কিছুই বলবে না। আমি জানি ও আমায় ভীষণ ঘেন্না করে।

মিসেস থরসেন এ ব্যাপারে অনেক জটিলতা দেখা দিয়েছে। আমি খামোকা আপনার টাকা নষ্ট করছি না। ঐ কেসে আরও তদন্ত চালানোর ব্যাপার পুরোপুরি আপনার ওপর নির্ভর করছে। আপনি একবার শুধু বলুন তারপর আমার এজেন্সী হয় আপনার ফাইল বন্ধ করে দেবে নয়তো যেমন চলছে তেমন চালিয়ে যাবে।

কি ধরনের জটিলতার কথা আপনি বলছেন?

হ্যাংক খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু নাইট ক্লাবে আসলে কি ঘটছে তা আমি জানতে চাই। পুলিশ বহু চেষ্টা করেছে কিন্তু এগোতে পারেনি। আমি যদি অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ যোগাড় করতে পারি তাহলে ঐ লোকটাকে আমি জেলে পাঠিয়ে ছাড়ব। এখন আপনার মতামতের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে।

ভয়ানক নিষ্ঠুরভাবে দাঁতে দাঁত পিষে তিনি বললেন, ঐ অপদার্থ জেলে গেলে এর চাইতে আনন্দের খবর আর কিছু হতে পারে না। বেশ, টাকা যত লাগে লাগুক, আপনারা তদন্ত চালিয়ে যান।

আমি তা করব, কিন্তু একটা শর্ত মিসেস থরসেন। এ ব্যাপারে আপনি আপনার মেয়ে বা বাটলারকে কোন প্রশ্ন করবেন না। কেমন, রাজী তো?

তিনি বিষ ঢালা গলায় বললেন, আমি সবকিছু আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি, আপনি নিজে সব দায়িত্ব নিন।

বিদায় জানিয়ে চলে এলাম।

৪.

আমি গাড়ির ভেতর বসে ভাবছিলাম, তোড়ে বৃষ্টি পড়ছে আমার গাড়ির ছাদে। সেই শব্দ শুনতে শুনতে আমার মন চলে গেল মিসেস থরসেনের সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা হয়েছে সেইদিকে। তদন্ত চালিয়ে যাবার সবুজ সংকেত তিনি আমায় দিয়েছেন। তার যখন টাকা খরচ হচ্ছে বিনিময়ে কিছু ফল পাওয়া দরকার।

থরসেনের এস্টেটের চারিদিক ঘেরা উঁচু পাঁচিলের গা ঘেঁষে ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে আমার ডাইনে একটা সরু গলি পড়ল। পাঁচিলের গা ঘেঁষে আমি সেই গলির ভেতরে ঢুকলাম। যা আশা করেছিলাম তাই, এই গলি শেষ হয়েছে অ্যাঞ্জেলার বাংলোয়।

ভেজা ঘাসের ওপর গাড়ি দাঁড় করালাম। ম্যাকিন্টস গায়ে চাপিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এগোলাম। বাংলো না বলে তাকে বড়সড় একটা কুঁড়ে বলাই ঠিক হবে। সম্ভবতঃ গোটা চারেক ঘর আছে ভেতরে। সামনেই দাঁড় করানো অ্যাঞ্জেলার মরচে পড়া বীটল গাড়িখানা।

বাংলোর বাইরে কোন বারান্দা নেই। কলিংবেল টিপে অপেক্ষা করছি।

এক হ্যাঁচকা টানে ভেতর থেকে কেউ দরজা খুলল। তাকিয়ে দেখি বিশাল বাহু এক মাঝবয়সী কালো মহিলা যার চেহারা যেমন রুক্ষ তেমনি গায়েও প্রচণ্ড জোর মনে হল।

আমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে সে কর্কশ সুরে বলল। এখানে কি চান মিস্টার?

মিস অ্যাঞ্জেলা থরসেনকে।

কেটে পড়ুন মিস্টার। মিস অ্যাঞ্জেলা অচেনা লোকদের সঙ্গে দেখা করেন না। যান, আগুন এখান থেকে।

কার্ড বের করে তাকে দেখিয়ে পুলিশি গলায় বললাম, ওঁকে আমার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। আর এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? দেখছো না আমি ভিজে যাচ্ছি।

কার্ডটা পড়ে একনজর আমায় দেখে বলল, দাঁড়ান। বলেই শব্দ করে দরজা বন্ধ করল।

এই হল জোশের বৌ হান্না স্মেডলি। জোশের কথা ভেবে আমার কষ্ট হল, এই বয়সে বৌ ওকে ছেড়ে চলে গেছে, তা বেচারা মদ না খেয়ে কি করবে।

পুরো পাঁচ মিনিট ঐভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত হয়ে আবার কলিংবেলটা টিপলাম। মিসেস স্মেডলি হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, আসুন ভেতরে আসুন। ম্যাকিন্টসটা খুলে ফেলুন নয়ত ভিজে যাবে।

ম্যাকিন্টস আর টুপিটা খুলে লবিতে বৃষ্টির জলের মধ্যেই নামিয়ে রাখলাম। সে আরেকটা দরজা খুলে আমায় ভেতরে যাবার ইঙ্গিত করল। ঘরটা বেশ বড়সড়, ঘরের ভেতর আছে কয়েকটা চেয়ার ও একটা বড় টি.ভি. সেট।

আমি ঘাড় ফেরাতেই দেখলাম আমার পেছনের চেয়ারে আরাম করে বসে এক যুবতী, উৎসুক চোখে সে আমার দিকে তাকিয়েছিল, অ্যাঞ্জেলা থরসেন।

তার চোখে এখন বড় সানগ্লাস নেই, মাথায় মুখ আড়াল করা সেই বেটপ টুপিও নেই।

আমি একটু চমকে গেলাম। অ্যাঞ্জেলার মার কাছে শুনেছিলাম ওর মধ্যে এমন কিছু নেই যা পুরুষদের আকৃষ্ট করতে পারে। তবে কি মিসেস থরসেন তার মেয়েকে হিংসে করেন?

মেয়েটির দিকে তাকাতেই হলিউডের এক বিখ্যাত অভিনেত্রীর মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। অড্রে হেপবার্ন। প্রথম ফিল্মে তার যে চেহারা ছিল অ্যাঞ্জেলার পা থেকে মাথা পর্যন্ত অবিকল সেরকম। সেই গড়ন, সেই কালোচুল, সেইরকম গভীর বাদামী চোখ। হ্যাঁ, ওর শরীরটা বড্ড রোগা, কিন্তু একবার ওর মুখের দিকে তাকালেই তীব্র যৌন আকর্ষণ চোখে পড়বে।

জোর করে ভেতরে ঢোকার জন্য মাপ চাইছি মিস থরসেন। আশা করছি আপনি আমায় সাহায্য করতে পারবেন।

সে হেসে আমায় বসবার ইঙ্গিত করলো। অ্যা

ঞ্জেলা বলল, আশা করছি পারব মিঃ ওয়ালেস। আপনি বসুন। কি খাবেন বলুন, চা না কফি?

ধন্যবাদ, আমি কিছুই খাব না।

আপনি বেসরকারী গোয়েন্দা?

ঠিক ধরেছেন মিস থরসেন।

তাহলে তো আপনি পদে পদে উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের মধ্যে কাটান। গোয়েন্দাদের কাণ্ডকারখানা তো থ্রিলার খুললেই পাওয়া যায়।

বাইরে যা পড়েন বাস্তবে বেসরকারী গোয়েন্দাদের জীবন কিন্তু তার চাইতে একদম আলাদা মিস থরসেন। আমার বেশীরভাগ সময়ই গাড়িতে বসে বা সেইসব লোকের সঙ্গে কথা বলে কাটে যারা সহযোগিতা করে না।

আবার হেসে অ্যাঞ্জেলা বলল, তাহলে আপনি আমার কাছে এসেছেন? যাক কি ব্যাপার বলুন

আপনার ভাই টেরিকে খুঁজে বার করার জন্য আমায় ভাড়া করা হয়েছে।

ওর চোখে কৌতূহলী চাউনি।

আমার ভাই? টেরি?

ঠিক ধরেছেন, এক বৃদ্ধা মারা যাবার আগে ওর নামে কিছু টাকা রেখে গেছেন। এখন যতক্ষণ ওকে খুঁজে না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ টাকাটা ব্যাঙ্কেই পড়ে থাকবে।

একজন বৃদ্ধা টেরির নামে টাকা রেখে গেছেন?

হ্যাঁ, মিস থরসেন।

চমৎকার মানুষ তো। তা তিনি কে?

গম্ভীর ভাবে বললাম, আমার বড়কর্তা শুধু টেরিকে খুঁজে বের করার দায়িত্বটুকু আমায় দিয়েছেন। বৃদ্ধার নাম আমায় জানাননি, কিন্তু এটুকু বলেছেন যে তিনি আপনার ভাইয়ের নামে, এক লাখ ডলার ব্যাঙ্কে রেখে গেছেন। কাজেই আমি এত খোঁজ খবর নিচ্ছি।

সামনের দিকে ঝুঁকে অ্যাঞ্জেলা বলল, আপনি বলছেন একলক্ষ ডলার!

ঠিক তাই মিস থরসেন।

আবার হেসে বলল, কি চমৎকার লোক!

সত্যিই আশ্চর্য মহিলা, কিন্তু তাহলেও ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। আপনি কি সাহায্য করতে পারবেন?

পারলে খুব খুশিই হতাম। কতমাস হয়ে গেল ভাইটাকে দেখি না।

ও আপনাকে চিঠি লেখেনা বা টেলিফোন করেনা?

আমার বড় কষ্ট হয় মিঃ ওয়ালেস। একসময় আমার ভাই আর আমি দুজনেকত অন্তরঙ্গ ছিলাম তা বলে বোঝাতে পারব না।

সে সত্যি কথা বলছে কিনা বুঝতে পারলাম না।

আপনি ওর কোন বন্ধুর নাম ঠিকানা দিতে পারেন যে ওর খোঁজ দিতে পারবে?

বিষাদের ভঙ্গিতে ও মাথা নাড়ল, ওর কোন বন্ধুকে আমি চিনি না।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ও ডেড এন্ড ক্লাবে পিয়ানো বাজাত। হঠাৎ একদিন ওখান থেকে চলে যায়।

সে অবাক চোখে তাকাল।

না, এটা আমার জানা ছিল না।

তাহলে আপনি আমায় কোন সাহায্যই করতে পারবেন না?

পারলে খুশি হতাম। আপনার কার্ড তো আমার কাছে রইল, টেরির খোঁজ পেলে আপনাকে টেলিফোন করব।

আপনি টেলিফোনে খবরটা দিলে সত্যিই আমি খুশি হব। এটা খুব লজ্জার ব্যাপার, ব্যাঙ্কে এই মোটা সোটা টাকা পড়ে পচছে, এদিকে আপনার ভাই সে খবর জানেই না।

ঘাড় নেড়ে অ্যাঞ্জেলা বলল, সত্যিই লজ্জার ব্যাপার। বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আর ঠিক তখনই অ্যাঞ্জেলার মুখের ভাব ভাল করে লক্ষ্য করে আমি প্রশ্নটা করলাম যার সাহায্যে আমি বুঝব অ্যাঞ্জেলা সত্যি বলছে না কি মিথ্যা কথা বলতে সে একজন ওস্তাদ।

বলতে পারেন হ্যাংক স্মেডলিকে কোথায় গেলে পাব?

ওর চোখের পাতার দ্রুত কাপন আর নিমেষের জন্য দুচোখ জ্বলে ওঠা আমার চোখ এড়াল না। ওর সরল হাসিও যেন শুকিয়ে গেল। আমি বেশ বুঝলাম এবার ওকে বাগে পেয়েছি।

আবার সেই সরল হাসি তার ঠোঁটে। হ্যাংক স্মেডলি? আশ্চর্য! আপনি কি সেই কালো ছেলেটার কথা বলছেন যে একসময় আমাদের বাগানে কাজ করত?

ঠিক ধরেছেন, মিস থরসেন। আমি হ্যাংক অর্থাৎ মিসেস স্মেডলির ছেলের কথাই বলছি, আপনি বলতে পারেন কোথায় তার খোঁজ পাব?

আবার সেই হাসি, আমি বলতে পারব না। বহুদিন হল ওর সঙ্গে দেখা হয় না, ওর মার সঙ্গেও দেখা হয় না।

কি নির্লজ্জ মিথ্যা! হ্যাংকের মা মিসেস স্মেডলি স্বামীকে ছেড়ে দিনরাত ওর দেখাশুনা করছে, একটু আগেই সে আমায় দরজা খুলে দিল। অথচ মেয়েটা দিব্যি বলছে অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয় না। ভেবেছে হ্যাংকের মাকে আমি চিনি না। কোনরকম খোঁজ খবর না নিয়েই আমি এখানে এসেছি। গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে অনেক মেয়ে ঘেঁটেছি, কিন্তু এরকম ডাহা মিথ্যেবলা মেয়ে এর আগে দেখেনি যে হাসতে হাসতে দিনকে রাত করতে পারে।

মনে হচ্ছে আপনার ভাইকে খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হবে। তবু আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার এজেন্সী কোন কাজের জন্য টাকা নিলে সেকাজ পুরোপুরি শেষ না করে হাল ছাড়ে না। আমি জানি আপনার ভাইকে কখন খুঁজে পাব তা জানার জন্য আপনি ভেতরে ভেতরে ছটফট করবেন। ভয় নেই, সময় এলে আমিই আপনাকে সে খবর জানাবো।

আড়চোখে দেখলাম তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে কোন কথা না বলে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে লবিতে পড়ে থাকা আমার ম্যাকিন্টস তুলে গায়ে চাপালাম। টুপি থেকে জল ঝেড়ে পরলাম। তারপর গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলাম।

ওর মা বলেছিল অ্যাঞ্জেলা মানসিক দিক থেকে সুস্থ নয়। সত্যি কি?

যে মেয়ে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সেই এমন বেমালুম মিথ্যে গল্প সাজাতে পারে তার বাকি জীবন তো পড়েই আছে। আর এও ঠিক যে হ্যাংকের কথা না তুললে ওকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকত না।

কিন্তু অ্যাঞ্জেলা এবার কি করবে? ওর ভাইকে হুঁশিয়ারি করে দেবে? নাকি হ্যাংককে বলবে যে তার পেছনে গোয়েন্দা লেগেছে হুঁশিয়ার। হয়ত অ্যাঞ্জেলা তার কোনটাই করবে না।

গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে সোজা হাইওয়ের দিকে চললাম।

অফিসে ফিরে দেখি বিল একমনে টাইপ করে চলেছে। সব কথা তাকে খুলে বললাম, এবার আমরা একটা খাঁটি চরিত্র পেয়েছি। কি চমৎকার মিথ্যে বলতে পারে সে তুমি নিজের কানে শুনলে তার তারিফ না করে পারবে না। তবে হ্যাঁ, মেয়েটার নার্ভ ইস্পাতের মত মজবুত, ব্যাটাছেলের মাথা ঘুরে যাবার মত যথেষ্ট আকর্ষণ আছে। দিব্যি বলল ভাইয়ের খোঁজখবর ও পায় না, আর হ্যাংক স্মেডলির সঙ্গে দেখা হয় না।

বিল টাইপ করতে করতে বলল, রীতিমত পাখোয়াজ মেয়ে দেখছি। কিন্তু ওর ভাইকে কেন খুজছ তা আমার মাথায় ঢুকছে না। মনে হচ্ছে এ কেসের আসল লোক হ্যাংক, অন্য কেউ নয়।

হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে টেরিকে আমার খুব দরকার, রহস্যের চাবি ওর কাছেই আছে। তবে আমার ভুলও হতে পারে। যাকগে, আগে এই রিপোর্টটা টাইপ করা যাক।

টাইপ শেষ করতে করতে সাতটা কুড়ি বেজে গেল। রিপোর্টগুলো থরসেন ফাইলে ঢুকিয়ে বিল বলল, এবার কি করবে?

কোনও রেস্তোরাঁয় ঢুকেইটালিয়ান কোর্সে ডিনার খাব। তারপর সোজা হ্যাংক স্মেডলির সঙ্গে দেখা করব।

আবার ঐ কালোদের নাইট ক্লাবে যাবে?

ঠিক তাই।

খুব ভাল। তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

টেবিলের নীচের ড্রয়ার খুলে পয়েন্ট থ্রি এইট রিভলবারটা নিয়ে চেম্বারটা ভাল করে দেখে কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখলাম।

বিল তোমার রিভলবারটা নাও। ঝামেলা হতে পারে।

বিল ড্রয়ার খুলে একজোড়া পেতলের পাত্রও বেরকরল। দুহাতে ও দুটো পরে খুশীভরা চোখে সেগুলো দেখতে লাগল। তারপর বলল, তুমি তো রিভলবার নিয়েছে ডার্ক, তাহলে আমার আর দরকার নেই। আমার এতেই কাজ হবে।

ধমকে উঠলাম, কি হচ্ছে বিল? ওগুলো সঙ্গে রাখা যে বেআইনী তা জান না? ওগুলো গুণ্ডা বদমাশরা ব্যবহার করে। এখুনি ওগুলো খুলে ফ্যালো।

ঠিক বলেছো, ওগুলো বেআইনী আর গুণ্ডা বদমায়েশরা ব্যবহার করে। তা আমরাও তো একজন গুণ্ডার কাছেই যাচ্ছি। পাঞ্চ দুটো খুলে সে পকেটে রাখল। কালোদের সঙ্গে লড়াই করতে পাঞ্চের জুড়ি নেই।

কথাটা একদম উড়িয়ে দিতে পারলাম না। আমি জানি ঐ একটি পাঞ্চের সাহায্যে বিল এমন মোম ঘুষি মারার ক্ষমতা রাখে যা একটা হাতীকেও কাৎ করে দিতে পারে।

দাঁড়াও একটা ফোন করে নিই আমরা তারপরে বেরোব। বলে বেলভিউ হোটেলের নম্বর ডায়াল করলাম। সুজি ডিউটিতেই ছিল। ওকে খুব ব্যস্ত মনে হল, একটা কথা বলেই

ছেড়ে দিচ্ছি। দেয়ালে হোয়াইট ওয়াশ আর দরজার তালাটা সারিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। সত্যিই তোমার জুড়ি নেই সুজি।

থাক যথেষ্ট হয়েছে। আর ধন্যবাদ দিতে হবেনা। তুমি যে বীরপুরুষ তা আমার জানতে বাকি নেই। ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ো না। সামনের বুধবার দেখা হবে, রাখছি।

বিল ও আমি গাড়িতে উঠলাম। এখনও ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। সকোম্বের বড় রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে লুসিনো নামে একটা ইটালিয়ান রেস্তোরাঁয় ঢুকলাম। রেস্তোরাঁর ভেতরটা প্রায় ফাঁকা বললেই চলে, বেশি খদ্দের নেই। আমরা কোণের দিকে একটা টেবিলে বসলাম। কড়া ইটালিয়ান ওয়াইনে চুমুক দিয়ে বিল বলল, এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাব?

যেখানে যাব বলে বেরিয়েছি। অ্যাকমে এজেন্সীর বেসরকারী গোয়েন্দা হিসেবেই সেখানে ঢুকব। তারপর বলব যে হ্যাংকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। যদি কোন ঝামেলা না করেই হ্যাংক আমাদের সঙ্গে দেখা করে তো ওকে জিজ্ঞেস করব, যে টেরিকে খুঁজে বের করতে ও আমাদের সাহায্য করতে পারে কিনা। এবার দেখতে পাচ্ছে, এই তদন্তের ব্যাপারে টেরির ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

তাই তো মনে হচ্ছে, বলল বটে কিন্তু গলা শুনে মনে হল সে এখনও আমার সঙ্গে একমত হতে পারেনি।

ঠিক ধরেছ। তাহলে তুমি জানতে চাইছে তারপর আমরা কি করবো সেটা নির্ভর করছে হ্যাংক আমাদের সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করে তার ওপর। তবে ও টেরির ব্যাপারে মুখ

খুলবে কিনা সন্দেহ আছে। কাজেই এর পরের কাজ হল অ্যাঞ্জেলাকে অনুসরণ করা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওর ওপর আমাদের নজর রাখতে হবে।

বিল মাথা নেড়ে বলল, তুমি কি ভাবছো ঐ পথে এগোলে কিছু যোগাড় করতে পারবে?

জানি না তবে চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?

বিকেলে প্লেটে করে লুসিনো আমাদের জন্যে স্প্যাঘেটি এনে হাজির করল, ঘোট অক্টোপাস কেটে টুকরো করে মুচমুচে করে ভেজে তার ওপর ছড়ানো, সঙ্গে কয়েক টুকরো মুগীর মাংস আর ছোট চিংড়িও আছে। আর টমেটোর সসভর্তি একটা বড় বাটি সে টেবিলের মাঝখানে রাখল।

আমাদের দুজনেরই প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছিল। রাত সোয়া দশটা নাগাদ আমরা খেয়ে দেয়ে বেরোলাম। ওয়াটার ফ্রন্টের একপাশে গাড়ি রেখে দুজনে ডিসকোতে হেঁটে এলাম। ভেতরে ঢোকার আগে কোমরে হাত দিয়ে দেখলাম সেটা ঠিক আছে কিনা। বিলও তার ট্রাউজারের দু পকেটে হাত ঢোকাল।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখি বিকট বারের চারিদিকে অসংখ্য টেবিল, চেয়ার, বেশ কিছু কালো বসে বীয়ার খাচ্ছে। সামনে উঁচু একটা প্ল্যাটফর্ম। তার ওপর তিনজন কালো দাঁড়িয়ে। প্রথমটির হাতে ট্রাম্পেট দ্বিতীয়টির হাতে স্যাক্রোফোন এবং তৃতীয়টির হাতে ড্রামেরকাঠি, সামনে রাখা বিশাল ড্রামটিকে ঠিকমত বসাচ্ছে।

আমাদের ঢুকতে দেখেই দশাসই চেহারার এক কালো এসে খেঁকিয়ে উঠলো, পড়তে পারো না? নোটিসে লেখা আছে দ্যাখোনি সাদাদের এখানে ঢোকা বারণ।

সরো এগোতে দাও। আমি হ্যাংকের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সে জ্বলন্ত চোখে দাঁতে খিঁচিয়ে, এখানে কোন উল্লুক ঢুকতে পারে না।

আমার কার্ডখানা তার নাকের সামনে তুলে বললাম, লেখাপড়া কিছু শিখেছো? এটা পড়তে পারো? তাতে কাজ হল। বিড়বিড় করে সে পড়ল।

সে হেঁড়ে গলায় বলল, তুমি কি পুলিশের লোক?

আমিও একটু চেঁচিয়ে বললাম, এই যে কালোমানিক, এই কার্ডটা নিয়ে হ্যাংককে দেখাও। ওকে বলল যে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সে একটু ইতস্ততঃ করে ড্যান্সিং ফ্লোর ছেড়ে একটা দরজা খুলে ওপাশে চলে গেল। হলের ভেতর কয়েকজন কাল মেয়ে পুরুষ এই দিকে দেখল। মনে হয় ওরা সবাই আমাদের পুলিশের লোক বলেই ধরে নিয়েছে।

চলে এসো, বলে আমি বিলকে সঙ্গে নিয়ে ছেলেটা একটু আগে যে দরজাটা খুলে ওপাশে গিয়েছে সেই দরজার হাতলটা একটানে খুললাম। দরজা খুলতেই আরেকটা দরজা চোখে পড়ল। করিডোরে এগোতেই দ্বিতীয় দরজাটা কে যেন ওপাশ থেকে হ্যাঁচকা

টানে খুলে ফেলল। পরমুহূর্তে একটি লোক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল আর তার পা ও মাথা দেখেই বুঝতে পারলাম সে

এর আগে বিল হ্যাংক স্মেডলির বর্ণনা দিয়েছিল, কিন্তু নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত বুঝতে পারিনি কি বিশাল শরীর। দেখলাম লম্বায় পুরোপুরি সাড়ে ছফিট, আর তার কাধ এত চওড়া যে পাড়াগাঁয়ের খামার বাড়ির দরজায় দাঁড়ালে আর কেউ সে দরজা দিয়ে যেতে আসতে পারবেনা। বিল বলেছিল ওর মাথাটা ছোট, কথাটা ঠিকই। চোখের দিকে তাকালে যে কেউ আঁতকে উঠবে।

কি চাই তোমাদের? লক্ষ্য করলাম ওর দুহাত মুঠো পাকানো।

আপনিই মিঃ হ্যাংক স্মেডলি? আমি জানতে চাইলাম।

আমার কথা শুনে ও একটু ধাক্কা খেল। ওর দুহাতের মুঠো খুলে গেল।

হা। এখানে কি চাই?

মিঃ স্মেডলি আমি অ্যাকমে ডিটেকটিভ এজেন্সী থেকে আসছি। আস্তে বললাম, আশা করছি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

সন্দেহভরা চোখে আমার দিকে তাকালো। তারপর বলল, সাদাদের সাহায্য করি না। কেটে পড়ো, তোমার গায়ের গন্ধ আমার বরদাস্ত হচ্ছে না।

সাদা কালো বাদ দিননা মশাই। আমি বললাম, আমার পদবী ওয়ালেস, আপনি ঐ বলেই ডাকবেন, আমিও আপনাকে হ্যাংক বলে ডাকব। মনে হয় আমরা কথা বলতে পারব।

এমন ব্যবহার ও আমার থেকে আশা করেনি। দেখলাম ও ইতস্ততঃ করছে। কিছুতেই ও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না।

তবু দাঁড়িয়েই রইল।

আমি টেরি জিগলারের খোঁজে এসেছি। গলা নামিয়ে আস্তে কথাগুলো বললাম, যেমন বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলে।

এতে কাজ হল। একটু সামনে ঝুঁকে কটমট করে আমার দিকে তাকাল।

ও হেঁড়ে গলায় বলল, ওকে দিয়ে কি দরকার?

উত্তর দেবার আগেই চোখে পড়ল হ্যাংকের পেছনে একটা লোক দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনছে।

লোকটার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, ওকে একটু তফাতে যেতে বলল। ব্যাপারটা খুব গোপনীয়, সবার শোনার মত নয়।

ও ঘুরে দাঁড়িয়ে ধমকে উঠলো, অ্যাই ভাগ এখান থেকে।

ধমক খেতেই লোকটা আমার পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

আমি টেরিকে খুঁজছি। কারণ একজন মারা যাবার আগে ওর নামে কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখেছে। যতক্ষণ না ওকে পাচ্ছি ততক্ষণ টাকাটা ব্যাঙ্কে পচবে।

এবার হ্যাংক শান্ত গলায় জানতে চাইল, কত টাকা?

লাখ খানেকের মত হবে, আমি ঠিক বলতে পারব না।

হ্যাংক অবাক হয়ে তাকিয়ে, লাখখানেক।

তাইত জানি। তবেটাকার পরিমাণ কত তা সঠিক বলতে পারবনা। হয়তো বেশিও হতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে?

ওকে পেলে কি করবেন?

তাহলে তো সব ভাবনা মিটেই গেল। আমি ওকে ব্যাঙ্কে নিয়ে যাব। সেখানে কয়েকটা ফর্মে সই করবে। তারপরেই সে টাকার মালিক হবে। খুব সোজা ব্যাপার।

মনে হল হ্যাংক কিছু একটা ভাবছে।

এক লাখ? সে তো অনেক টাকা। কোথায় আছে ঠিক জানি না তবে হয়ত খুঁজে বের করতে পারব। সবাইকে জিজ্ঞেস করতে হবে। ও এখানে নেই অন্য কোথাও থাকতে পারে।

বেশ বুঝতে পারলাম যে ও মিথ্যে বলছে কিন্তু আমায় ধৈর্য বজায় রাখতেই হবে।

ঠিক আছে হ্যাংক। আমার কার্ডটা আপনার কাছে রেখে দিন। টেরির সঙ্গে কথা বলে দেখুন, যদি ঐ টাকাটা ও নিতে চায় তো আমাকে টেলিফোনে জানাবেন। কেমন ঠিক আছে?

হ্যাঁ সেই ভালো। বলেই বিলের দিকে তাকিয়ে বলল, এই বেঁটে লোকটা কোথা থেকে এল?

ও আমার বডিগার্ড। গুণ্ডা বদমাশদের সঙ্গে কারবার করতে হয় তাই ও আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

হ্যাংক বিশীরকম খ্যাক খ্যাক শব্দ করে হাসল, ঐ বেঁটে বাঁটকুল আপনার বডিগার্ড। ওর এক ফোঁটাও দম নেই আপনার বডি গার্ড দেবে কি করে? এক ছুঁয়ে বীয়ারের গ্লাস থেকে ফেনা ফেলতে পারবে?

আড়চোখে দেখলাম বিলের দুহাত ট্রাউজারের দু পকেটে ঢুকিয়েছে। আমি জানি এক্ষুণি ওকে সরিয়ে না নিলে ওরদু পকেটে লুকানো দুটি পেতলের পাঞ্চ বিদ্যুতের বেগে আছড়ে পড়বেহ্যাংকের তলপেটে, চোয়ালে। আর ঐ ষণ্ডাটা কাটা কলাগাছের মত মেঝেয় মুখ থুবড়ে পড়বে।

আমি সতর্ক হলাম। বিলের ডানহাতের কব্জি শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে বললাম, চলো বিল। আমাদের কাজ হয়ে গেছে। এবার যাওয়া যাক। বলে তাকে একরকম ঠেলতে ঠেলতে

সরিয়ে নিয়ে গেলাম। দরজার কাছে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললাম, তাহলে হ্যাংক, ঐকথাই রইল। টেলিফোন করবেন।

তুমি আমায় সরিয়ে আনলে কেন? বাঁদরটাকে মনের সুখে প্যাদাতাম।

গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, ধৈর্য ধরতে শেখো। প্যাদানোর সুযোগ পরে অনেক পাবে। এখনও তার সময় আসেনি।

এবার কি করবে?

এবার আমরা বাড়ি ফিরে যাবো। স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে বললাম, আমার এখনও মনে হচ্ছে এ কেসের সমাধানে টেরি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে। দুটো ফাঁদ পাতলাম। অ্যাঞ্জেলা আর হ্যাংক দুজনেই জেনেছে যে টেরির দাম এখন এক লাখ ডলার। ওরা ঠিকই জানে। টেরি কোথায় আছে। আশা করছি ওদের দুজনের মধ্যে একজন টেরিকে ঠিকই খবরটা দেবে, তারপর টাকার লোভে সে এসে হাজির হবে।

ধরো, টেরি কোথায় তা ওদের দুজনের একজনও জানে না। তখন কি হবে?

ওরা ঠিকই জানে টেরি কোথায় আছে। দেখা যাক। আগামীকাল সকাল নটায় তাহলে দেখা হবে।

খুব ভাল।

বিলকে তার আস্তানায় পৌঁছেদিয়ে বেলভিউতে ফিরে এলাম। লবী পেরিয়ে রিসেপশন ডেস্কে পৌঁছাতেই সুজি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

কিগো আজ রাতে বেরোবে কি?

অসম্ভব অর্ক। রাত তিনটের আগে আমার ছুটি মিলবেনা। আর তখন আমার বেড়াতে যাবার মত অবস্থা থাকবে না। একটু ধৈর্য ধরো সোনা বুধবার সন্ধ্যায় বেরোব।

দুজন বয়স্ক মোটাসোটা লোক রিসেপসশন ডেস্কে এল। একগাল হেসে সুজি তাদের সঙ্গে কথা বলল।

অগত্যা আমি আমার আস্তানায় ফিরে এলাম। স্নান সেরে কিছুক্ষণ টিভি দেখলাম। তারপর গা এলিয়ে দিলাম বিছানায়।

.

বিল আর আমি সকাল সাড়ে নটায় বসে আছি। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুলে বললাম, ওয়ালেস কথা বলছি। কি খবর হ্যাংক, বলেই বিলকে ইঙ্গিত করলাম এক্সটেনশন রিসিভারটা কানে লাগাতে। আমার আর হ্যাংকের যা কথাবার্তা হবে সব ও শুনতে পাবে।

বলো কোনও খবর আছে?

হ্যাঁ, টেরিকে খুঁজে বের করেছি। ও, ওটা তাড়াতাড়ি পেতে চাইছে।

ওকে কোথায় খুঁজে পেলে?

তা আপনার জেনে দরকার নেই, ও কবে টাকাটা পাবে তাই বলুন।

চিন্তার কিছু নেই, হ্যাংক। আমি পরে আপনাকে ফোন করব। ও আমি পরে ঠিক সাজিয়ে নেব। সাজিয়ে নেব বলতে আপনি কি বলতে চান?

ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা অ্যাপয়েনমেন্ট করতে হবে। মিঃ অকল্যান্ড ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ওঁর সামনে টেরিকে সনাক্ত করার একটা ব্যাপার আছে, সেটা হয়ে গেলে টেরিকে কয়েকটা ফর্ম সই করতে হবে। কোন চিন্তা নেই, পরে আমি আপনাকে ফোন করব। বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম।

বিল রিসিভার নামিয়ে বলল, ব্যাটা পাজীর পাঝাড়া।

হতে পারে, যাকগে। এবার শোন তোমায় কি করতে হবে। ডেড এন্ডনাইটক্লাবে গিয়ে হ্যারি রিচকে বলল যে টেরি ব্যাঙ্কে তার প্রাপ্য টাকা নিতে আসবে। সেখানে রিচ তাকে সনাক্ত করতে রাজি আছে কিনা। মনে হচ্ছে টেরিকে দেখবার জন্যে ও ঠিক ছুটে আসবে। তুমি এই কাজের ভারটা নাও। আমি অকল্যান্ডকে সামলাবার ভার নিচ্ছি।

কুড়ি মিনিটের মধ্যে ব্যাঙ্কে পৌঁছলাম। খবর দিতেই মিঃ অকল্যান্ড ডেকে পাঠালেন। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই মিঃ অকল্যান্ড গীর্জার বিশপের মত প্রসন্ন হাসি হাসলেন।

বলুন মিঃ ওয়ালেস, কাজকর্ম কি রকম এগোচ্ছে? বলে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন।

মিঃ অকল্যান্ড যতদুর খোঁজ পেয়েছি ব্রেকার্স বিল্ডিংয়ে মিস অ্যাঙ্গাস নামে এক ভদ্রমহিলা থাকতেন। মারা যাবার আগে তিনি টেরেন্স থরসেন ওরফে টেরি জিগলারের নামে আপনার ব্যাঙ্কে এক লাখ ডলার রেখেছেন, তা খবরটা কি ঠিক?

সবটা ঠিক, মিঃ ওয়ালেস। মিস অ্যাঙ্গাসের উকিল সলি লিউইস বলেছেন যে যতক্ষণ উনি মিঃ থরসেনকে খুঁজে না পাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত টাকাটা ব্যাঙ্কে থাকবে।

কিন্তু এর সঙ্গে আপনার তদন্তের কি সম্পর্ক?

মনে হচ্ছে টেরেন্স থরসেন আমাদের অনেক কাজে আসবে মিঃ অকল্যান্ড। ওর বন্ধুরা ওকে বলেছে যে ব্যাঙ্কে ওর নামে এক লাখ ডলার পড়ে পচছে। আমার ধারণা এবার টাকার জন্য ও ঠিক এসে হাজির হবে। ওর পাওনা হয়েছে তাই ওকে টেনে নিয়ে আসবে।

অকল্যান্ড নিজের মনে বললেন, চমৎকার!

আপনি আগে কখনও টেরেন্স থরসেনকে দেখেছেন?

একটু চমকে অকল্যান্ড বললেন, না, কখনও তাকে দেখিনি।

তাহলে কেউ এসে যদি বলে যে সেই টেরেন্স থরসেন তাহলে আপনি কোন বিশ্বাসে তাকে টাকা দেবেন?

তিনি উত্তেজিত ভাবে একবার চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার বসে পড়লেন।

তাহলে বলছেন কোন আজেবাজে লোক এসে টাকাটা দাবী করতে পারে, যার উদ্দেশ্য প্রতারণা?

তা একলাখ ডলারের জন্য তেমন কাণ্ড ঘটা বিচিত্র নয়।

সে তো একশোবার মিঃ ওয়ালেস। টাকাটা দেবার আগে সনাক্ত করার একটা ব্যাপার আছে। টাকার দাবীদার যে সত্যিই টেরেন্স থরসেন, সে বিষয়ে আমায় নিশ্চিন্ত হতে হবে।

মিঃ অকল্যান্ড, সনাক্ত করার সব চাইতে ভালো লোক হল টেরির বোন অ্যাঞ্জেলা থরসেন। শুঁকে আপনি একবার আসতে বলুন। ও যদি নিজের ভাইকে সনাক্ত করে তাহলে কোন ঝামেলাই থাকে না।

এটা খুব ভাল বুদ্ধিই দিয়েছেন মিঃ ওয়ালেস।

তাহলে আজ দুপুরে টেরিকে আনানোর ব্যবস্থা করা যাক। কি বলেন?

একমিনিট। মিঃ অকল্যান্ডার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক দেখে বললেন, তিনটে নাগাদ করা হোক।

তাহলে মিস থরসেনকে টেলিফোন করে একবার আসতে বলুন না? আমার তো মনে হচ্ছে এতদিন পরে উনি ভাইকে দেখে খুশিই হবেন।

হ্যাঁ, তা তো বটেই। থরসেন পরিবারকে সাহায্য করতেই তো আমি চাই। দেখি ওকে পাই কি না, বলে মিঃ অকল্যান্ড সুইচ টিপে মিস থরসেনের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন।

পাঁচ মিনিট পর অ্যাঞ্জেলার লাইন পাওয়া গেল।

হ্যালো। আমি প্যাসিফিক অ্যান্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে হোরেস অকল্যান্ড বলছি। আপনাকে ডিসটার্ব করছি না তো?

উল্টোদিকের কথা আমি বুঝতে পারলাম না।

আপনি কি জানেন যে আপনার ভাই টেরেন্সের নামে এক ভদ্রমহিলা উইলে এক লাখ টাকা দিয়ে গেছেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, হ্যাঁ মিঃ ওয়ালেস যথেষ্ট সাহায্য করছেন। মিস থরসেন, এখন ব্যাপার হল যে যিনি ঐ টাকা দাবী করবেন তার পরিচয় সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে। আমি আপনার ভাইকে আগে কখনও দেখিনি, তাই চাই তাকে সনাক্ত করা হোক। আজ বিকেল তিনটেয় একবার আসুন না। এসে আমার পক্ষ থেকে আপনার ভাইকে সনাক্ত করে যান।

ও পক্ষের বক্তব্য শুনে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তা আমি বুঝতে পারছি। আপনি অনেকদিন আপনার ভাইকে দেখেন নি। এতদিন বাদে তাকে দেখতে পেলে আপনিও খুব খুশি হবেন। তাহলে আপনি বিকেল তিনটেয় এখানে আসছেন। ধন্যবাদ, বলে মিঃ অকল্যান্ড রিসিভার রাখলেন।

উনি রাজী হয়েছেন। বলছেন আমাদের সাহায্য করতে পারলে খুব খুশি হবেন। আমি এর মধ্যে অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

মিঃ অকল্যান্ডের জন্য দুঃখ হল। অ্যাঞ্জেলা যে কি চীজ তা উনি না জানলেও আমি জানি। ও মেয়েকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, খুব ভাল কথা। তাহলে আমি ঠিক তিনটের সময় আসব।

তাই আসুন মিঃ ওয়ালেস। মিঃ অকল্যান্ড করমর্দন করে বললেন, ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে বলে মনে হচ্ছে।

আমারও তাই ধারণা, আচ্ছা পরে দেখা হবে বলে বেরিয়ে এলাম।

প্যাসিফিক অ্যান্ডন্যাশনাল ব্যাঙ্কে ঠিক পৌনে তিনটেয় ঢুকলাম। মিস বার্চের কাছে গিয়ে একটু বন্ধুত্বপূর্ণ হাসতেই তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, মিঃ অকল্যান্ড এখন ব্যস্ত আছেন।

ঠিক আছে, ওকে শুধু বলুন যে আমি এসেছি, বলে আমি চেয়ারে বসলাম।

আমি ও বিল কিছু হালকা খাবার খেয়ে লাঞ্চ সেরেছি। খেতে খেতে বিল বলছে যে শুধু হ্যারি রিচইনয় সেইসঙ্গে সেমিস লিজা ম্যানচিনি এক যুবতীর সঙ্গেও দেখা করে এসেছে। টেরি নিখোঁজ হবার আগে পর্যন্ত লিজা নামে ঐ যুবতীটি ছিল তার বান্ধবী।

চমৎকার কাজ করেছ বিল। তদন্ত করতে করতে একদম ভেতরে ঢুকে যাওয়া একেই বলে। খুব সময় মত কাজটা করেছে।

হ্যামবার্গার চিবোতে চিবোতে বিল বলল, ভাবনার কিছু নেই। রিচ আসলে টেরির সঙ্গে কথা বলতে চায়। মতলব একটাই, সে হল বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনমতে টেরিকে ওর নাইট ক্লাবে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাছাড়া শুধু হ্যারি নয় টেরির পাশে শোবে বলে লিজাও দস্তুরমত হাঁফাচ্ছে। ওরা দুজনেই আসতে রাজি হয়েছে।

খুব ভাল কথা। তুমি ঠিক তিনটে কুড়ি নাগাদ ওদের ব্যাঙ্কে আনবে তার আগে নয় কিন্তু। আমি ওদের দুজনকেই একটু অবাক করে দিতে চাই।

মিস বার্চ দশ মিনিট পরে বললেন, মিঃ অকল্যান্ডের হাত খালি হয়েছে এবার। আপনি ওর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

আকল্যান্ডের কামরায় ঢুকতেই তিনি যথারীতি করমর্দন করে গীর্জার বিশপের হাসি হাসলেন।

বুঝলেন মিঃ ওয়ালেস এটা খুবইনটারেস্টিং ব্যাপার হবে। উল্টোদিকের চেয়ারে আমাকে বসার ইঙ্গিত করে, আসলে এমন ব্যাপার তো আর রোজ রোজ ঘটে না। দরকারী

কাগজপত্র সব আমি। আনিয়ে রেখেছি। মিঃ লিউইসের সঙ্গেও কথা বলেছি। মিস থরসেন ওঁর ভাইকে সনাক্ত করলেই ব্যাপারটা চুকে যাবে।

আমি শুধু হেসে সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে বসলাম। ঠিক তিনটে বাজতেই অকল্যান্ডের টেবিলের ওপরে রাখা ইন্টারকমটা বেজে উঠল। মিঃ অকল্যান্ড টিপতেই মিস বার্চের গলা শোনা গেল। মিঃ টেরি থরসেন এসেছেন।

ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও। বলেই অকল্যান্ড বললেন, এটা ইন্টারেস্টিংয়ের চাইতেও বেশি কিছু।

সত্যিই তাই। পরক্ষণে দরজা ঠেলে বছর পঁচিশের একটি ছেলে ভেতরে ঢুকল। ছেলেটির গায়ে সাদা শার্ট, পরনে কালো ট্রাউজার্স, পায়ে মেক্সিকান বুট জোড়া। সেই বুটের ভেতর ট্রাউজার্সের তলার দিকটা গোঁজা। মাথার চুলকাঁধে এসে ঠেকেছে। ছেলেটার গড়ন খুবই পাতলা আর ছিপছিপে মুখখানা ঠিক ইঁদুরের মত আর দু চোখের দৃষ্টিতে সন্দেহের ছোঁয়া।

অকল্যান্ড চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আপনিই মিঃ টেরি থরসেন?

হ্যাঁ, ছেলেটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ইনি কে?

আমি দাঁড়িয়ে বললাম, আমার নাম ওয়ালেস মিস অ্যাঙ্গাসের অ্যাটর্নি মিঃ সলি লিউইসের পক্ষে আমি কাজ করছি।

ছেলেটি অকল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে, নিন, যাকরবার চটপট করুন। আমার তাড়া আছে। টাকাটা কোথায়? তার গলা বেশ কর্কশ আর ব্যবহারও অভদ্র গোছের।

মিঃ অকল্যান্ড গভীর ভাবে বললেন, টাকাটা দেবার আগে আপনাকে সনাক্ত করার একটা ব্যাপার আছে মিঃ থরসেন।

ছেলেটা তেরিয়া হয়ে বলল, সনাক্তকরণ? তার মানে? আপনি কি বলতে চাইছেন?

আবার ইন্টারকম বেজে উঠল। মিস থরসেন এসেছেন মিঃ অকল্যান্ড, ওকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এই তো আপনার বোন এসে পড়েছে মিঃ থরসেন। এতদিন বাদে আপনি ওকে দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন।

অ্যাঞ্জেলা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। তার গায়ে সোয়েট শার্ট, পরনে নীল রংয়ের জিনস, মেক্সিকান টুপি আর চোখে সানগ্লাস। অ্যাঞ্জেলা দুহাত বাড়িয়ে ছেলেটার দিকে এগোলো।

অ্যাঞ্জেলা উল্লাস ভরা গলায়, টেরি! কি অদ্ভুত ব্যাপার। কতদিন পর তোমায় কাছে পেলাম।

কিন্তু টেরির মধ্যে কোন আনন্দ বা উল্লাস নেই। উত্তাপহীন গলায় বলল, শোন, আমরা পরে, কথা বলব। আগে টাকাটা আমার চাই। তারপর এই বাজে জায়গা থেকে বেরিয়ে যা বলার বলব।

সে তো একশোবার টেরি। অকল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে অ্যাঞ্জেলা বলল, এ হল আমার ভাই টেরি। ওকে টাকাটা কি এখন দেবেন? দিলে ভাল হয়। এতদিন বাদে দেখা হল অনেক কথা জমে আছে।

নিশ্চয়ই মিস থরসেন। তাহলে আপনি ওকে টেরেন্স থরসেন বলে সনাক্ত করছেন তো?

তীক্ষ্ণগলায় অ্যাঞ্জেলা বলল, আমি এক্ষুণি সেই কথাই বললাম। নয় কি? টাকাটা ওকে দিয়ে দিন। ভাইয়ের সঙ্গে আমার অনেক কথা জমা আছে।

মিঃ অকল্যান্ড কয়েকটা কাগজ ছেলেটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এগুলোতে সই করে দিন তারপর আমি আপনার টাকাটা দেবার ব্যবস্থা করছি। বলুন, টাকাটা আপনি কিভাবে পেতে চান?

নগদ চাই, পুরোটা, বলেই অকল্যান্ডের হাত থেকে কলমটা ছিনিয়ে নিয়ে টিক দেওয়া জায়গায় সই করতে লাগল।

ওর সই করার ফাঁকে আমি বাইরে আসতেই দেখি দুই যুবক যুবতীকে নিয়ে বিল দাঁড়িয়ে। বুঝলাম এরাই হ্যারি রিচ আর লিজা ম্যানচিনি।

মিঃ রিচ আমার সঙ্গে একটু আসুন। বলে বিলকে ইঙ্গিত করলাম যেন লিজা ম্যানচিনিকে একটু আটকে রাখে। তারপর তাকে নিয়ে অকল্যান্ডের কামরায় ঢুকলাম।

অকল্যান্ড বললেন, ইনি কে?

এ ভদ্রলোকের নাম হ্যারি রিচ, ইনি একটি নাইট ক্লাবের মালিক। ওঁর নাইট ক্লাবে মিঃ থরসেন পিয়ানিস্টের চাকরী করত। মিঃ থরসেনকে সবাই টেরি জিগলার বলেই জানত। আমার মনে হয় টাকাটা দেবার আগে মিঃ রিচের একবার ওকে টেরি জিগলার বলে সনাক্ত করা দরকার।

অকল্যান্ড আমতা আমতা করে, কিন্তু মিস থরসেন তো আগেই ওকে সনাক্ত করেছেন।

রিচের দিকে তাকিয়ে বললাম। মিঃ রিচ দেখুন তো, এই ছেলেটিই কি টেরি জিগলার?

ছেলেটির দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে হ্যারি মাথা নেড়ে বলল, উঁহু, ও টেরির মতই সাজগোজ করেছে বটে। কিন্তু ও টেরি নয়, ওকে আমি চিনি না। এটুকু বলতে পারি যে ও টেরি জিগলার নয়।

ঠিক বলছেন তো মিঃ রিচ?

আলবাৎ। বেশ কয়েক মাস টেরি আমার কাছেকাজ করেছে। প্রত্যেক হপ্তায় আমি নিজে হাতে, ওকে প্রাপ্য বেতন দিয়েছি। আপনি কি করতে চাইছেন জানি না কিন্তু শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করছেন মিঃ ওয়ালেস। বলে রিচ গটগট করে বেরিয়ে গেল।

একটা ধাক্কা অকল্যান্ড খেয়েছে

বুঝতে পারছি কিন্তু তাকে কিছুসুযোগনা দিয়েই বাইরে থেকে মিস লিজা ম্যানচিনিকে ভেতরে নিয়ে এলাম।

ইনি হলেন মিস লিজা ম্যানচিনি। টেরি থরসেন ওরফে টেরি জিগলারের সঙ্গে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে ছিলেন। টেরির সঙ্গে দেখা হবে জেনে ছুটে এসেছে। দেখুন তো মিস ম্যানচিনি, এই লোকটিই টেরি জিগলার কি না?

একপলক তাকিয়েই মিস লিজা ভুরু কুঁচকে ঘেন্না জড়ানো গলায় বলল, এই উল্লুকটা টেরি হতে যাবে কোন দুঃখে? আপনি কি ভেবেছেন এতদিন বাদে টেরিকে দেখলে আমি চিনতে পারব না?

তাহলে আপনি বলছেন এ টেরি জিগলার নয়?

তাই বলছি। আপনি কি ভেবেছেন এই উল্লুকটার সঙ্গে আমি শুতে যাব? সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, হা ভগবান! ভেবেছিলাম সত্যিই এতদিন বাদে টেরির সঙ্গে আবার দেখা হবে।

বিল তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তার হাতটা চেপে ধরে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

কামরার ভেতরে কারও মুখে কোন কথা নেই। ছেলেটি কুলকুল করে ঘামতে লেগেছে, রাগে দুচোখ লাল। অ্যাঞ্জেলা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। অকল্যান্ডকে দেখে মনে হল তার শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেছে।

অ্যাঞ্জেলার গলায় রুক্ষতা, মিঃ অকল্যান্ড! আমি আবার বলছি যে ছেলেটি আমার ভাই। কোথাকার এক সস্তা নাইট ক্লাবের মালিক আর একটা রাস্তার বেশ্যা কি বলে গেল সেই কথা আপনি মেনে নেবেন?

নিশ্চয়ই না, মিস থরসেন। তবে কোথাও নিশ্চয়ই কোনও ভুল ভ্রান্তি হয়েছে।

চড়ালে গলায় অ্যাঞ্জেলা, ভুল ভ্রান্তি কিছুই হয়নি। টেরি টাকাটা পাক তা ওরা চায় না। ওরা জেনেশুনে মিথ্যে বলছে। আপনি আমার ভাইকে টাকাটা দেবার ব্যবস্থা করুন।

মিঃ অকল্যান্ডকে দেখে মনে হচ্ছে সত্যিই ওঁর স্ট্রোক হবে। আমি ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার পুরনো পুলিশি মেজাজে বললাম, শুনুন মিস থরসেন, এই টাকাটা ওকে পাইয়ে দেবার কোনও অধিকার মিঃ অকল্যান্ডের নেই। মিস অ্যাঙ্গাসের উইল যার হেপাজতে আছে সেই মিঃ লিউইসের হয়ে আমি কাজ করছি। আমি কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারি নি। আপনি বলছেন এই ছেলেটি আপনার ভাই। দুজন লোক যারা বেশ কিছুদিন ধরে আপনার ভাইকে দুবেলা দেখেছে তারা বলছে এ সেই লোক নয়। এই ছেলেটি আপনার ভাই সে বিষয়ে আমি যতক্ষণ না নিশ্চিন্ত হচ্ছি ততক্ষণ মিঃ অকল্যান্ডেরও এক লাখ ওকে দেবার অধিকার নেই।

অ্যাঞ্জেলা ঘুরে দাঁড়াল। ওর পাতলা শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। আর তাই দেখেই আমি বুঝলাম ও কি সাংঘাতিক রেগে গিয়েছে।

অ্যাঞ্জেলা চাপাস্বরে বলল, আমি দাবী করছি আমার ভাইকে তার পাওনা টাকা দিয়ে দেওয়া হোক।

ভাবনার কিছু নেই। রাস্তার ওপরেই আছে ইডেন নাইট ক্লাব। চলুন সবাই মিলে একবার সেখানে যাওয়া যাক। ওখানকার মালিক আমার বন্ধু। আমি তাকে বলে আপনার ভাইকে পিয়ানোর সামনে বসতে বলছি। যদি ও সত্যিই ফ্যাটেস ওয়ালারের মত বাজাতে পারে তাহলে টাকা পাবার কোন অসুবিধেই হবে না। কেমন রাজি তো?

ছেলেটা আমার কথায় ক্ষেপে উঠল। গলা চড়িয়ে বলল, তখনই জানতাম! বারবার ঐ কেলে উকটাকে বলেছিলাম এই মতলবে কাজ হবেনা। আর তুই! সেঅ্যাঞ্জেলার দিকে তাকিয়ে বলল, তোকেও বলেছিলাম রে মাগী! এতে কাজ হবে না। বলেই ও আমায় ঠেলে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

তাহলে মিঃ অকল্যান্ড এই ব্যাপার, অকল্যান্ডের চুপসে যাওয়া বেলুনের মত মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কষ্ট হল। টেরি থরসেনফিরে এলে আমি আপনাকে হুঁশিয়ার করে দেব। অ্যাঞ্জেলার দিকে ফিরে বললাম, চমৎকার খেলাটা খেললেন বটে মিস থরসেন। কিন্তু তেমন জমল না, এই দুঃখ।

আপনাকে এর জন্য পস্তাতে হবে। সত্যিই পড়াতে হবে।

তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠুন মিস থরসেন। এখনও ছেলেমানুষ আছেন। টাকাই কিন্তু সব নয়। শান্তগলায় বলে আমি বেরিয়ে এলাম। অকল্যান্ডকে এখন এই বদমাশ মেয়েটাকে সামলাতে হবে। তার কথা ভেবে সত্যিই আমার দুঃখ হচ্ছে।

কামরার বাইরে এসে গাড়ির কাছে গিয়ে দেখি গাড়িও নেই বিলও নেই। অগত্যা একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা অফিসে ফিরে এলাম। থরসেন কেসের ওপর একটা রিপোর্ট এখুনি লিখতে হবে।

৫.

অফিসে এসে বিলকে দেখতে পেলাম না। মিস অ্যাঙ্গাসের উকিল সলি লিউইসকে একটা ফোন করলাম।

আমি অ্যাকমের ওয়ালেস বলছি। আপনি কি ব্যস্ত আছেন?

না, কি ব্যাপার বলুন তো?

দয়া করে মন দিয়ে সব শুনুন, বলে ব্যাঙ্কে যা যা ঘটেছে সব বললাম।

মিঃ লিউইস সব শুনে বললেন। তাহলে আমি ধরে নিতে পারি যে টেরেন্স থরসেন আর টেরি জিগলার একই লোক।

ঠিক ধরেছেন। এবার একটা কথার জবাব দিন। টেরি জিগলার যদি মারা যায় তাহলে মিস অ্যাঙ্গাসের সেই একলক্ষ ডলারের কি গতি হবে?

সাময়িকভাবে কেউ পাবে না। পরে টেরির নিকট আত্মীয় টাকাটার মালিক হবেন।

নিকট আত্মীয় বলতে কাকে বোঝায়, মা না বোন?

এক্ষেত্রে মা।

ধন্যবাদ, আপনি একটা কাজ করবেন। মিঃ অকল্যান্ডকে ফোন করে জানিয়ে দেবেন যে উপযুক্ত দাবীদারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত যেন টাকাটা তিনি ব্যাঙ্কের ভল্টেই রেখে দেন।

আমি এক্ষুণি ফোন করে ওকে একথা বলছি। বলেই তিনি লাইন ছেড়ে দিলেন।

আজকের রিপোর্টটা টাইপ করা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিল এসে হাজির হল।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ? আমি তো ভাবলাম তুমি মরে গেছে।

দাঁড়াও আগে একটু ড্রিঙ্ক করে নিই, তারপর সব বলছি। খাটতে খাটতে জান কয়লা করে ফেলেছি সে খবর রাখো?

ছটা চল্লিশ বাজে। অফিসের সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে জেনে আমি একটা স্কচের বোতল বের করলাম। অফিসের কাজের পর দরকার হলে আমরা খাই। হুইস্কিতে বরফ দিয়ে গ্লাসটা বিলের দিকে এগিয়ে দিলাম। বিল দু-চার চুমুক দিতে বললাম, এবার বলো তো এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

আর বল কেন? অকল্যান্ডের কামরা থেকে ঐ ছোঁড়াটা রেগেমেগে বেরিয়ে যেতে আমি ওর পিছু নিলাম। ও একটা পুরনো হন্ডা মোটর সাইকেলে এসেছিল। আমি কিছুটা তফাৎ রেখে তার পেছনে যেতে লাগলাম। একসময় ও ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় যেতে আমি ভাবলাম ও নিশ্চয়ই সেই কালোদেরনাইটক্লাবব্ল্যাক ক্যাসেটে যাবে। কিন্তু দেখলাম ওটার পাশ কাটিয়ে ব্যাটা অয়স্টার অ্যালির সামনে এসে দাঁড়াল। আমি গাড়ি পার্ক করে এসে

দেখি একটা বাড়ির সামনে ওর হস্ত দাঁড় করান। মোটর সাইকেলের নম্বর নিয়ে আমি গাড়ি রেজিস্ট্রেশান অফিসে গেলাম। সেখানে জানতে পারলাম ছেলেটার নাম গেরেন্ডা। ৩ নম্বর অয়েস্টার অ্যালিতে ১০ নম্বর অ্যাপার্টমেন্টে থাকে।

গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে আবার বলতে শুরু করল, তারপর ওখান থেকে গেলাম থানায়। সেখানে জোবিগলারের সঙ্গে কথা বললাম। জো জানতে চাইল লু গেরে সম্পর্কে আমি এতকথা জানতে চাইছি কেন। আমি শুধু বললাম দরকার আছে। জো বলল, লু এখনও কোন অপরাধ করেনি কিন্তু পুলিশ ওর ওপর নজর রেখে চলেছে। কারণ ওর বাবা মাফিয়াদের হয়ে কাজ করতো। লুবয়স যখন পনেরো বছর তখন ওদের দলের লোকেরাই ওর বাবাকে খুন করে। তারপর লু ওয়াটার ফ্রন্টে ঠিকে মজুরের কাজ পায় এবং সেই টাকায় নিজের ও মায়ের পেট চালাতে শুরু করে। ওর মা বেশ কিছুদিন আগে মারা গেছে। লু ছেলেটা জাতে সিসিলিয়ান তাই ওর ওপর বিগলারের সন্দেহ। কিন্তু তাকে হাতে নাতে ধরার মত এখনও কিছু পায় নি। ওয়াটার ফ্রন্টে চলে এলাম। সেখানে আমার কয়েকটা চেনা ছোকরার কাছে গেরেন্ডার সম্পর্কে জানতে চাইলাম। ওরা ঠিক জানে না ওর রোজগারের পথটা কি। এই হল আমার আজকের কাজের রিপোর্ট ডার্ক।

তুমি অনেকদূর এগিয়েছে বিল। আমি অ্যাল বার্নির সঙ্গে কথা বলব। হয়তো কোনও খবর দিতে পারে।

আমার টেবিলের ওপর ইন্টারকমটা বেজে উঠতেই সুইচ টিপলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্নেলের সেক্রেটারী কেরীর গলা ভেসে এল।

ডার্ক, থরসেন ফাইলটা একবার নিয়ে আসুন।

বিলকে বললাম কি ব্যাপার হঠাৎ ফাইলের খোঁজ পড়ল কেন?

ফাইলটা নিয়ে গ্লেন্ডার কামরায় গিয়ে ফাইলটা টেবিলে রেখে বললাম, একদম আপটু ডেট করা আছে।

গ্লেন্ডা বলল, কর্নেল পার্নেল আগামীকাল সকালে ফিরছেন। ফিরে এসেই উনি এটা দেখতে চাইবেন। তবে তদন্তের কাজও এখানেই শেষ। মিসেস খরসেন একটু আগে ফোন করেছিলেন। উনি বললেন, যে এ কেস নিয়ে উনি আর মাথা ঘামাতে চান না। কাজেই উনি আর টাকাপয়সা দেবেন না। অতএব থরসেন কেসের কথা ভুলে যান, ডার্ক।

তার মানে এত পরিশ্রম, এত ছোটাছুটি সব মিথ্যে হল। শুধু শুধু সময় নষ্ট?

মিসেস থরসেনের কেসটা নিয়ে আমরা যতদূর সম্ভব চেষ্টা করেছি। সময় নষ্ট একথা আমি বলব না।

ব্যাপারটা যখন ভালভাবে দানা পাকিয়ে উঠেছে তখনই কেসটা উনি থামিয়ে দিলেন। যাকগে এবার কি করব? পরের কাজ কি?

সেটা কর্নেল এসে ঠিক করবেন। কাল আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন।

ফিরে এসে বিলকে খবরটা দিতেই সে হতাশ হয়ে বলল, হায় ঈশ্বর!

বাদ দাও। কর্নেল আমাদের নতুন কোন কেস দেবেন। চলো সাতটা কুড়ি বাজে আমরা খেয়ে নিই। আজ আবার লুসিনোয় যাবে নাকি?

চমৎকার! চলে যাওয়া যাক।

টেলিফোন বেজে উঠতে একটু অধৈর্য ভঙ্গিতেই রিসিভারটা তুললাম। বলতে বাধা নেই আমার প্রচণ্ড ক্ষিদেও পেয়েছিল। সেইসঙ্গে থরসেন কেসের তদন্তের অকালে পরিসমাপ্তিতে যেন দমে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি যে এই টেলিফোন কল আমার গোটা জীবনধারাকে পাল্টে দিতে যাচ্ছে।

ডার্ক ওয়ালেস বলছি। আপনি কে বলছেন?

ওঃ ডার্ক তুমি! আমি বেটি স্টোয়েল বলছি।

বেটি স্টোয়েল সী-ভিউ হোটেলের তিন নম্বর রিসেপশনিস্ট। সুজির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। বেটি সুন্দর মেয়ে, তার একটি পুরুষবন্ধু আছে। তাকে বিয়ে করে সংসার পাতবার স্বপ্নে দিনরাত বিভোর হয়ে আছে সে।

— কিন্তু একি! রিসিভারটা ভাল করে কানে চেপে ধরে শুনলাম বেটি ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কি হল বেটি? কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?

ওঃ ডার্ক। তোমায় কি করে খবরটা দেব বুঝতে পারছি না।

সুজির কিছু হয়েছে?

হা-ডার্ক, সুজি..সুজি আর নেই, ও মারা গেছে।

কি বলছ তুমি? সুজি মারা গেছে?

হ্যাঁ।

আমার নতুন জীবন গড়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। একটু চেঁচিয়েই বললাম।

কি হয়েছিল সুজির?

আমায় আর জিজ্ঞেস কোরনা ডার্ক। পুলিশ হেডকোয়ারটার্সে খোঁজ নাও। ওরাই বলে দেবে। বলেই বেটি লাইন ছেড়ে দিল।

আমি দুঃখিত ডার্ক। বেটির সঙ্গে কথাবার্তা কিছু শুনেছি; বলেই বিল বেরিয়ে গেল।

পুলিশ হেডকোয়াটার্সে জো বিগলারকে ফোন করলাম।

জো, আমি ডার্ক ওয়ালেস বলছি।

ডার্ক, দপ্তর গুছিয়ে বাড়ি যাব। এমন সময় তুমি ফোন করলে। কালকে না হয় একবার ফোন

সুজি লং কিভাবে মারা গেল জো? ওর কি হয়েছিল?

ওর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

ও আমার বান্ধবী ছিল জো। আমরা আর কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে করতাম।

হা ভগবান, এতো তাহলে খুব দুঃখজনক ব্যাপার।

ও কিভাবে মারা গেল জো?

মিস লং হোটেলে যাবার জন্য সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, সেই সময় একটা গাড়ি এসে ওর সামনে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন ওকে জিজ্ঞেস করে ওয়েস্টাবেরী ড্রাইভে যেতে হলে কোন রাস্তা ধরবে। মিস লংয়ের পাশ দিয়ে দুজন মাঝবয়সী মহিলা যাচ্ছিলেন। লোকটির কথা তাদের কানে যায়। মিস লং কিছু বলার আগেই গাড়ির ভেতর থেকে কেউ অথবা সেই লোকটি তার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে। তারপর ফুলস্পীডে গাড়ি চালিয়ে চলে যায়। মিস লং দুহাতে মুখ ঢেকে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে রাস্তা দিয়ে দৌড়চ্ছিলেন। এমন সময় একটা ট্রাক এসে চাকার নীচে ওর শরীরটাকে পিষে যায়।

সুজির মারা যাবার ঘটনা শুনে আমি কথা বলার ক্ষমতা সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেললাম। বিগলার বলল, আমাদের লোকেরা তদন্ত করছে। কিন্তু সন্তোষজনক এখনও কিছু খুঁজে পায়নি। যে দুজন মহিলা সাক্ষীকে পেয়েছি তারা বিশেষ কিছুই বলতে পারেন নি। গাড়িটার রং কি বা তার ভেতরের যে লোকটি মিস লংয়ের সঙ্গে কথা বলছিল তাকে দেখতে কেমন কিছুই বলতে পারছে না। তবে তাদের একজন বলেছেন, যে গাড়ির ড্রাইভার কালো ছিল তিনি নিশ্চিত। আশেপাশের সবাইকে জেরা করা হচ্ছে। মনে হচ্ছে সন্দেহজনক কেউ শিগগিরই গ্রেপ্তার হবে।

ড্রাইভারটি কালো ছিল। জো বিগলারের এই একটি কথা আমার মাথায় তোলপাড় করতে শুরু করল।

ওকে কোথায় রাখা হয়েছে জো?

বিগলার বলল, আপাততঃ মর্গে। শোন ডার্ক, ব্যাপারটা এখনকার মত ভুলে যাও, তুমি এ নিয়ে আর ভাবতে যেও না। হোটেলের স্টাফ ম্যানেজার মিস লংয়ের মৃতদেহ সনাক্ত করেছেন। আমরা ওর বাবাকে ট্রাঙ্কল করেছি। উনি প্লেনে চেপে রওনা হয়েছেন। আগামীকাল সকালে এসে মেয়েকে কবর দেবেন। আমার কথা শোন ডার্ক, তুমি মর্গে সুজিকে দেখতে যেয়ো না। অ্যাসিডে ওর মুখ ঝলসে গিয়েছিল যা দেখে তুমি সহ্য করতে পারবে না। আর ট্রাকে গোটা শরীরটা এমন থেতলে গিয়েছিল দেখা যায় না। তুমি আর ওকে শেষ দেখা দেখতে যেও না।

ধন্যবাদ জো, বলে আমি রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। জো ঠিকই বলেছে। সুজির হাসিখুশি সুন্দর মুখখানাই আমার স্মৃতিতে ধরে রাখব। না, ওকে সমাধি দেবার সময় আমি যাব না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে অসহায় ভাবে চুপচাপ বসে রইলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই এই একা অসহ্য ভাবটা আমার মনে এক অদ্ভুত জিঘাংসার জন্ম দিল, আমি মনে মনে সংকল্প করলাম, সুজির এই অকালমৃত্যুর প্রতিশোধ আমায় নিতেই হবে। সঙ্কল্পে বদ্ধপরিকর হয়ে আলো নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে লিফটে গেলাম।

অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছেচাবি দিয়ে দরজা খুলতে যেতেই চোখে পড়ল এক টুকরো কাগজ দরজার, গায়ে সেঁটে রয়েছে। তাতে লেখা–

তোমায় হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছিল

.

অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে ভাল করে স্নান করে তারপর ব্যাঙ্কের পাশবুক খুলে দেখলাম আমার অ্যাকাউন্টে বারো হাজার ডলার পড়ে আছে। সুজিকে বিয়ে করে নতুন সংসার পাতব ভেবে ঐ টাকাটা এতদিন ধরে জমিয়েছি। সুজি নেই। এখন তাই নতুন সংসার পাতার স্বপ্ন ঘুচে গেছে।

একটা স্পোর্টস সার্ট আর লিনেনের ট্রাউজার চাপিয়ে গাড়ি চালিয়ে ওয়াটার ফ্রন্টে এলাম। গাড়ি পার্ক করে বাইরে বেরিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি আকাশ পরিষ্কার,

পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় টুরিস্টরা এসে ভীড় করেছে। দূর থেকে মাছধরা ছোট ছোট মোটর বোটগুলো এসে ভিড়েছে, কৌতূহলবশতঃ তারা সেগুলো দেখছে।

রাত সাড়ে নটা। হাঁটতে হাঁটতে নেপচুন সরাইয়ে গিয়ে ঢুকলাম। এখানে টুরিস্টরা আসে না। সাধারণতঃ স্থানীয় জেলেরাই এখানে খেতে আসে। ঘরের এককোণে একটি টেবিলে বসে আছে অ্যাল বার্নি আমার ইনফর্মার, তার সামনে বীয়ারের বোতল। আমি এগিয়ে তার মুখোমুখি বসতেই সে সহানুভূতির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

আপনার কথাই ভাবছিলাম মিঃ ওয়ালেস। এসেছেন যখন দয়া করে কিছু খেয়ে যান।

এখানকার বার দেখাশোনার ভার যার উপর সেই স্যাম আমার পাশে দাঁড়াল; সহানুভূতির সুরে বলল, একটা কনড বীফ স্যান্ডউইচ খান, মিঃ ওয়ালেস, ভাল লাগবে। সেইসঙ্গে আমার আন্তরিক সহানুভূতি গ্রহণ করুন।

আমি বার্নির দিকে তাকাতেই ও বলল, হ্যাঁ মিঃ ওয়ালেস, অ্যাসিড ছোঁড়ার খবরটা জানাজানি হয়ে গিয়েছে। এই ব্যাপারে সবাই দুঃখ পেয়েছে। এক টুকরো মাংস মুখে পুরে সে বলল, আমি কি করতে পারি?

স্যাম একটা স্যান্ডউইচ আর আধগ্লাস স্কচ এনে আমার সামনে রাখল।

মিঃ ওয়ালেস খান, এই বলে চলে গেল।

মিঃ ওয়ালেস, আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন, বানি বলল। যারা আমার উপকার করে তাদের কখনও ভুলিনা। আপনি আমার আর স্যামের কথা ভেবে স্যান্ডউইচটা খান।

স্যান্ডউইচ আর স্কচে চুমুক দিলাম। বানি বলল, আপনার কোন কাজে লাগতে পারি?

অ্যাল, আমি বললাম, আগে আমার কিছু খবর দরকার।

খবরটা পেয়েই বুঝেছি আপনি কি ধরনের খবর চান।

লু গেরেন্ডা সম্পর্কে কিছু জানো?

গেরেন্ডা! বার্নি আড়ষ্ট হয়ে গেল। সে আমার দিকে তাকাল, মিঃ ওয়ালেস, আপনি কি বলতে চান এতে ও ব্যাটাছেলেও আছে!

ওর সম্পর্কে তুমি কতটুকু জানো?

গেরেন্ডা জো ওয়ালিনস্কির কাছে কাজ করে। বার্নি বলল, জোর একটি বড় ইয়াট আছে, ওয়ালিনস্কি বাইরে গেলে সে পাহারা দেয়, অন্যসময় ওয়ালিনস্কির গাড়ি চালায়।

তোমার কি মনে হয় হ্যাঙ্ক স্মেডলির সঙ্গে ওর যোগসাজস আছে?

থাকতে পারে, তাদের দুজনকে একসঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। যোগসাজস থাকা বিচিত্র নয়।

জো ওয়ালিনস্কি লোকটা কে!

বার্নি চেয়ারে বসল, আপনি আমায় গভীর জলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। ওয়ালিনস্কি সম্পর্কে কোনরকম কথা বলার ইচ্ছে আমার নেই।

বার্নির চোখেমুখে ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আমি চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বার্নি স্যামের দিকে ইঙ্গিত করতেই সে এক প্লেট বিশ্রী দেখতে সসেজ নিয়ে এল। বার্নির সামনে প্লেটটা রেখে আমায় বলল, মিঃ ওয়ালেস, আপনি আর কিছু নেবেন? এক কাপ কফি বা আরেকটু স্কচ। আমার কাছে সবই পাবেন।

না, স্যাম ধন্যবাদ। স্যাম এটো প্লেটগুলো নিয়ে চলে গেল।

গোটা তিনেক সসেজ একসঙ্গে মুখে পুরে বানি চোখ মুছে বলল, মিঃ ওয়ালেস আমি ওয়ালিনস্কি সম্পর্কে আপনাকে কোনও খবর দিয়েছি এটা যদি জানাজানি হয় তাহলে আমায় কেউ বাঁচাতে পারবে না। একদিন ভোরবেলা বন্দরের জলে আমার গলাকাটা লাশটা ভেসে উঠবে।

তুমি যদি কাউকে না বলল, আর আমি যদি না বলি, তবে কে জানছে? জো ওয়ালিনস্কি কে?

আরও তিনটে সসেজ মুখে পুরে বার্নি বলল, ঠিক আছে মিঃ ওয়ালেস আমি সব বলছি। আর কেউ হলে এ ব্যাপারে মুখই খুলতাম না। কিন্তু আপনার জন্য....

জো ওয়ালিনস্কি কে?

ও পূর্ব উপকূলে মাফিয়ার টাকা যোগাড় করে। প্রত্যেক মাসের এক তারিখে ইয়াটে চেপে এখানে আসে। পুরো এক সপ্তাহ এখানে থাকে। ঐ এক সপ্তাহে সে প্রোটেকশনের টাকা, ব্ল্যাকমেলিং এর টাকা, আর ক্যাসিনোগুলোর ভোলা আদায় করে। এই হল ওয়ালিনস্কি; এক কাপ বিষের মতই বিপজ্জনক আর মারাত্মক। গোটা ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকা জানে কি ঘটছে। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় যে পুলিশ কনস্টেবলরা পাহারা দেয় তারাও সব জানে, কিন্তু কিছুই বলে না। প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে রাত তিনটে নাগাদ সবাই যার যার নির্দিষ্ট তোলা নিয়ে যায়। ওয়াটার ফ্রন্টের পুলিশ কনস্টেবলরা ইচ্ছে করেই মুখ বুজে থাকে। ওয়ালিনস্কির সঙ্গে যার কারবার নেই এমন কোন ব্যাটাছেলে ঐ ইয়টের ধারে কাছেও ঘেঁষে না। একজনও নয়।

ইয়াটটার কি নাম অ্যাল?

হার্মিস, ডানদিকে মাছধরা ট্রলারগুলোর ঠিক পাশেই আছে ওটা।

ওয়ালিনস্কির হয়ে যারা টাকা যোগাড় করে হ্যাঙ্ক স্মেডলি কি তাদের মধ্যে একজন?

আরও তিনটে সসেজ মুখে পুরে ঘাড় নেড়ে বোঝাতে চাইল যে আমার অনুমান ঠিক।

আগে কখনও বার্নিকে এত ঘাবড়াতে দেখিনি। ওকে আর ঘাঁটানো ঠিক হবে না ভেবে চেয়ার ছেড়ে উঠে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম।

আমি সত্যিই দুঃখিত মিঃ ওয়ালেস। কিন্তু আপনি মাথা গরম করে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসবেন না, এটাই আমার অনুরোধ।

আমি ঘাড় নেড়ে কাউন্টারে স্যামের কাছে গিয়ে বললাম, আমি কি দামটা দিতে পারি?

মিঃ ওয়ালেস, আমিও বানির মতই আপনার জন্যে গভীরভাবে দুঃখিত। না আপনাকে দাম দিতে হবে না। আপনার জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

জেটির ধার দিয়ে আমি হাঁটতে লাগলাম। টুরিস্টেরা রাতের ডিনার খেতে হোটেলে ফিরে আসছে। দুটো পুলিশ কনস্টেবল মাছধরা ট্রলারগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় পাহারা দেবার দায়িত্ব এদের ওপর। এরা জো ওয়ালিনস্কির মাফিয়া চক্রের সব খবর রাখে আর এদের মুখ বন্ধ রাখার জন্য মোটা টাকা দেওয়া হয়। দুটো লোকই বেজায় মোটা, দাঁড়িয়ে নিজের মনে হাতের লাঠি দোলাচ্ছে।

ছায়ার ভেতরে গা মিশিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি এসে দাঁড়ালাম হার্মিস নামে ইয়াটটির ধারে। লম্বায় তা একশো ফিট হবে। ডেকের ওপরে থাকার মত কেবিন আছে। দেখলে বোঝা যায় একটা বিলাসিতার ছাপ আছে।

একটা তালগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ইয়াটের ডেকের দিকে তাকালাম। অস্পষ্টভাবে একটা লোককে ডেকের উপর বসে থাকতে দেখলাম। তার সিগারেটের আগুন দেখতে পাচ্ছি।

ইয়াটটির কোথাও আলোর চিহ্নটুকুও নেই। অনুমান করলাম ডেকের ওপরকার লোকটি লু গেরে ছাড়া কেউ নয়। একা বসে জাহাজ পাহারা দিচ্ছে।

সেখানে বেশিক্ষণ না দাঁড়িয়ে আমার গাড়ির দিকে ফিরে চললাম। ব্ল্যাক ক্যাসেটের পাশ দিয়ে যাবার সময় সেদিকে তাকালাম। নোংরা পাতলা ফিনফিনে পর্দা দিয়ে জানলাগুলো ঢাকা, তার ফাঁক দিয়ে ভেতরের আলো দেখা যাচ্ছে। নাচের তালে তালে বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে। গাড়িতে উঠে সোজা বাড়ি চলে এলাম।

সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারলাম না। সুজির মিষ্টিমুখখানা আবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। আমাদের মধুর মুহূর্তগুলো ছবির মত ভাসতে লাগল আমার মস্তিষ্কের কোষের ভেতর। আমরা ভবিষ্যতকে ঘিরে যে সুন্দর স্বপ্ন দেখতাম তাও বারবার মনে পড়তে লাগল।

রাত চারটে নাগাদ দুটো ঘুমের বড়ি মুখে পুরে চোখ বুজলাম আর কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

.

পরদিন সকাল সাড়ে এগারোটায় অফিসে গিয়ে গ্লেন্ডা কেরীর কামরায় ঢুকলাম।

ডার্ক তুমি আসতে দেরী করেছে। কর্নেল তোমার খোঁজ করছিলেন। বলতে বলতে গ্লেন্ডা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কি ব্যাপার ডার্ক? তোমায় অসুস্থ দেখাচ্ছেকেন? শরীর ঠিক আছে তো?

কর্নেলের সঙ্গে এখন দেখা করা যাবে?

যাও না। ওঁর হাতে এখন কাজের চাপ কম আছে।

কর্নেল পার্নেল তার কামরায় টেবিলের ওপাশে বসেছিলেন। ষাটের ওপরে বয়স। এই প্রাক্তন সৈনিকটির চেহারা দৈত্যের মত।

খুঁদে খুঁদে দুটি নীল চোখের তীক্ষ্ণ চাউনিতে আমায় দেখতে দেখতে বললেন, সুপ্রভাত ডার্ক, বোস।

আমি চেয়ারে বসতেই কর্নেল বললেন, থরসেন ফাইলটা পড়লাম। কেসটা খুব ইন্টারেস্টিং আর তোমরা দুজনে চমৎকার কাজ করেছে। এখন মিসেস থরসেন পিছিয়ে গেছেন তাই আমাদের ঐ প্রসঙ্গে ইতি টানাই ভাল। তোমার আর অ্যান্ডারসনের জন্য খুব ভাল একটা কাজ রেখে দিয়েছি।

শান্তভাবে বললাম, আমার জন্য না কর্নেল আমি চাকরী ছেড়ে দিচ্ছি।

ঠিক এই ভয়টাই পেয়েছিলাম ডার্ক। ভেবেছিলাম তুমি মনটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারবে। সুজির খবর শুনে সত্যিই আমি খুবই দুঃখিত। তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি ডার্ক। তোমার জায়গায় যদি আমি থাকতাম আর আমার প্রেমিকার যদি এই অবস্থা হত তাহলে ঐ বেজন্মাগুলোকে আমি উচিত শিক্ষা না দিয়ে শুধু শুধু ছেড়ে দিতাম না।

শান্তভাবে জবাব দিলাম, আমি নিজেও ঠিক তাই করব।

ঠিক। তোমায় চার সপ্তাহের ছুটি দিলাম। তুমি এইসময় ঠিক বেতন পেয়ে যাবে। তুমি ছুটি থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত অ্যান্ডারসন তোমার কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। কেমন ঠিক আছে?

আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ কর্নেল। কিন্তু বিশ্বাস করুন সত্যিই আমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছি। আমি এই বদমাশগুলোর বিরুদ্ধে এমন এক যুদ্ধ শুরু করেছি যা আপনি জানতেও চাইবেন না। আমি খুন হয়ে যেতে পারি নয়তো জেলেও যেতে পারি। কাজেই আপনাকে কোনভাবেই জড়ানো চলবে না। উঠে দাঁড়াতেই থরসেন ফাইলটার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, শেষবারের মত একটা উপকার করুন কর্নেল। ফাইলটা বগলদাবা করে বললাম, এই ফাইলটা আমার চাই।

তুমি বলতে চাও, সুজির মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ার সঙ্গে থরসেন কেসের সম্পর্ক আছে?

সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত কর্নেল, সব তথ্য এই ফাইলে নেই। সেগুলো আপনি জানতে চাইবেন না। ধন্যবাদ কর্নেল! আপনার কাছে চাকরীকরার কথা আমি কোনদিন ভুলবো না। আমার কাছে তা একটা বিরাট ব্যাপার। তবে এভাবে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে আমি খুবই দুঃখিত।

কর্নেল চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই ঝামেলা থেকে যদি বেরিয়ে আসতে পারো ডার্ক তাহলে জানবে যে এখানে তোমার চাকরী চিরকাল থাকবে।

করমর্দন করতে করতে বললাম, মনে হয় না এই ঝামেলা থেকে বেঁচে বেরিয়ে আসতে পারব। আমি ওদের এমন মোক্ষম জায়গায় ঘা দেব যা ওরা কল্পনাও করতে পারবে না।

বোকার মত কিছু করে বসোনা ডার্ক।

ওদের এমন জায়গায় ঘা দেব যেখানকার ব্যথা চিরকাল থেকে যাবে। তারপর আজ হোক কাল হোক ওরা পাল্টা আঘাত হানবে। আমি আপনাকে আমার পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি আর বিলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি যাতে নতুন কাজের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেয়।

অফিসে ঢুকে বিলকে বললাম, বিল আমি চাকরী ছেড়ে দিচ্ছি। কর্নেল এক্ষুণি তোমায় ডাকবেন, এখন থেকে আমার কাজ তুমিই করবে।

বিল বলল, ভালই হল। আগের মতই দুজনে একসঙ্গে কাজ করতে পারব। যাক কর্নেলের কাছে যাবার আগে পদত্যাগ পত্রটা টাইপ করে ফেলি।

তার মানে?

খুব সহজ ব্যাপার, তুমি চাকরী ছেড়ে দিলে আমিও ছেড়ে দেব।

তুমি কেন খামকা চাকরীছাড়তে যাবে। গাধা কোথাকার! শোন বিল, আমি কোনরকম ঝামেলা বাড়াতে চাই না। এবার তুমি সব কাজ বুঝে নাও।

আমার সেরা বন্ধুর ভাবী বৌয়ের মুখে যখন কেউ অ্যাসিড মারে তখন আমার পক্ষে আর চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। আমরা একসঙ্গে চাকরী ছেড়ে ঐ বদমাশগুলোকে একবার দেখে নেব।

না।

আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছো। যে কোন মুহূর্তে আমাদের দুজনেরই লাশ পড়ে যেতে পারে। কিন্তু তার আগে আমরা ওদের নাজেহাল করে ছাড়ব।

চেঁচিয়ে উঠলাম, না বিল। যেচে এইভাবে বিপদের মুখে পা বাড়িয়ো না।

বিলও চেঁচিয়ে উঠলো, ভগবানের দোহাই ডার্ক...। আমার সিদ্ধান্তের কথা তোমায় জানিয়ে দিয়েছি। জেনে রেখো তুমি আমায় সঙ্গে না নিলেও আমি আলাদা ভাবে ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করব।

বুঝলাম বিল সত্যিই মরিয়া হয়ে উঠেছে। হাজার বোঝালেও পদত্যাগের সিদ্ধান্ত থেকে ওকে টলানো যাবে না। আর তখনই মনে হল বিলকে সঙ্গে নিলে আমার লাভ বই লোকসান হবে না। একা ঐ শয়তানের সঙ্গে আমি পেরে উঠবো না।

বেশ, এত করে যখন বলছে তখন আমি আর তোমায় বাধা দেব না।

আমাদের দুজনের পদত্যাগপত্র দুটো নিয়ে বিল কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে গেল। হাসতে হাসতে ফিরে এল। তখন আমি নিজের ব্যক্তিগত জিনিষ গোছাচ্ছি।

বিল বলল, কুছ পরোয়া নেই। কর্নেল প্রথমে আমায় ছাড়তে চাননি, অনেক বুঝিয়ে তাকে রাজি করালাম। উনি বললেন যেঝামেলা মিটিয়ে ফিরে এলে আবার আমাদের চাকরীতে বহাল করবেন।

তোমার টেবিল পরিষ্কার করবে না?

আমার টেবিলে কিছু নেই পরিষ্কার করার মত। বিল বলল, আমার টেবিল পরিষ্কার থাকে। আমার খিদে পেয়েছে। বকবক না করে বাইরে গিয়ে খাওয়া যাক, খেতে খেতে কি করব ঠিক করা যাবে, কি বল?

ঠিক আছে, একবার গ্লেন্ডার কাছে যেতে হবে, ওর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে, তারপর লুসিনোয় খেতে যাব। সাড়ে সাতটা বাজে তবু গ্লেন্ডা বাড়ি যায় নি। কামরায় ঢুকে বললাম, গ্লেন্ডা আমরা তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি।

ডার্ক, বিল ভেতরে এসো, বলে গ্লেন্ডা উঠে দাঁড়াল। সুজির মৃত্যুতে আমি নিজে কতটা আঘাত পেয়েছি তা বোঝাবার ভাষা জানা নেই। তোমার জায়গায় আমি থাকলে একই সিদ্ধান্ত নিতাম, বলে দুখানা মুখ বন্ধ খাম সে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, কর্নেল তোমাদের একমাসের আগাম দিয়েছেন।

গ্লেন্ডা খামদুটো বিলের হাতে দিলেন, যাক সব ভালয় ভালয় মিটে গেলে আশা করছি আবার দেখা হবে।

ধন্যবাদ গ্লেন্ডা। দুজনে গ্লেন্ডার হাতে হাত মিলিয়ে বাইরে এলাম। নিচে এসে সোজা লুসিনোর ইটালিয়ান রেস্তোরাঁয়। দেখতে পেয়ে লুসিনো ছুটে এল। তারপর একটা টেবিলে বসিয়ে দিল। বসার পর লুসিনো সহানুভূতির সুরে বলল, মিঃ ওয়ালেস সব শুনেছি, আপনাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা জানা নেই। লক্ষ্য করলাম লুসিনোর চোখে জল, আবহাওয়া সহজ করতে আলতো করে একটা চাপড় মারলাম।

ধন্যবাদ, তুমি সত্যিই আমার বন্ধু।

লুসিনো বলল, মিঃ ওয়ালেস, আপনার জন্য আজ স্পেশ্যাল মেনু বানাতে দিই, দয়া করে না বলবেন না। আজ আমি আপনাদের দুজনকে আমার নিজের খরচে খাওয়াব।

আমি রাজি না হয়ে পারলাম না, তার বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল।

বেশ তবে যা করার তাড়াতাড়ি করো। বন্ধুটির ভীষণ খিদে পেয়েছে।

লুসিনো দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে জোর গলায় তার দুজন রাঁধুনিকে স্পেশ্যাল মেনুর ফরমাশ দিল।

দুটো বড় বড় ট্রেতে কয়েক মিনিটের মধ্যে ভাজা বড় কাকড়া আর একঝুড়ি মুচমুচে রুটি ওয়েটার আমাদের সামনে এনে রাখল। সেইসঙ্গে এক বোতল ঠাণ্ডা সাদা ওয়াইন।

আমি অল্পই খেলাম। বিল গোগ্রাসে চালাচ্ছে, জানি তার পেট না ভরা পর্যন্ত কথাবার্তা শুরু করা যাবে না। বিলের প্লেট খালি হতে আমার প্লেট থেকে কয়েকটা কাঁকড়া আর রুটি ওঁর প্লেটে ঢেলে দিলাম।

প্লেট খালি হতেই বিল বলল, আর কিছু নেই।

অধৈর্যভাবেই বললাম, জানি না। এবার মন দিয়ে আমার কথা শোন। আমি কিছু টাকা জমিয়েছি। এখন আমাদের দুজনেরই টাকার দরকার হবে। তোমার হাতে জমানো কিছু টাকা কড়ি আছে?

বিল হাসল। ও নিয়ে চিন্তা নেই। আমি পঁচিশ হাজার ডলার আগেভাগেই জমিয়ে রেখেছি। আমার টাকা তোমার কাজে লাগবে। তোমার টাকা আমার কাজে লাগবে।

এবার ওয়েটার এসে কিছু স্কচ আর দুটো বড় সমুদ্রের গলদা চিংড়ি আর সেইসঙ্গে একগাদা ফ্রেঞ্চফ্রাই আমাদের প্লেটে দিয়ে গেল।

বিল তার প্লেটখানা সামনে টেনে নিয়ে বলল, বাঃ। একেই বলে ডিনার। সত্যিই ডার্ক, তোমার বন্ধুভাগ্য দেখলে হিংসে হয়।

লাইস পাই আর কফি দিয়ে আমাদের স্পেশ্যাল মেনু ডিনার শেষ হল। এবার অ্যাল বার্নির কাছ থেকে যা যা জেনেছি সব বিলকে খুলে বললাম।

বিল ভাল করে ভেবে দ্যাখো আমরা মাফিয়াদের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি। এর পরিণতি যে কি ভয়ঙ্কর হতে পারে সে সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই। ইচ্ছে করলে এখনও পিছিয়ে যেতে পারো।

মাফিয়া তাই না?

ঠিক তাই।

শোন ডার্ক। অ্যাসিড কেসটা নিয়ে ভাবতেই কথাটা আমার মাথায় এসেছিল। আমিও মাফিয়াদের গন্ধ পেয়েছিলাম। তাহলে চিন্তার কিছুই নেই। দুজনে মিলে ওদের শায়েস্তা করা যাবে। তুমি যদি শুধু আমায় বলে দাও কি করতে হবে।

কিন্তু পরিণামটা একবার ভেবেছো? ধরো যদি দুজনেই খুন হয়ে যাই তাহলে?

বিল একটু ভেবে বলল, তাতে কি? একবারের বেশিদুবার তোমরবনা। আমাদের প্রথম কাজ

সবসময় দুজনকে একসঙ্গে থাকতে হবে একসঙ্গে কাজ করতে হলে। তোমার জিনিসপত্তর যা আছে সব নিয়ে এক্ষুণি আমার অ্যাপার্টমেন্টে চলে এসো। চাবিটা বের করে টেবিলে রাখলাম। আমি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি।

তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?

তুমি এক্ষুণি সব নিয়ে এসো, পরে কথা হবে। ডিনারের জন্য লুসিনোকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি গাড়ি চালিয়ে সোজা হাজির হলাম থরসেনের বাড়িতে। গোটাবাড়ি অন্ধকার। শুধু জোশ স্মেডলির ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে।

গেটের বাইরে গাড়ি রেখে হেঁটে সদর দরজায় গিয়ে তিনবার ঘণ্টা বাজাতেই দরজা খুলল। জোশ স্মেডলি ঢুলু ঢুলু চোখে আমার দিকে তাকাল।

মিঃ ওয়ালেস? দুঃখিত, মিসেস থরসেন বাড়িতে নেই, উনি অপেরায় গেছেন।

আমি একরকম জোর করেই ভেতরে ঢুকে তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, মিসেস থরসেন নয় জোশ। তোমাকেই আমার দরকার। তোমার ঘরে চলো।

ভক ভক করে জোশের মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে, তার পা টলছে। কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গেই সে আমায় তার ঘরে নিয়ে গেল।

টেবিলের ওপরে গ্লাস আর এক বোতল স্কচ হুইস্কি। বোতল থেকে তার গ্লাসে কিছুটা স্কচ ঢেলে বললাম, জোশ এবার কিন্তু তোমায় সত্যি কথা বলতেই হবে। তোমার ছেলে হ্যাংক কিন্তু সত্যিই বিপদে পড়েছে।

সে কাঁপা হাতে গ্লাস তুলে, আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ ওয়ালেস।

তুমি কি জানো যে ও মাফিয়াদের দলে গিয়ে ভিড়েছে।

কান্নার গলায় বলল, হ্যাঁ মিঃ ওয়ালেস, কিছুদিন আগে ব্যাপারটা জানতে পেরেছি। আমি ওকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু কাজ হয়নি। আমি জানি ও ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে।

পড়তে যাচ্ছে না জোশ। ইতিমধ্যে ও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। তুমি কি জানো যে অ্যাঞ্জি নিজেও মাফিয়াদের দলে ভিড়েছে।

জোশ ঘাড় নেড়ে বলল, আমিও কথাটা শুনেছি। উনি হ্যাংকদের একজন খদ্দের। সে কথাও আমি জানি।

খদ্দের মানে? ব্ল্যাকমেলের খদ্দের?

জোশ শিউরে উঠে বলল, হ্যাঁ ঠিক তাই মিঃ ওয়ালেস, মাফিয়ারা সাংঘাতিক লোক ওদের নিয়ে কেউ ঘাঁটায় না।

মিস থরসেনকে ওরা কেন ব্ল্যাকমেল করছে?

আমি জানি না। জানতেও চাই না।

হ্যাংক জানে?

আমি বলতে পারব না। ও শুধু টাকা যোগাড় করে ওদের হাতে তুলে দেয়।

মিসেস থরসেন আমায় কেন ভাড়া করেছিলেন জানো? ওর মেয়েকে কে ব্ল্যাকমেল করছে তাকে খুঁজে বের করতে। উনি এখন আর তদন্ত চালাতে চাইছেনা। এর কারণ কি তা তুমি জানো?

গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে জোশ ভাবলেশহীন ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

গলা চড়িয়ে বললাম, কারণটা কি?

জোশ একটু ইতস্ততঃকরেবলল, একটা লোকমিসেস থরসেনকে টেলিফোনে ভয় দেখাচ্ছিল। আমি এক্সটেনসান রিসিভারে ওর হুমকি শুনেছিলাম। লোকটা মিসেস থরসেনকে বলছিল যে তদন্ত না থামালে সে এই বাড়ি পুড়িয়ে দেবে।

সেই লোকটা কে?

কে আর? মাফিয়াদের লোক। ওদের সবারই গলার আওয়াজ একরকম। কানে গেলে লোকের পিলে চমকে যায়। মিসেস থরসেন উত্তরে কিছু বলেননি। রিসিভার নামিয়ে রেখেছিলেন, এর চাইতে বেশি কিছু জানি না।

কিন্তু তুমি এটা নিশ্চয়ই জানো যে ধরা পড়লে ব্ল্যাকমেলের টাকা আদায়কারী হিসেবে হ্যাংকের কম করে পনেরো বছর জেল হবে–তাই না?

পনেরো বছর?

পনেরো বছর জোশ। তার কম নয়।

আমি হ্যাংককে হুঁশিয়ার করেছিলাম কিন্তু ও হেসে উড়িয়ে দিল। আমি আর কি করতে পারি মিঃ ওয়ালেস?

মিস থরসেনকে কেন ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে তা তুমি সত্যিই জানো না?

জানলে আপনাকে ঠিকই বলতাম। আমি সত্যিই জানি না।

টেরি থরসেন কোথায় আছে তুমি জানো? তিনবার বলার পর জোশ ঘাড় নাড়ল।

ওর কোনও খবর আমি পাইনি, মিঃ ওয়ালেস।

আজ যাচ্ছি জোশ। কিন্তু শিগগীরই হয়তো আবার তোমার কাছে আসতে হবে। বলেই বেরিয়ে গেলাম।

.

ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় গাড়ি চালিয়ে এলাম। এখানে পাশাপাশি অনেক স্টলে নানারকম পশরা সাজিয়ে বসেছে স্থানীয় দরিদ্র বাসিন্দারা। আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে একটা স্টলের সামনে দাঁড়ালাম। স্টলের মালিকটি জাতে আরবীয় নয়তো প্যালেস্তানীয় হতে পারে। আসলে ওদের চেহারার ফারাক আমি বুঝতে পারি না। নোনা মাংস থেকে শুরু করে হরেক রকমের পুরোনো জিনিস সে বেচে টুরিস্টদের কাছে।

আমি যতদূর জানি লোকটার নাম আলি হাসান। পুরোনো জিনিস বোঝাই একটা তাকের পেছনে মেঝের ওপরে বসে সে চুরুট টানছিল। পাশেই তার ভীষণ মোটা বউ বসেছিল। যাকে দেখলেই বড় বড় গ্যাস বেলুনের কথা মনে পড়ে যায়।

মোটা আলি হাসান ঢোলা আরবী জোব্বা পরে মাথায় আরবী বিড়ে চাপিয়ে বসেছিল। মাঝে মাঝে দু একটি টুরিস্ট এসে এটা ওটা দরাদরি করছে। আমি বললাম, মিঃ হাসান, আমার নাম জো, আপনার সঙ্গে গোপনে কিছু ব্যবসায়িক কথা বলতে চাই। দয়া করে একবার বাইরে আসবেন?

হাসান বলল, ব্যবসার গন্ধ পেলে আমি একপায়ে খাড়া, চলুন। কোথায় গিয়ে বসবেন?

হাসানের ঘোট ঘোট দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছে। মনে মনে সে নিশ্চয়ই মোটা দাও মারবার মতলব ভাজছে।

আমার গাড়িতে হাসানকে তুললাম। তার গায়ের বোঁটকা গন্ধ অসহ্য লাগায় সবকটা জানলার কাঁচ নামিয়ে দিলাম।

মিঃ হাসান, নষ্ট করার মত সময় আপনার বা আমার হাতে নেই। আমার কাছে খবর আছে আপনি ভাল বোমা বানাতে পারেন। আমার একটা বোমা দরকার। আমি আপনাকে ভাল টাকা দেব। এখন বলুন বানিয়ে দিতে পারবেন কিনা?

চুরুট টানতে টানতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি ভাল বোমা বানাতে পারি এ খবর আপনাকে কে দিল?

আপনার তা দিয়ে তো দরকার নেই। আমার বোমা দরকার, যদি না দিতে পারেন তো সাফ বলুন। আমি অন্য কোথাও খোঁজ করব।

কি ধরনের বোমা দরকার?

এমন ধরনের বোমা যা ফাটলে প্রচুর ক্ষতি হবে, কিন্তু আগুন লাগবে না।

আলি হাসান জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ ওয়াটার ফ্রন্টের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ, তেমন বোমা বানিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আপনি কত দেবেন?

আপনি কত নেন?

যা ফাটলে আগুন লাগবে না অথচ প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হবে এমন একটা ছোট্ট বোমা বানাতে পুরো তিন হাজার ডলার খরচ পড়বে।

আধঘণ্টা দরাদরি করে শেষপর্যন্ত আড়াই হাজার ডলার রফা হল।

ঠিক আছে মিঃ জো। আগামীকাল রাতে এইসময় আমার স্টলে এলেই মাল পেয়ে যাবেন। কোনও চিন্তা নেই জোর আওয়াজ হবে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হবে কিন্তু আগুন লাগবেনা। এমন জিনিস চাইছেন তো? ও আমি বানিয়ে দেব। এখন কিছু আগাম দিন।

ওয়ালেট খুলে তাকে পাঁচশো ডলার দিলাম। টাকাটা সে আলখাল্লার মধ্যে গুঁজে রাখতে আমি বললাম, মিঃ হাসান বোমা বানানোয় আপনার সুনাম আছে জানি। দেখবেন সেই

সুনাম যেন নষ্ট করবেন না। যদি করেন তাহলে আপনি কিন্তু বাঁচবেন না। আপনার জীবনের বাকি দিনগুলোর কিন্তু বারোটা বাজিয়ে দেব।

আপনি একদম ভাববেন না মিঃ জো, হাসান হাসল, কিন্তু বুঝতে পারলাম যে আমার কথা শুনে ওর বেশ অস্বস্তি শুরু হয়েছে। আর কিছু বললাম না, হাসান গাড়ি চালিয়ে ওর স্টলে ঢুকল।

ওর বোঁটকা গন্ধটা দূর করতে গাড়ির ভেতরকার এয়ার কন্ডিশনারটা চালিয়ে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলাম। গাড়ি চালাতে চালাতে মনে হলো আগামীকাল ব্ল্যাক ক্যাসেটের ব্যবসা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, প্রতিশোধের এটাই হবে প্রথম ধাপ। কিন্তু যাই করি সুজির সেই উজ্জ্বল হাসি আর আমি দেখতে পাব না।

৬.

রাত এগারোটায় অ্যাপার্টমেন্টে এসে পৌঁছলাম। কলিংবেল বাজাতে বিল দরজা খুলে দিল। দেখলাম ও নিজের মালপত্র সব নিয়ে এসেছে।

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে জোশ স্মেডলির কাছ থেকে যা যা জানতে পেরেছি সব বললাম।

মাফিয়াদের হুমকিতে ভয় পেয়েই মিসেস থরসেন তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন। টেরির কোন খোঁজ পেলাম না। এখন হাতের সামনে পাচ্ছি শুধু হ্যাংককে। বোমা বানানোর জন্য নগদ পাঁচশ ডলার আমি আলি হাসানকে দিয়ে এসেছি।

হ্যাংকের বারোটা বাজিয়ে দেব এটুকু জেনো। বোমা মেরে আমি ওরনাইট ক্লাব গুঁড়িয়ে দেব। ওর গাড়িটা তছনছকরবতারপর ওর বাড়িটাও ভেঙ্গে দেব। ওর জীবনের সবটুকু শান্তি আমি ছিনিয়ে নেব। এখন একটা কথা আমাদের দুজনকেই মনে রাখতে হবে যে আমি ওর পেছনে লেগেছি এটা যেন হ্যাংক টের না পায়। ও টের পেলে ওর মাফিয়া দোস্তদের আমাদের পেছনে লেলিয়ে দেবে। তাহলে আমরা সত্যিই মুশকিলে পড়ে যাব। কথাটা মনে রেখে বিল।

আমার কথাটা তার মনে ধরেছে মনে হল। আমার মাথায় একটা মতলব এল। রান্নাঘরে ঢুকে অনেক খুঁজে এক টুকরো কার্ডবোর্ড পেলাম। ফেন্ট পেন দিয়ে তাতে গোটা গোটা হরফে লিখলামঃ

কালোদের এখানে কেউ চায় না
ক্লু ক্লুক্স ক্ল্যান

বিলকে কার্ডবোর্ডের টুকরোটা দেখিয়ে বললাম, এটা ওদেরনাইট ক্লাবের দরজায় ঝুলিয়ে দেব। তাহলে ধরে নেবে যে আমিনই। কালোদের যারা দেখতে পারেনা সেই ক্লু কুক্স ক্ল্যানের গুন্ডারাই ওর পেছনে লেগেছে। ওর গাড়ি ভেঙ্গে চুরে সেখানেও ওদের নাম লিখে আসব। তাহলে আমাদের আর সন্দেহ করতে পারবে না।

বিল বলল, বুঝতে পেরেছি।

তবে এটাও ঠিক যে মাফিয়াদের চোখে ধুলো দিয়ে বেশিদিন গা বাঁচিয়ে থাকতে পারব না। আজ হোক কাল হোক ওরা আমায় জানতে পারবে তখন ওরা আমায় মারবার তালে থাকবে। সেজন্যে আমাদের তৈরী থাকতে হবে। একবার খেলায় নামলে এরপর আমাদের গা ঢাকা দিতে হবে। দেবার মত আমার জায়গা জানা আছে। সেখানে কিছুদিন থাকতে হবে। কেমন বিল, রাজি আছো তো?

তুমি রাজি থাকলে আমার আর বলবার কিছু নেই।

তাহলে তুমি অন্ততঃ এই বোমার ব্যাপারটা থেকে তফাতে থাকো, বিল। এটা আমায় একা করতে দাও।

একদম নয়। তুমি যখন যেখানে যাবে আমিও ছায়ার মত সেখানে গিয়ে হাজির হব।

তোমাকে আমার দরকার নেই। এটা একজনের কাজ।

যে কোন কাজ দুজন হাত লাগালে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যায়, বলে বিল তার শোবার ঘরে ঢুকল। বাথরুমে স্নান সেরে আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। আমার পাশে রাখা বালিশের ওপর হাত রাখলাম। সুজি এই বালিশের ওপর মাথা রেখে আমায় আদরে আদরে ভরিয়ে তুলেছে, কত রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়েছে। পরমুহূর্তে কান্নার একটা বীভৎস দৃশ্য ফুটে উঠল। সুজির মুখে কেউ অ্যাসিড ছুঁড়েছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে রাস্তার ওপর ছোটাছুটি করছে। দুহাত মুখে ঢাকা থাকায় কিছুই দেখতে পাচ্ছেনা। সেই সময় এক বিশাল দৈত্যের মত ট্রাক ব্রেক কষতে না পেরে ওর ঘাড়ে এসে পড়ল। তার নরম শরীর নিমেষে পিষে গেল। সেই দৃশ্য কল্পনা করায় আমার রাতের ঘুম বিদায় নিল। সারারাত জেগে একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে সেই অতীতের দিনগুলোর কথা ভাবতে লাগলাম।

সারারাত জেগে ক্লান্ত হয়ে ভোরের দিকে মাত্র একঘণ্টা ঘুমোলাম। কিন্তু তারই মধ্যে আমি স্বপ্ন দেখলাম একটা বিশাল গরিলার সঙ্গে আমি লড়াই করছি। গরিলার মুখোমুখি হতেই দেখলাম সেটা হ্যাংক। তার গায়ে গরিলার চামড়া। তারবীভৎসমুখটা আমার কাছে এগিয়ে আসতেই ভয়াল আতঙ্কে জেগে উঠলাম। সারা গা ঘামে ভিজে গেছে দেখলাম। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে দাড়ি কামালাম, তারপর স্নান সেরে বেরোবার জন্য তৈরী হয়ে নিলাম।

বাইরে এসে দেখি বিল টোস্টে জ্যাম মাখিয়ে দুজনের ব্রেকফাস্ট তৈরী করেছে সঙ্গে দুকাপ কফি। দুজনে চুপচাপ ব্রেকফাস্ট সারলাম।

আর চুপ করে থাকতে পারলনা বিল। তাহলে হ্যাংককে টিট করার পর কি করবে ভেবেছ?

জানি না বিল, এই ব্যাপারটা শেষ না করে কিছুই ভাবতে পারছি না।

বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার নিজের করার মত কি কিছুই নেই?

অধৈর্য ভাবে বললাম, ভগবান জানেন। তুমি নিজের ইচ্ছায় আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তোমায় আমার সঙ্গেই থাকতে হবে।

ঠিক আছে। আমি বাইরেটা একবার দেখেঅব। লাঞ্চ না হয় আজ এখানেই খাব। কি করবে ফল?

রাত হওয়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করব। তোমার যা ইচ্ছে হয় কয়রা।

গাড়িটা নিতে পারি?

নিশ্চয়ই। আমি এখানেই থাকব। রাত তিনটেয় ওর গুদামের ঝাঁপ পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত আমায় অপেক্ষা করতে হবে।

অত ভেবো না ডার্ক। ব্যাপারটাকে সহজভাবে নেবার চেষ্টা করো। বলে বিল চলে গেল।

এটো কাপপ্লেট ধুয়ে টেবিলটা সাফ করলাম। বড় ফোঁড়া পাকা ধরলে যেমন যন্ত্রণা হয় আমি ভেতরে ভেতরে তেমন যন্ত্রণা অনুভব করছি। ফোঁড়াটার নাম হ্যাংক স্মেডলি। সিগারেট খেতে খেতে সুজির কথা ভাবতে ভাবতে সময় এগিয়ে যাচ্ছে। দুপুর একটা নাগাদ বিল ফিরে এল।

দুটো স্টেক কিনে এনেছি, বলে সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। আমার কিন্তু খাবারের কোন উৎসাহ নেই।

দুটো প্লেটে দুটো স্টেক এনে বিল টেবিলে রাখল। আমরা বাদামী পাউরুটি দিয়ে সেগুলো শেষ করলাম।

বিল বলল, আমি ওয়াটার ফ্রন্টে গেছিলাম। রাত আড়াইটেয় হ্যাংকের নাইট ক্লাব ভেঙ্গে যায়। সবাই যে যার বাড়ি চলে যায়। আমরা যখন ওখানে পৌঁছাবো তখন ধারে কাছে কেউ থাকছে না।

চমৎকার কাজ করেছে বিল, আধ খাওয়া স্টেকটা সরিয়ে রেখে বললাম। চমৎকার। তাহলে দুটো নাগাদ ওখানে গিয়ে কাজ করতে হবে। আমায় ভেতরে যেতে হবে তার ওপর ওয়াটার ফ্রন্টের কনস্টেবল দুজনের যাতে নজরে না পড়ি সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বিল জোর গলায় বলল, আমরা ওখানে যাব ডার্ক।

যাবার যখন সত্যিই ইচ্ছে তখন চলল। তোমার কাজে লাগবে।

ডার্ক তোমার মাথায় নিশ্চয়ই সব জট পাকিয়ে আছে। তাই না?

এই কালো বেজন্মাটাকে শায়েস্তা না করা পর্যন্ত সুস্থির হতে পারছি না। ওকে খুন করতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু ওকে আমি খুন করব না, ওকে এমন শিক্ষা দেব যার কথা ও জীবনে ভুলবে না।

জানি সেকথা, তুমি আগেও আমায় বলেছো। তুমি বোমা মেরেব্ল্যাক ক্যাসেট উড়িয়ে দেবে। খুব ভাল কথা কিন্তু হ্যাংককে শায়েস্তা করার পর কি করবে?

সে নিয়ে ভাববার মত যথেষ্ট সময় আছে। এখন বেরোচ্ছি। পরে দেখা হবে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই আমি হেঁটে সোজা পুলিশ হেডকোয়ারটার্সে গেলাম। ডেস্ক সার্জেন্ট চার্লি ট্যানার আমার পরিচিত। তাকে বললাম যে সার্জেন্ট জো বিগলারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

চার্লি বলল, আমি সব শুনেছি ডার্ক। সত্যিই আমি দুঃখিত। সোজা ওপরে চলে যান। জো ঐখানেই আছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে জো আমার সঙ্গে করমর্দন করলো। বুঝলাম ও সহানুভূতি জানাতে চাইছে। কিন্তু এই সহানুভূতি আমার ভেতরের জ্বালাকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিল।

কোনও খবর আছে জো?

আছে। কিন্তু তেমন বিশেষ কিছুনয়। একজন সাক্ষী যে গোটাব্যাপারটা নিজের চোখে দেখেছে ও গাড়িটারনম্বরও নিয়েছিল। আমরা সেইনম্বর ধরে খোঁজাখুঁজি করে দেখলাম ওটা চোরাই গাড়ি। দুটো লোকেরই হাতে দস্তানা ছিল। কাজেই গাড়ির ভেতর আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যায় নি। গাড়ি যে চালাচ্ছিল সে কালো এটুকুই শুধু জেনেছি। তবে আমরা এখনও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি।

ড্রাইভার কালো ছিল এ সম্পর্কে তোমাদের সাক্ষী নিশ্চিত?

হ্যাঁ, সে শপথ করে তাই বলেছে।

তোমরা যথেষ্ট করেছ। যাক, আর তোমার সময় নষ্ট করবো না বলেই ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে এলাম। এতক্ষণে আমিও নিশ্চিত হলাম যে হ্যাংক ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত।

হাঁটতে হাঁটতে ওয়াটার ফ্রন্টে এলাম। বিকেল সাড়ে চারটে বাজে। হ্যাংক নিশ্চয়ই তার নাইট ক্লাবের নরকগুলজারের জন্য তৈরী হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে আমি ওয়ালিনস্কির ইয়াটটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। অনেক টুরিস্টকে দেখলাম প্ল্যাস্টিকের মাকিন্টস গায়ে জড়িয়ে আমার মতই সেই দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তাদের ভীড়ে মিশে গেলাম।

ইয়াটের ডেকের ওপর লু গেরান্ডা পায়চারী করছে আর মাঝে মাঝে টুরিস্টদের লক্ষ্য করে গালি গালাজ করছে। মনে মনে বললাম হ্যাংককে শায়েস্তা করার পর এই ইয়াটটা ডুবিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। একটা ছোট মাইন হলেই হবে। আলি হাসান সেটা যোগাড় করে দেবে। মোটা টাকা দিলে ও সবকিছুই দিতে পারবে।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এসে দেখি বিল বেরিয়েছে। হাতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় আছে। ভাবতে লাগলাম আজ রাতে আমার আঘাত হানার পালা। পাল্টা আঘাত।

বিল রাত আটটায় ফিরল। তার এক হাতে একটা ব্যাগ আরেক হাতে একটা প্লাস্টিকের থলে।

ব্যাগ আর থলে নামিয়ে বিল বলল, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। আগে খেয়ে নিই, বলেই ও রান্নাঘরে ঢুকল। আমারও খিদে পেয়েছে। তবে সে খিদেটা পেটে নয় সর্বশরীরে। বদলা নেবার খিদেয় আমি জ্বলছি।

বিল দুটো প্লেটে নরম হ্যামবার্গার এনে টেবিলে রেখে বলল, চলে এসো ডার্ক, ভেবে ভেবে মাথাটা খারাপ কোর না।

হ্যামবার্গার মুখে পুরে বললাম, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

বাইরে ঘুরছিলাম। শোন ডার্ক, আগে চলো হ্যাংককে শায়েস্তা করি তাহলে হয়তো তোমার মাথাটা ঠাণ্ডা হবে।

তোমার ব্যাগে কি আছে?

বাঃ! হ্যাংকের নাইট ক্লাবে ঢুকতে হবে না? ওখানকার কাজ সেরে ওর গাড়িটা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিতে হবে না ব্যাগের ভেতর সেইসব সরঞ্জাম আছে।

হ্যামবার্গার শেষ করে বললাম, বিগলারের সঙ্গে কথা বলেছি। পুলিশ কাউকে ধরতে পারেনি বটে কিন্তু একজন সাক্ষী ওরা খুঁজে বার করেছে। সে লোকটা বলছে যে গাড়ির ড্রাইভার কালো ছিল।

সে আমরা কম বেশি সবাই জানি, বলে বিল রান্নাঘরে গিয়ে আরও দুটো হ্যামবার্গার নিয়ে এল। দেখি আটটা পঁয়ত্রিশ বাজে। সময় কিভাবে কেটে যায়।

খাওয়া শেষ হলে সিগারেট ধরিয়ে ইজিচেয়ারে বসলাম।

নটা নাগাদ বিলকে বললাম বিল, আগে চলো বোমাটা যোগাড় করি।

আমি তো একপায়ে খাঁড়া আছি। আমার হাতে এখন কোন কাজ নেই।

বিলকে গাড়িতে বসিয়ে হাসানের পুরোনো মালের দোকানে গেলাম। হাসান আমাকে দেখেই এগিয়ে এল।

চাপা গলায় বললাম, ওটা তৈরী করা হয়ে গেছে?

হা মিঃ জো। চমৎকার মাল বানিয়েছি। ঝেড়ে আরাম পাবেন। আপনার প্রত্যেকটা ডলার উসুল হয়ে যাবে।

তাহলে ওটা নিয়ে আসুন। আপনার দাম আমি দিয়ে দিচ্ছি।

এক্ষুণি আনছি মিঃ জো। ভাল করে শুনুন, ওটার মাথায় একটা সুইচ আছে সেটাকে ডানদিকে ঘুরিয়ে দিলেই দশ মিনিটের মধ্যেই পুরো মালটা ফেটে যাবে। যতক্ষণ সুইচ না ধরছেন ততক্ষণ কোন ভয়ও নেই। সুইচ ঘুরিয়ে ওটা ফেলে দিতেও পারেন।

একটু আড়ালে গিয়ে বাকি টাকাটা হাসানকে দিলাম। সে সেগুলো গুণে কোমরে গুজল, তারপর স্টলের ভেতর থেকে একটা ছোট প্ল্যাস্টিকের থলে এনে আমাকে দিল। এই নিন। মাথার সুইচটা ডানদিকে ঘুরিয়ে দিয়েই দূরে সরে যাবেন। দশমিনিটের ভেতর ভীষণ জোরে আওয়াজ হবে। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতিও হবে।

আমার আর একটা জিনিস দরকার। একটা মাল আমার দরকার যা একশো ফিট লম্বা একটা ইয়াটকে ডুবিয়ে দিতে পারে। আপনার হাতে তেমন কিছু আছে?

এতে একটু বেশি খরচ পড়বে মিঃ জো। আমি ব্যবস্থা করতে পারি কিন্তু আমার একজন মেরিন সার্জেন্টের সঙ্গে কথা বলে সব বন্দোবস্ত করতে হবে। লোকটা একটু বেশি দর হাঁকে।

আপনি যোগাড় করতে পারবেন কিনা তাই বলুন?

টাকা পেলে সবকিছুই যোগাড় করা যাবে।

পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব। বলে আমি থলে হাতে করে গাড়িতে উঠলাম। পেছনের সীটে থলেটা রেখে স্টার্ট দিতেই বিল বলল, ঐ বুঝি সেই মাল?

হ্যাঁ, এবার বাড়ি গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

মাঝপথে ফাটবে না তো?

আরে না, সেই ভয় নেই।

অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে বিলকে বললাম এখনও পাঁচঘণ্টা সময় আছে। একটু কফি খেয়ে নেওয়া যাক।

নিশ্চয়ই, বলে বিল রান্নাঘরে ঢুকল।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল দুকাপ কফি নিয়ে। আমার সামনে একটা কাপ রেখে বলল, আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি, বেরোবার আগে ডেকো কিন্তু।

ঘাড় নেড়ে আমি কফির কাপে চুমুক দিলাম। রাত পৌনে দুটোয় বিলকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বললাম, ওঠো, সময় হয়েছে। আর দেরী করে লাভ নেই।

বোমা সমেত প্ল্যাস্টিকের থলে আর ক্লু কুক্স লেখা নোটিশটা সঙ্গে নিয়ে বিল আর আমি গাড়ি চালিয়ে ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় এসে হাজির হলাম। বৃষ্টি পড়ছে, ধারে কাছে লোকজন নেই। টুরিস্টরাও বহুক্ষণ আগে হোটেলে ফিরে গেছে। সেই কনস্টেবল দুটোকেও দেখতে পাচ্ছিনা। ব্ল্যাক ক্যাসেট নাইট ক্লাবের একশো গজ দূরে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে পা টিপে টিপেনাইট ক্লাবের পেছনের দিকে এগোলাম। একটা জানলা খোলা দেখে ভেতরে উঁকি দিলাম। এটা রান্নাঘর। ভেতরে একটা কালো তার নোংরা অ্যাপ্রন

খুলে রাখছে। আর একটা মনের সুখে একটা হট ডগ চিবোচ্ছে। আমি ফিরে এসে গাড়িতে ঢুকলাম।

যাক ভেতরে ঢোকার কোন অসুবিধে হবে না। পেছনে রান্নাঘরে একটা জানলা আছে।

রাত আড়াইটে নাগাদ ক্লাবের সব আলো নিভে গেল। হৈ-হৈ করতে করতে প্রায় গোটা ত্রিশেক কালো ছেলে মেয়ে নাইট ক্লাব থেকে বেরিয়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাঁটতে লাগল।

আরও আধঘণ্টা বাদে হ্যাংক স্মেডলি তার বিশাল গরিলার মত শরীরটা নিয়ে নাইট ক্লাব থেকে বেরোল। তার পাশে আরও একজন লোক সে কিন্তু কালো নয়। তার গায়ের রং বেশ সাদা। দূর থেকে ঠিক বোঝা গেল না। লোকটার গায়ে সাদা রংয়ের জ্যাকেট আর মাথায় চওড়া কান ঢাকা দেওয়া টুপি। হ্যাংক নিজের হাতে নাইট ক্লাবের দরজায় তালা লাগাল তারপর সাদা লোকটিকে নিয়ে সামনে দাঁড় করানো ওসমোবাইলের দরজা খুলে ভেতরে বসল। তারপর গাড়ি চালিয়ে নিমেষের মধ্যে তারা অদৃশ্য হল।

বিল বলল, টুপিপরা লোকটা কে বলো তো? ওর গায়ের রং সাদা কিন্তু হ্যাংকের নাইটক্লাবে তো সাদাদের ঢোকার নিয়ম নেই।

আমার জেনেও কোনও দরকার নেই বিল। চলে এসো, নষ্ট করার মত আর এক মুহূর্তও সময় নেই আমার।

বিলের হাতে একটা বড় কাঁচভাঙ্গা রবারের হাতুড়ী। নাইট ক্লাবের পিছনে গিয়ে সেই হাতুড়ীর এক ঘা রান্নাঘরের জানলার পাল্লায় মারতেই একখানা কাঁচ ভেঙ্গে পড়ল। সেই ভাঙ্গা পাল্লার ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে সে ছিটকিনি খুলে ফেলল। তারপর খোলা জানালাপথে দুজনে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। আমার সঙ্গে একটা জোরালো টর্চলাইট ছিল। সেটা জ্বালিয়ে বিলকে বললাম, আমি বোমাটার ব্যবস্থা করছি। তুমি ক্লু কু ক্ল্যান লেখা নোটিসটা নিয়ে সদর দরজায় এঁটে দিয়ে এসো।

বিল সদর দরজায় এগোল, আমি রিভলবার বের করে পাতি পাতি করে খুঁজে দেখলাম ভেতরে কেউ আছে কিনা। তারপর বারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বোমার সুইচটা ডানদিকে ঘুরিয়ে সেটা একটা টেবিলের ওপর রাখলাম। তারপর দ্রুতপায়ে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে টপকে দৌড়িয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। বিল আগেই গাড়িতে বসেছিল, আমায় দেখেই বলল, ডার্ক আমরা ঠিক দূরত্বে আছি তো? তাই তো মনে হচ্ছে। দাঁড়াও, দৃশ্যটা কেমন জমে আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।

স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরে ঘাড় ফিরিয়েনাইট ক্লাবের দিকে তাকালাম। আর মনে মনে সেকেণ্ড গুনতে লাগলাম। সুজির মৃত্যুর বদলা নেবার এই হল প্রথম ধাপ। এক...দুই.....তিন...চার...

দশ মিনিট একসময় পেরিয়ে গেল। কিছুই হল না। বিল বিরক্ত হয়ে বলল, ধ্যাৎ ওটা বোমা না কচু। একগাদা পয়সা নিয়ে তোমার হাতে একটা বাচ্চাদের খেলনা ধরিয়ে দিয়েছে।

দাঁড়াও চুপ! এত অধৈর্য হয়ো না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড শব্দ করে বোমাটা ফাটল। তার ধাক্কায় আমাদের গাড়িটাও কেঁপে উঠলো।

নাইট ক্লাবের সামনের জানলাগুলো ভেঙ্গে ছিটকে পড়ল ওয়াটার ফ্রন্টের রাস্তার ওপর। ছাদখানাও ভেঙ্গে খসে পড়ল। আরও শব্দে নাইট ক্লাবের ভেতরের দেওয়ালের কড়ি বরগা সব খসে পড়তে লাগল।

আমার চাওয়ার চাইতেও কিছুটা বেশিই ঘটল। এবার দমকল পুলিশ সব ছুটে আসবে। আর দাঁড়ানো উচিত নয়। ভেবে ইঞ্জিন স্টার্ট দিলাম।

বিল বলল, নাঃ, বোমাটা সত্যিই ভাল জাতের। ব্ল্যাক নাইট ক্লাবের ব্যবসার বারোটা বাজল। এবার কি করবে?

হ্যাংকের গাড়ি কোন্ গ্যারেজে থাকে জানো?

নিশ্চয়ই।

তাহলে চলো এবার ওর গাড়িটা ভেঙ্গে দিয়ে আসি।

বিলের নির্দেশমত সীগ্রোভ রোডে পৌঁছে মাটির নীচে একটা গ্যারেজে ঢুকলাম। দুজনের হাতেই দুটো বড় হাতুড়ী। কেউ কোথাও নেই দেখে দুজনে একসঙ্গে হ্যাংকের ওসমোবাইল গাড়িটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমি গাড়িটার জানালার দরজার কাঁচ ভেঙ্গে গুঁড়ো করলাম, আর বিল মোটর ও ইঞ্জিন ভাঙ্গল।

তারপর চারটে টায়ার ছুরি দিয়ে ফাঁসিয়ে গাড়ির দরজার গায়ে লিখে দিলাম। কে কে কেক কুক্স ক্যান।

এবার ফিরে এসে গাড়িতে বসে স্টার্ট দিতেই বিল বলল, কি এবার মন ভরেছে?

হ্যাঁ, আজ একটু শান্তিতে ঘুমোত পারব। ধন্যবাদ বিল।

.

সুজি মারা যাবার পর সত্যিই এই প্রথম আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামিয়ে স্নান সারতে সারতে সোয়া এগারটা বেজে গেল।

বিল দুটো ডিম সেদ্ধ শেষ করে আরেকটা মুখে পুরতে পুরতে বলল, যাক, একটাআপদ বিদেয় হয়েছে।

তাইতো মনে হচ্ছে। হ্যাংক গাড়িটা ড্রাইভ করেছিল ঠিকই কিন্তু সুজির মুখে অ্যাসিড ছুঁড়েছিল অন্য লোক। সে ব্যাটাকে শায়েস্তা করতে হবে।

খাওয়া শেষ করে বিলকে নিয়ে ওয়াটার ফ্রন্টে এলাম। ব্ল্যাক ক্যাসেটের একশোগজের ভেতর পুলিশের কর্ডন, চারপাশে লোকের ভীড়। ব্ল্যাক ক্যাসেট নাইট ক্লাবের দিকে তাকিয়ে নিজেই চমকে উঠলাম। দেখে মনে হয় বোমারু বিমান থেকে তার ওপর বোমা ফেলেছে। একপাশে একখানা দেওয়াল ছাড়া আর কোনও চিহ্ন নেই। দমকলের লোকেরা জঞ্জাল পরিষ্কার করছে। ভীড়ের ভেতর হঠাৎ চোখে পড়ল ডিটেকটিভ

ইন্সপেক্টর টম লেপস্কি দমকলের একজন কর্মীর সঙ্গে কথা বলছে। বিলকে গাড়িতে রেখে আমি লেপস্কির দিকে এগিয়ে গেলাম।

যে দুটো কনস্টেবল পাহারা দেয় একজন এগোতেই আমি লেপস্কির নাম ধরে ডাকলাম, অ্যাই টম! লেপস্কি আমার গলা শুনেই ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে হাত নাড়তেই কনস্টেবল সরে গেল।

লেপস্কি নাইট ক্লাবের ভাঙ্গা দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করে, দেখ কাণ্ড, এমন কাণ্ড এর আগে কখনও এখানে ঘটে নি।

ভেতরের খুশি ভাব গোপন রেখে বললাম, বোমা মেরে মনে হয় কেউ এটা করেছে।

লেপস্কি মুচকি হেসে বলল, ঠিক তাই। শালাদের বড় বাড় বেড়েছিল। একটু উচিত শিক্ষা পাওয়া দরকার ছিল, যেই করে থাকুক কাজের কাজ করেছে।

ভুরু কুঁচকে বললাম, আমারও তাই মনে হচ্ছে। আড়চোখে দেখলাম লেপস্কি তীক্ষ্ণচোখে আমাকে বোঝবার চেষ্ঠা করছে।

লেপস্কি বলল, দরজায় ক্লু ক্লুক্স ক্ল্যানের একটা নোটিশ আঁটা ছিল। কিন্তু ওটা যে পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্য তা বুঝতে আমার বাকি নেই। আসলে এমন কেউ বোমাটা মেরেছে হ্যাংক স্মেডলির ওপর যার চাপা রাগ ছিল।

হয়তো তোমার কথাই ঠিক। স্মেডলির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

নিশ্চয়ই তাছাড়া শুধু এটাই নয়। সে ব্যাটা হ্যাংকের গাড়িখানাও ভেঙ্গে গুড়ো করে দিয়েছে। স্মেডলির শুধু পাগল হতে বাকি। বারবার আমাদের দপ্তরে গিয়ে চিৎকার করে বলছে, আমি জানতে চাই আপনারা আসল লোককে ধরবেন কিনা। আমরা আমাদের কাজ ঠিকই করে যাব। তবে ওর কথায় কিছু আসবে যাবেনা। এটা ওর পাওনা ছিল। লেপস্কি আমার দিকে পুলিশি চোখে তাকিয়ে, ডার্ক, শুনলাম তুমি এজেন্সীর চাকরীটা ছেড়ে দিয়েছো?

হ্যাঁ, সুজির ব্যাপারটার পর কাজে মন লাগাতে পারছিলাম না। হয়তো কিছুদিন পর আবার কাজে লাগব। আমার চাকরীটা ওখানে ঠিকই থাকবে। তা বলো টম, সুজির ব্যাপারে তোমাদের তদন্ত কতদূর এগোল?

তদন্ত এখনও চলছে। আমরা আরেকজন সাক্ষীকে খুঁজে বের করেছি। যে ব্যাটা সুজির মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মেরেছিল তার চেহারার বর্ণনা আমরা সেই সাক্ষীর কাছে পেয়েছি। তবে খুব একটা পরিষ্কার নয়। লোকটার নাকি চওড়া কাধ, গায়ে সাদা জ্যাকেট আর মাথায় বনাত দেয়া একটা টুপি ছিল। এই রকম বর্ণনার লোককে আমরা খুঁজছি।

মনে পড়ল গতকাল রাতে এইরকম বর্ণনা অনুযায়ী একটা লোককে হ্যাংকের পাশে হাঁটতে দেখেছিলাম। ওরা নাইট ক্লাব থেকে বেরিয়ে একসঙ্গে গাড়িতে উঠেছিল।

এখনও লেপস্কি তীক্ষ্ণচোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল। তার চোখে চোখ পড়তেই সে বলল, শোন ডার্ক, হ্যাংকের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আমরা আর এখানে ঝামেলা করতে চাই না। এখানে, বোমা ফাটার খবর কিন্তু রেডিওতে বলা হয়েছে। জানো তত

বড়লোকেরা বোমাকে ভীষণ ভয় পায়। সামনের মাসে এখানকার হোটেলগুলোতে যাদের আসবার কথা ছিল তারা সবাই বুকিং ক্যানসেল করেছে। আমরা এখানে আর কোন বোমাবাজি চাই না। ডার্ক আমি কি বলতে চাইছি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো?

আমায় এসব কথা বলে কি লাভ টম? যে বোমা ছুঁড়েছে তাকে ধরে বোঝাও গে। দেখো সে তোমার কথা শোনে কিনা।

তোমার যা খুশি করতে পার ডার্ক। সে তোমার ব্যাপার। কিন্তু আমি বলে রাখছি যে আর একটা বোমা ফাটলে আমরা কিন্তু বসে থাকব না। সে লোকটাকে ঠিক পাকড়াও করব। আর একবার ধরতে পারলে কম সে কম পনেরো বছরের জন্য জেলের ঘানিতে জুড়ে তবে ছাড়ব।

এসব তুমি তাকেই বলো গিয়ে, আমায় খামোক শোনাচ্ছো কেন? চলি আবার দেখা হবে। বলে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলাম।

বিলকে আর কিছুক্ষণ গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলে সোজা গিয়ে নেপন সরাইখানায় ঢুকলাম। দুজন গগলস চোখে টুরিস্ট অ্যাল বার্নির ছবি তুলছিল। ছবি তোলা হতে তার হাতে দশ ডলারের একটা নোট গুঁজে দিয়ে তারা চলে গেল। আমি এবার গিয়ে বার্নির মুখোমুখি বসলাম।

কেমন আমদানি হচ্ছে অ্যাল? টুরিস্টদের কাছ থেকে পয়সাকড়ি আসছে?

তা তো আসছে মিঃ ওয়ালেস। আগামী মাসে আরও কিছু টুরিস্ট আসবে। হ্যাংক স্মেডলির কারবারের তো বারোটা বেজেছে শুনেছেন নিশ্চয়ই। ব্যাটার এটা পাওনা ছিল।

অ্যাল, চওড়া কাধ, সাদা জ্যাকেট গায়ে, মাথায় চওড়া বনাত দেওয়া টুপি আছে এমন কাউকে তুমি চেনো?

বার্নি ভুরু কুঁচকে বলল, নুলা মিনস্কি। খুব সাবধান মিঃ ওয়ালেস। ওর ধারে কাছে ঘেঁষবেন না।

লোকটা কে?

বার্নি ভয়ে গলা নামিয়ে বলল, ও ওয়ালিনস্কির পোষা গুণ্ডাদের মধ্যে একজন। বিষাক্ত সাপের মত ভয়ঙ্কর।

ওকে কোথায় খুঁজে পাব?

এখানে এলে ও হ্যাংক স্মেডলির সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। মাসের পয়লা তারিখে ও মাফিয়ার টাকা আদায় করতে এখানে আসে।

ধন্যবাদ অ্যাল। বলে বার্নির কাঁধে একটা চাপড় মেরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। বিল, পুলিশ কিন্তু বুঝতে পেরেছে যে বোমাটা আমিই ছুঁড়েছি। লেপস্কি আমায় হুঁশিয়ার করেও দিল কিন্তু ওদের হাতে কোন প্রমাণ নেই।

বিল সীটে গা এগিয়ে বলল, হুম। নুলা মিনস্কিকে নিয়ে কি করবে?

সত্যি বলছি বিল, ওকে প্রাণে মারব না। কিন্তু এমন বেধড়ক ধোলাই দেব যাতে কোমরের নীচ থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত একখানা হাড়ও আস্ত না থাকে। আমার হাতে মার খেলে ওকে বাকি জীবনটা হুইল চেয়ারে বসে কাটাতে হবে। বলতে বলতে ইঞ্জিন স্টার্ট দিলাম।

কবে ঠ্যাঙ্গাচ্ছ ওকে?

আজ রাতে। সাতটা নাগাদ আমরা হ্যাংকের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে হানা দেব।

ওদের দুজনকে একসঙ্গে সামলানো কিন্তু আমাদের পক্ষে মুশকিল হবে।

ঠিক আছে। আমরাও ওদের মুশকিলে ফেলব।

বিল বলল, তুমি মিনস্কিকে প্যাদাবে আমি প্যাদাব হ্যাংককে। ঐ শালার ওপর আমার রাগ জমেছে। আমার হাতদুটো নিসপিস করছে।

ভাল বুদ্ধি বাতলেছ বিল।

অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে বিল অস্থিরভাবে এ ঘর সে ঘর করতে লাগল। আমি সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসলাম।

টেলিফোন বাজতেই আমি রিসিভার তুলে ধরলাম।

মিঃ ওয়ালেস? যুবতীর গলা ভেসে এল।

ঠিক ধরেছেন। আপনি কে?

আমি মিঃ ওয়ালিনস্কির সেক্রেটারী। মিঃ ওয়ালিনস্কি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। দয়া করে আজ বিকেল পাঁচটায় স্প্যানীশ বে হোটেলে আসুন। আমি আপনার জন্য লবীতে অপেক্ষা করব তারপর আপনাকে নিয়ে মিঃ ওয়ালিনস্কির স্যুটে যাব।

উত্তর দেবার আগেই লাইন কেটে গেল। রিসিভার নামিয়ে বিলকে সব বললাম।

বিল শুনে শিস দিয়ে উঠল। আমরা জানি যে পূর্ব উপকূলের এই এলাকায় স্প্যানীশ বে হোটেল হল সবচাইতে সেরা এবং বিলাস ও ব্যয়বহুল হোটেল।

বিল বলল, তা তুমি কি সত্যিই যাবে ওখানে?

হ্যাঁ আমি যাচ্ছি।

আমি স্প্যানীশ বে হোটেলে ঢুকলাম বিকেল পাঁচটা বাজতে কয়েক মিনিট আগে। চারপাশে বিলাসের নানারকম আয়োজন ছড়ানো। তার মাঝখানে বড়লোক যাত্রীরা আসা যাওয়া করছে। রিসেপশান ডেস্কের পাশেই স্যান্ড্রা অপেক্ষা করছিল। লম্বা পাতলা ছিপছিপে চেহারা, পিঠ পর্যন্ত লম্বা কালো চুল, সবুজ চোখের মণিতে দুর্বার জীবন যাপনের ছায়া। সে চোখে চোখ রাখলে যে কোন পুরুষের শরীর উত্তেজনা আর আতঙ্কে

শিউরে উঠবে। স্যান্ড্রার পরনে একটা সাদা শর্ট কোট আর মানান সই শার্ট। এমন একটি যুবতীর দাম নিঃসন্দেহে কয়েক কোটি ডলার।

যুবতী এগিয়ে এসে বলল, মিঃ ওয়ালেস? আমার নাম স্যান্ড্রা। পদবী জেনে আপনার প্রয়োজন নেই। সবাই আমায় স্যান্ড্রা বলেই জানে।

পরিচিত হয়ে সুখী হলাম, বলে আড়চোখে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলাম। স্যান্ডার উদ্ধত দুটি স্তন, সরু চাপা কোমর, চওড়া নিতম্ব আর একজোড়া লম্বা পা যে কোন পুরুষকেই আকৃষ্ট করবে। এক কথায় সে মোহিনী।

মিঃ ওয়ালিনস্কি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান মিঃ ওয়ালেস। ওর সঙ্গে কথা বলতে হুঁশিয়ার। উনি কি সাংঘাতিক টাইপের লোক তা সামনে থেকে কথা না বললে বুঝতে পারবেন না।

আমায় নিয়ে স্যান্ড্রা লিফটে উঠল। সাততলায় পৌঁছে লম্বা প্যাসেজ পেরিয়ে চাবি দিয়ে একটা স্যুটের দরজা খুলতে খুলতে সে আবার বলল, খুব হুঁশিয়ার। দরজা খুলে আমায় ভেতরে যাবার ইঙ্গিত করল। আমি ভেতরে পা রাখতেই সে গলা চড়িয়ে বলল, মিঃ ওয়ালিনস্কি, মিঃ ওয়ালেস আসছেন। বলে আমার দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, আবার বলছি মিঃ ওয়ালেস! হুঁশিয়ার! যান, সোজা এগিয়ে যান। উনি ব্যালকনিতে অপেক্ষা করছেন।

ব্যালকনিতে পা রাখতেই হতাশ হলাম। শুনেছিলাম ওয়ালিনস্কি এক নামজাদা মাফিয়া দলের সর্দার। তার ওপর ব্ল্যাকমেলার। ভেবেছিলাম তার চেহারাটাও হবে দেখবার মত।

কিন্তু আদৌ তা নয়। যেসব বেঁটে মোটা ব্যবসায়ীরা এখানে বেড়াতে আসে ওয়ালিনস্কি ঠিক তাদেরই মত দেখতে। গায়ের রং কিছুটা তামাটে। মাথায় টাক। পরনে নীল রংয়ের স্যুট। গোল মুখ, নাকখানা বেজায় ছোট। পাতলা ঠোঁট। কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্য। তার গোটা চেহারাকে আর সবার চাইতে আলাদা করেছে সেহল তার ফ্যাকাশেনীল চোখ জোড়া। সে দিকে তাকালে তার মনোভাব বোঝা যায় না।

আপনি এসে ভালই করেছেন মিঃ ওয়ালেস। বলতে বলতে সে হাত বাড়িয়ে দিল। একটু ইতস্ততঃ করে তার হাতে হাত মেলালাম।

বসুন, দেখে তো মনে হচ্ছে আরও বৃষ্টি হবে, এখানেই বসা যাক। বলে সেব্যালকনির একপাশে রাখা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল। মাঝখানে ছোট একটা টেবিল। আমার মুখোমুখি সে বসল।

আমি বসতে বসতে বুঝলাম যে সে তার ধূসর নীল চোখ দিয়ে আমাকে খুঁটিয়ে দেখছে।

চায়ের সময় এখনও হয়নি। একটু কফি চলবে?

না, ধন্যবাদ।

তাহলে চা-ই খান।

বেশ। তাহলে কাজের কথাটা শুরু করা যাক। সময় নষ্ট করা আমাদের উচিত নয়।

জো ওয়ালিনস্কি বলল, মিস সুজি লংয়ের মৃত্যুর জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। মিঃ ওয়ালেস, বিশ্বাস করুন এই নিষ্ঠুর কাজটা আমায় পুরোপুরি না জানিয়ে করা হয়েছে। অবশ্য কাজটা যে করেছে সে আমারই অধীনস্থ লোক। লোকটার মনে দয়ামায়া বলে কিছু ছিল না। টাকার জন্য সে সব কিছু করতে পারত। ব্যাপারটার জন্য ওর কাছে যখন আমি কৈফিয়ত চাইলাম তখন ও বলল যে, ঐ কাজটার জন্য ও পাঁচ হাজার ডলার পেয়েছিল। আর এও বলল যে হ্যাংক স্মেডলি একজনের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে ওকে দিয়েছিল, আর যে টাকাটা দিয়েছিল হ্যাংককে কাজটা সেই করতে বলেছিল। আমার নোকটা জানত না সে লোকটি কে। আমি একটু চাপ দিতেই সে বলেছিল এটা নিছক বদলা নেওয়ার একটা ব্যাপার।

আমার মন চলে গিয়েছিল কয়েকদিন আগে ব্যাঙ্কে সেই ঘটনার দৃশ্যে যখন অ্যাঞ্জেলা থরসেন চলে যাবার আগে বলেছিল এর ফল আপনাকে পেতে হবে। হাড়ে হাড়ে পেতে হবে বলে শাসাচ্ছিল। সুজির মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ার জন্য তাহলে কি অ্যাঞ্জেলাই হ্যাংককে লাগিয়েছিল? তাকে পাঁচহাজার ডলার দিয়েছিল?

ওয়ালিনস্কি বলল, মিঃ ওয়ালেস! আপনি স্মেডলির হিসেব চুকিয়ে দিয়ে ওর পাওনা পুরো বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমিও তেমনি লোকটিকে তার পাওনা হিসেব পুরোপুরি বুঝিয়ে দিয়েছি। আমার দলের অন্যান্য লোকেরাই তার ব্যবস্থা করেছে। আমার দলের লোকেরা গোলমাল বা ঝামেলা জিইয়ে রাখে না। পুরোপুরি শেষ করে দেয়। এ লোকটিরও তাই করা হয়েছে। স্মেডলিকে আমি আর দলে রাখছিনা। আপনি চাইলে ওকেও জানে খতম করে দিতে পারি। বলুন, আপনি তাতে খুশি হবেন?

তার মানে, আপনি ইঙ্গিত করলেই আপনার দলের লোকেরা হ্যাংককে শেষ করে ফেলবে?

সোজা কথায় তাই বোঝয় মিঃ ওয়ালেস। কিন্তু সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আপনি রাজি কিনা একবার বলুন।

তাহলে ওকে বরং বাঁচিয়ে রাখুন।

আপনি সত্যিই মহান মিঃ ওয়ালেস। আপনি সত্যিই দয়ার শরীর নিয়ে আছেন। ওরা দুজনে মিলে আমার প্রেমিকার অমন দশা করলে আমি কিন্তু ক্ষমা করতে পারতাম না।

ওকে বাঁচতে দিন। আমি ওর পুরোপুরি বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব।

সে তো একশোবার।

তার কথা শেষ হতেই স্যান্ড্রা ট্রেতে কফির পট আর কাপ সাজিয়ে নিয়ে এল। দুধ ছাড়া কালো কফি। কফি রেখে চলে যেতে আমি আড়চোখে তার দেহে মনে দোলা দেওয়া শরীরের দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম ওয়ালিনস্কি তীক্ষ্ণচোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই রসিয়ে রসিয়ে বলল, ও খুব কাজের মেয়ে। ওর বাবা একসময় আমার হয়ে কাজ করত। সে মারা যাবার পর ওকে আমার সেক্রেটারী করে রেখেছি। এখন আর ওকে ছাড়া আমার চলে না।

ওয়ালিনস্কি কফির কাপে চুমুক দিল। আমি চুপ করে রইলাম।

তাহলে কাজের কথায় আসা যাক মিঃ ওয়ালেস। আপনি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন। আমি আপনাকে খুশি করতে চাই। আমার দলের সে লোকটি আর বেঁচে নেই। স্মেডলিকে নিয়ে আপনি কি করবেন না করবেন তা পুরোপুরি আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। এখন ব্যাপার হল, আপনি যে স্মেডলির নাইট ক্লাব বোমা মেরে ভেঙ্গে দিয়ে তাড়াতাড়ি বদলা নিয়েছেন তা আমার বুঝতে বাকি নেই। এই শান্ত শহরে কোথাও একবার বোমা ফাটলে ধনী লোকেরা সহজে পা দিতে চায় না। আমি নিজেও এখানে আর বোমাবাজী চাই না। আমি বড়লোকদের নিয়ে এখানে কাজ করি। আরও বোমাবাজি হলে ওরা অন্য কোথাও চলে যাবে। তার ফলে আমার ব্যবসার ভয়ানক ক্ষতি হবে। আপনি বুদ্ধিমান লোক। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি। কিন্তু একই সঙ্গে হয় তো আবার নতুন করে ঝামেলা পাকাবার ব্যাপারে আমি আপনাকে বলব দয়া করে এমন কাজটি করবেন না।

ওয়ালিনস্কির হাসি দেখে মনে হল একটা র‍্যাটেল সাপ হাসছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন মিঃ ওয়ালেস, যে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে আমার দলের শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে আছে। কাজেই এই শহরে আর ঝামেলা পাকাবেন না। আপনাকে এটাই উপদেশ দিচ্ছি। যদি করেন তাহলে কিন্তু পরে অনুতাপ করতে হবে। কি বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

আপনার কথা আমার কানে গেছে। বলে উঠে দাঁড়িয়ে একবারও পেছনে না তাকিয়ে স্যুটের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। স্যান্ড্রা সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। দরজার

হাতলে হাত রেখে ও আমার চোখে চোখ রাখল। এই রকম চেহারার মেয়ে আমি আগে কখনও দেখিনি। ওর চেহারাকে কোন কিছুর সঙ্গেই তুলনা করা যায় না। কিন্তু সুজির মত ভালবাসা ওকে তেমনভাবে দেওয়া যায় না। ও আর সব মেয়ের চাইতে আলাদা। ওর সবুজ দুটি চোখে আকর্ষণ আর বিপদের ছায়া সমানভাবে ফুটে উঠেছে। স্যান্ড্রা দরজার হাতল টেনে পাল্লা খুলতেই আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। বেরোবার মুহূর্তে আমার কানে ও ফিসফিস করে বলল, আজ রাত ঠিক এগারোটায় থ্রি ক্র্যাব রেস্তোরাঁয় আসবেন, কথা আছে।

ওর কথায় বিশ্বাস হল না। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে ও মুখের ওপর দরজার পাল্লা বন্ধ করে দিল।

.

বেলা দুটোয় অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম। বিল আমার টেবিলে বসে থরসেন ফাইলের পাতা উল্টে যাচ্ছিল। আমি ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসলাম। বিল গ্লাস হাতে নিয়ে আমার মুখোমুখি বসল। ওয়ালিনস্কির সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা হয়েছে সব ওকে খুলে বললাম।

বিল, মাফিয়ার কাজ নয়। আমার যতদূর ধারণা হ্যাংক আর মিনস্কি পাঁচহাজার ডলার পেয়ে এটা করেছে। মিনস্কিকে খুন করে এমন কোথাও ওরা পুঁতে রেখেছে যা কেউ খুঁজে পাবে না। আমাদের ওকে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন বাকি রইল হ্যাংক... ।

হ্যাঁ, ঐ শালাকে প্যাদানো বাকি আছে।

শোন বিল, আমরা ওর সঙ্গে দেখা করব। অ্যাসিড ছুঁড়তে কে ওকে টাকা দিয়েছিল সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। মনে হচ্ছে অ্যাঞ্জেলা থরসেনই ওটা করিয়েছে। তবু আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। ও যদি বলে যে অ্যাঞ্জেলাই কাজটা করিয়েছে, তখন না হয় ওর ব্যবস্থা করা যাবে।

বিল ঘাড় নাড়ল। হু, কিন্তু ঐ গরিলাকে দিয়ে আমরা কথা বলাবো কিভাবে?

তুমি ব্লো-টর্চ দিয়ে কখনও কাজ করেছে?

ওঃ বুঝেছি, আমরা ওর গায়ে হ্যাঁকা দিয়ে কথা বের করে নেব। তাই তো? বিল গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, ওয়ালিনস্কিকে তোমার কেমন লাগল ডার্ক?

ভয়ঙ্কর লোক, বিষাক্ত সাপের মত বিপজ্জনক। ওর মত লোককে একদম ঘাঁটানো উচিত নয়। বলে আমি স্যান্ড্রার কথাও বিলকে জানালাম। বললাম যে আজ রাত ঠিক এগারোটায় সে আমায় দেখা করতে বলেছে।

তুমি কি সত্যিই ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবে না কি?

নিশ্চয়ই, কেন যাব না? ভালো কথা, থ্রি ক্র্যাব রেস্তোরাঁটা কোথায় বল তো?

বিলের নখদর্পণে হোটেল রেস্তোরাঁর খবর। সে বলল, ওটা তো ওয়াটার ফ্রন্টে, ভাল রেস্তোরাঁ। তবে সব মালেরই দাম একটু বেশী নেয়। সলি জোয়েলের ঠেকের পাশেই, এবার মনে পড়েছে?

মনে পড়েছে। যাকগে বিল, এবার দেখো একটা ব্লো-টর্চ যোগাড় করতে পার কিনা। আমি টেলিফোনে হ্যাংকের সঙ্গে কথা বলছি।

বাড়ির দারোয়ানের কাছে নিশ্চয়ই থাকবে। বিল বাইরে বেরোলো। আমি আলমারী খুলে দুটো হাতকড়া বের করলাম। বাক্স থেকে রিভলবারটা বের করে দেখলাম গুলি আছে কিনা। নিশ্চিত হয়ে পকেটে পুরলাম। তারপর টেলি গাইড খুলে হ্যাংকের নম্বর বের করলাম।

বার কয়েক ডায়াল ঘোরানোর পর হ্যাংক রিসিভার তুলল, ঘোঁত ঘোত করে বলে উঠল, কে ফোন করছ?

মিঃ স্মেডলি? আমি বললাম, পুলিশ হেডকোয়ারটার্স থেকে ফোন করছি।

অ্যাঁ? হ্যাঁ তারপর বলুন, আমার নাইট ক্লাবে যে শুয়োরের বাচ্চা বোমা মেরেছে তাকে খুঁজে বের করেছেন?

ঐ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই মিঃ স্মেডলি, বেশী নয় কয়েকটা কথা। আমরা গোয়েন্দাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি কেমন?

ঠিক আছে, কিন্তু যা করার তাড়াতাড়ি করুন। আমি একঘণ্টার ভেতরে বেরিয়ে পড়ব। বলে হ্যাংক রিসিভার রাখল।

বিল ব্লো-টর্চ হাতে নিয়ে ফিরে এল, হাসতে হাসতে বলল, জিনিসটা নতুন আছে হে, কাজও ভাল দেবে।

ঠিক আছে, আমি বললাম। এবার চলল তাহলে যাওয়া যাক।

শোন ডার্ক, বিল বলল, এই গরিলাটাকে কিন্তু আমি একা শায়েস্তা করব।

তোমার পাঞ্চ দুটো কাজে লাগাবার জন্যে একদম ছটফটিয়ে মরছ তাই না? হেসে বললাম, চলো সুযোগ তুমি পাবে।

দশ মিনিটে সীগ্রোভ রোডে এসে পৌঁছলাম। শেষ তলায় উঠে বিল বলল, এবার যা করার তা আমি করব।

তাই করো, বলে রিভলবার নিয়ে আমি দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম, বিলকলিং বেল টিপল। কয়েক সেকেন্ডের পর হ্যাংক বেরিয়ে এলো। খালি গা, একটা আঁটো জিনসের ট্রাউজার্স পরনে। কটমট করে দুচোখ পাকিয়ে ও বিলের দিকে তাকাতে আমি ওর পা থেকে মাথা একপলক দেখে নিলাম। হ্যাংক শুধু স্বাস্থ্যবান নয়, তার শরীর পুরোপুরি পেশাদার বক্সারদের মত।

আপনারা কি পুলিশের লোক? বলেই হ্যাংক বিল আর আমাকে চিনতে পারলো, গরিলার মত ঘোঁতঘোঁত করে বলে উঠল, এবার তোমাদের চিনেছি। তোমরা সেদিন আমার নাইট ক্লাবে একলক্ষ ডলারের গল্প শোনাতে গিয়েছিলে না? ভাল চাও তো কেটে পড়, নয়ত তোমাদের মাংসের কাবাব বানিয়ে ছাড়ব।

হ্যাংক কি বলল বিল ঠিক শুনতে পেলোনা। নীচু হয়ে ঘাড় ঝোকানোর সঙ্গে সঙ্গে বিল তার ডান হাতে লাগানো পাঞ্চ দিয়ে হ্যাংকের বাঁ দিকের চোয়ালে এক আঘাত হানল। দুচোখ উল্টে হ্যাংক ধুপ করে গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

এবার আমাদের পালা, বিল বলল, ডার্ক এবার হাতের সুখ করে নাও।

দুজনে হ্যাংকের বিশাল লাশখানা ভেতরে এনে মেঝের ওপর শুইয়ে রাখলাম। হ্যাংকের জ্ঞান ফেরেনি, এই ফাঁকে তার হাতদুটো পেছনদিকে নিয়ে হাতকড়া তার দুপায়ের গোড়ালীতে এঁটে দিলাম। থাকুক এইভাবে শুয়ে। বিল উঠে গিয়ে সদর দরজাটা ভেজিয়ে ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দিল।

আমি বললাম, সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই, চোখে মুখে জল ছিটিয়ে শালার জ্ঞান ফেরাও।

বিল কোন কথা না বলে আধ বালতি জল এনে হ্যাংকের মাথায় ঢেলে দিল তারপর ব্লো টর্চ জ্বালিয়ে তার তাপ বাড়াতে লাগল।

জলের ছোঁয়ায় হ্যাংকের জ্ঞান আসতেই মাথা ঝাঁকিয়ে বসতে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার পাঁজরে খুব জোরে একটা লাথি কলাম। উঠে সে টের পেল যে তার দুহাত আর দুপায়ে হাতকড়া পরানো হয়েছে। হ্যাংক উঠে বসতেই আমি ডান পা দিয়ে ওর কপালে চাপ দিলাম, ও সঙ্গে সঙ্গে চিৎ হয়ে পড়ল মেঝের ওপর। ফাঁদে পড়া বন্দী বনবেড়ালের মত আমার দিকে তাকিয়ে নিজের মনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল।

আমার প্রেমিকার মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ার জন্য কে তোমায় পাঁচহাজার ডলার দিয়েছিল? আমি প্রশ্ন করলাম।

উত্তর না দিয়ে হ্যাংক হাতকড়া দুটো খোলার জন্য চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু খোলা হলনা। এই হাতকড়া বেশী ছটফট করলে আরো জোরে এঁটে বসে।

তুমি কি বলছে আমার মাথায় ঢুকছে না, ও বিড় বিড় করে বলল।

আমি বিলের দিকে তাকালাম। বিল ওকে এবার ছ্যাঁকা দাও, নয়ত মুখ খুলবে না।

আমি তাই চাইছি, বলে বিল পাম্প করে ব্লো-টর্চের তাপ বাড়ালো। তারপর হ্যাংকের খোলা বুকের ওপর বাগিয়ে ধরল। তাতে হ্যাংকের বুকের সব লোম পুড়ে যেতে লাগল। হ্যাংক চেঁচিয়ে উঠল, তখন আর আওয়াজ বেরোচ্ছে না, বেরোচ্ছে ভয়।

ওটা সরিয়ে নাও। হ্যাংক চেঁচিয়ে উঠল, আমি কথা দিচ্ছি বলব।

লোকটা কে? তার পাশে বসে আমি জানতে চাইলাম।

অ্যাঞ্জি, বলেই হ্যাংক চেঁচিয়ে উঠল, দোহাই ওটা সরিয়ে নাও।

সব খুলে বলল, আমি ধমকে উঠলাম, একদম গোড়া থেকে। বিল আগুনের শিখাটা বুক থেকে সরিয়ে মুখের সামনে নিয়ে আসতেই হ্যাংক চেঁচিয়ে উঠল।

সব খুলে বলো বলছি। আমি এবার গলা চড়ালাম।

অ্যাঞ্জি আমার কাছে এসেছিল। ঐ একলাখ ডলার পেতে বাগড়া দিয়েছিলে বলে ও দারুণ চটে গিয়েছিল। মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ার মতলবটা ওরই মাথা থেকে বেরিয়েছিল। সত্যিই ওর মাথা তখন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ও পাঁচ হাজার ডলারের লোভ দেখাতে আমি হুলাকে ডেকে ব্যবস্থা করতে বললাম। তবে তোমার প্রেমিকাকে মেরে ফেলার ইচ্ছা আমার ছিল না বিশ্বাস করো। ভেবেছিলাম মুখের এক পর্দা তুলে নিলেই হবে। ও যে দৌড়োতে গিয়ে ট্রাকের নীচে পড়বে তা ভাবতে পারিনি। বিশ্বাস করো।

টাকাটা পেয়েছিলে? আমি ঘৃণাভরা সুরে জানতে চাইলাম।

নিশ্চয়ই, অ্যাঞ্জিও টাকা দেবে বলে কথা দিলে ঠিক দেয়। আমি অর্ধেক নিয়েছি, হুলা বাকি অর্ধেক নিয়েছে।

হুলা কোথায়?

জানিনা, কাল রাতে ওর ডাক এসেছিল। বলল কাজ আছে, বেরোচ্ছি। তারপর ও ফেরেনি।

হুলা কোথায় গেছে জানো?

না। হ্যাংক আঁতকে বলল, হুলাকে কোন প্রশ্ন করি না। ও কোথায় গেছে আমি জানি না।

ভাবলাম হ্যাংককে বলি যে ওয়ালিনস্কি হলাকে খতম করে দিয়েছে, কিন্তু কি ভেবে চুপ করে গেলাম।

এবার অ্যাঞ্জির প্রসঙ্গে আসা যাক, আমি বললাম, অ্যাঞ্জেলা থরসেন প্রত্যেক মাসে তোমায় দশহাজার টাকা দেয় তাই না?

হ্যাংক অস্বীকারের ভঙ্গি করতেই বিল তার মুখের কাছে ব্লো-টর্চের আগুনটা নিয়ে এল। ছটফটিয়ে হ্যাংক বলল : ঐ টাকা ও আমায় দেয় না, কাজটা কি ভাবে হয় শোন বলছি। হুলা নানা ধরনের কাজে নাইট ক্লাবটাকে ব্যবহার করে, আর তার বদলে প্রত্যেক হপ্তায় ও আমায় পাঁচশো ডলার দেয়। আমি এতেই খুশি থাকি। অ্যাপার্টমেন্টের মালিক হুলা নিজেই। ও শুধু আমায় থাকতে দেয়। এর বাইরে আমি কিছুই জানিনা, বিশ্বাস করো।

বলে যাও, থেমোনা, আমি বললাম। বিল হ্যাংককে আগুনের ছ্যাকা দিতেই ও তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল।

হ্যাংক কঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমার কি দোষ। সবাই আমার নাইট ক্লাবে এসে আমার হাতে একটা করে খাম ধরিয়ে দিয়ে যায়। অ্যাঞ্জিও একটা ওয়ালেট দেয়, তাতে টাকা ভর্তি থাকে। আমি সে সব একটা থলেতে পুরে রাখি। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করি না। প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখ হুলা যখন আসে তখন ঐ থলেটা আমি দিই। ব্যস, তারপর আমি আর কিছু জানি না।

অ্যাঞ্জেলাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে কেন?

আমি জানিনা, শপথ করে বলছি আমি এর বিন্দুবিসর্গ কিছু জানি না। হুলাই ঘুরে ঘুরে লোকের কেচ্ছা কেলেঙ্কারী বের করে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে। অ্যাঞ্জিও হুলার পাল্লায় পড়েছে। ব্যাপারটা কি আমি জানি না। কিন্তু সেটা এমনই ব্যাপার যে তাকে প্রত্যেক মাসে এতগুলো টাকা দিতে হয়। অ্যাঞ্জির মাথার ঠিক নেই। ওর মাথা বরাবরই খারাপ। সেই ছেলেবেলা থেকেই।

মনে হল হ্যাংক সত্যি কথাই বলছে। হুলার মত একটা নিষ্ঠুর পশুর মত লোক ওর মত এক মোটামাথার লোককে কিছুই বলবে না এটাই স্বাভাবিক।

সব জানার পর হ্যাংককে আমার ভীষণ ঘেন্না করতে লাগল। ঘেন্না করল এই ঘর আর তার ভেতরের আবহাওয়া।

ঠিক আছে বিল। এবার ওর হাতকড়া দুটো খুলে দাও। রিভলবার হাতে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই ফাঁকে বিল ব্লো-টর্চ নিভিয়ে হ্যাংকের হাত আর পায়ের হাতকড়া খুলে দিল। হ্যাংক উঠে বসে কব্জি দুটো রগড়াতে রগড়াতে আমার দিকে তাকাল।

মন দিয়ে শোন হ্যাংক। এই শহরে তোমার আর হলার মনিবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। হুলা এখন কবরের নীচে। ওর সঙ্গে এ জীবনে আর তোমার দেখা হবে না। আমিও এ জীবনে আর তোমার মুখ দেখতে চাই না। তোমায় বারোঘণ্টা সময় দিলাম, তারমধ্যে তুমি এ শহর ছেড়ে চলে যাবে। তারপরেও যদি তোমাকে দেখি তাহলে তোমার দুই হাঁটু তাক করে আমি দুটো গুলি ছুঁড়ব। তারপর তুমি জীবনে আর হাঁটতে পারবে না। যাও, আমার কথা বুঝতে পেরেছে?

ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে হ্যাংক বিড়বিড় করে বলল, আমার যাবার কোন জায়গা নেই। আমার কাছে টাকাকড়িও কিছু নেই।

হ্যাংক, আমি কিন্তু এই শেষবার তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। বারো ঘণ্টার পর তোমাকে এই শহরে দেখলে তোমার ঠ্যাং দুটো আর আস্ত থাকবে না। কথা শেষ করে আমি বিলকে বললাম, চলে এসো বিল। এই শুয়োরের বাচ্চার গায়ের গন্ধে আমার বমি পাচ্ছে। লিফটে চেপে আমরা নীচে নেমে এলাম। বাইরে সামান্য বৃষ্টি হচ্ছিল। তারই ভেতর হেঁটে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

৭.

থ্রি ক্র্যাব রেস্তোরাঁয় রাত এগারোটায় পা রাখতেই ওয়েটার আমায় শীততাপে নিয়ন্ত্রিত একটি ছোট ডিনার কামরায় নিয়ে গেল। স্যান্ড্রা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আজ তার পরনে গাঢ় লাল রংয়ের আঁট পোশাক, মাথার চুল পেছনদিকে মুক্তো বসানো ফিতে দিয়ে বাধা। তার উগ্র সাজসজ্জার দিকে চেয়ে নিজেই উত্তেজিত বোধ করলাম।

সে মৃদু হেসে বলল, আমার পুরো নাম স্যান্ড্রা উইলিস। কিন্তু এখন আর কোন কথা নয় কাল রাত থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। খিদেয় আমার পেট জ্বলছে।

প্লেটে ঝিনুক ভাজা আর ঠাণ্ডা সাদা ওয়াইন ওয়েটার এসে আমাদের টেবিলে রেখে গেল।

খেতে খেতে প্রশ্ন করলাম, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলে, কিন্তু কেন?

বলছি, আগে পেট পুরে খেয়ে নিই। ওয়ালিনস্কি থাকলে আজও খাওয়া জুটত না, এমন কাজের চাপ পড়েছে। উনি ক্যাসিনোতে গেছেন তাই এখানে আসতে পারলাম।

খাওয়ার পরে স্যান্ড্রা সিগারেট ধরিয়ে বলল, এই যাচ্ছেতাই শহরে আপনিই দেখলাম একমাত্র লোক যার সাহস আছে। শিরদাঁড়া খাড়া করে যে শয়তানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।

কি দেখে তোমার মনে হল যে আমার সাহস আছে?

ব্ল্যাক ক্যাসেটের মত একটা নোংরা জায়গা যিনি বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে পারেন, যিনি হ্যাংকের মত একটা বদমায়েশকে ভয় দেখিয়ে শহর থেকে খেদাতে পারেন তাকে সাহসী বলব না?

কি করে বুঝলে যে হ্যাংক এই শহর ছেড়ে চলে গেছে?

আধঘণ্টা আগে ও টেলিফোন করেছিল। ও জে. ডব্লিউ. অর্থাৎ ওয়ালিনস্কির সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। আমি ওর গলা শুনেই চিনতে পেরেছিলাম, বললাম যে জে. ডব্লিউ. ব্যস্ত আছেন যা বলার আমাকে বলতে পারেন। ও তখন বলল যে আপনি নাকি ওর ওপর খুব অত্যাচার চালিয়েছেন আর তার ফলেই ও বলতে বাধ্য হয়েছে যে অ্যাঞ্জেলা থরসেন টাকা খাইয়ে ওকে। অ্যাসিড ছুঁড়তে বাধ্য করেছিল। হ্যাংক এও বলল যে আপনি ওকে শহর ছেড়ে চলে যাবার হুমকি দিয়েছেন তাই ও চলে যাচ্ছে, কিন্তু ওর সঙ্গে টাকাকড়ি বিশেষ নেই। ওয়ালিনস্কি কি ওকে টাকা দিতে পারবেন?

সব শুনে হ্যাংককে বললাম যে ওর জন্য জাহান্নামের রাস্তা খোলা আছে সেখানে যেতে টাকাকড়ি কিছুই লাগে না। এই বলে আমি রিসিভার নামিয়ে রেখেছি। তারপর দলের লোকেদের কাছে জানলাম হ্যাংক স্মেডলি মিয়ামির দিকে রওনা হয়েছে।

চুপচাপ স্যান্ড্রার কথা শুনছিলাম। একটু দম নিয়ে সে বলল, অ্যাঞ্জেলা থরসেন সম্পর্কে ও আমায় যা যা বলেছে তা ওয়ালিনস্কিকে জানাইনি, কারণ ওঁর কাছে অ্যাঞ্জেলা খুব দামী খদ্দের। আর ওয়ালিনস্কি যদি জানতে পারে যে অ্যাসিড ছোঁড়ার মূলে অ্যাঞ্জেলা

তাহলে সে ধরেই নেবে যে আপনি তাকেও ছাড়বেন না। আজ হোক কাল হোক অ্যাঞ্জেলাকে আপনি ঠিকই শায়েস্তা করবেন।

সে ত করবই। আমি অ্যাঞ্জেলাকে ছেড়ে দেব না।

এখন ডার্ক, গোটা ব্যাপারটাকে বুঝতে আমি আপনাকে সাহায্য করব।

কেন?

আগেই বলেছি যে আমি একজন সাহসী লোক চাই। আপনি এই মাফিয়া সংগঠনটির কোনও ক্ষতি করতে পারবেন না। এবার মন দিয়ে শুনুন। ওয়ালিনস্কি ফ্লোরিডায় তার মাফিয়া দলের বড়কর্তা। দলের হয়ে টাকা যোগাড় করাই তার কাজ। ফ্লোরিডায় টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে। যার টাকা আছে তারই অতীতের কোনও না কোন কলঙ্কিত ইতিহাস আছে। এরকম হাজার হাজার লোককে ওরা ব্ল্যাকমেল করছে। বড় বড় দোকান, জুয়ার আচ্ছা, হোটেল সবাই মাফিয়াদের উৎপাত থেকে বাঁচবার জন্য তাদের হাতে মোটা টাকা তুলে দেয়। এই যে ওয়ালিনস্কি স্প্যানীশ বে হোটেলে থাকছেন তারও পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। সেখানকার কর্মচারীরা সব ওর কথায় ওঠাবসা করে। উনি আঙুল তুললেই সবাই হোটেল থেকে বেরিয়ে আসবে। এই এলাকা থেকে ওয়ালিনস্কি পনেরো লাখ ডলার পান। ঐ টাকার পরিমাণ যাতে না কমে সে দিকে লক্ষ্য রাখাই তার কাজ। আর এখানেই ওর ভরাডুবি ঘটবে। টাকার পরিমাণ কমলেই দল ওয়ালিনস্কিকে সরিয়ে এখানে অন্য কাউকে বসাবে। এই কারণেই উনি এই শহরে কোন ঝামেলা চান না। অ্যাঞ্জেলা থরসেনের কাছ থেকে উনি প্রত্যেক মাসে দশ হাজার ডলার পাচ্ছেন। এখন

আপনি যদি ঝামেলা করেন তবে ওর মাসিক দশহাজার ডলার আয় কমে যাবে। আমি গোপনে জানতে পেরেছি যে দলের বড় কর্তারা ওঁর কাজে খুব খুশি নন। ওঁরা এই এলাকা থেকে আরও বেশী টাকা তুলতে চাইছেন। আর এখানে সবাই আপনাকে চেনে, পুলিশের সঙ্গেও আপনার দহরম মহরম আছে, তাই আপনি বেঁচে আছেন, ওরা আপনার গায়ে হাত তুলতে সাহস পাচ্ছেনা। ওঁর কাজকর্ম জানাজানি হয়ে যাক এটা ওয়ালিনস্কি চান না। আমার কথা বুঝতে পারছেন?

এসব আমায় বলে কি লাভ, স্যান্ড্রা? আমি বললাম, তুমি ওয়ালিনস্কির হয়ে কাজ করছে। তিনি তো তোমার জন্য যথেষ্ট করেছেন।

স্যান্ড্রা নিষ্ঠুর হেসে বলল, সে কথায় আসছি। উনি আপনাকে ডেকে বললেন যে আপনার বান্ধবীর মুখে হুলা আর হ্যাংক অ্যাসিড ছুঁড়েছে বলে তিনি খুব দুঃখিত, তাই না? আপনাকে উনি বেশ বুঝিয়ে দিলেন যে হুলা মিনস্কিকে খতম করে পুঁতে ফেলা হয়েছে। ওয়ালিনস্কি কি পরিমাণ মিথ্যেবাদী সে সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণাই নেই। ইলা ওঁর ডানহাত, সে নিজের সাগরেদদের নিয়ে ধনীদের ব্ল্যাকমেলের ফাঁদ পেতে বেড়ায়। আমার কথা বিশ্বাস করুন, হুলা মিনস্কি এই মুহূর্তে বহাল তবিয়তে এই শহরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে হ্যাঁ হ্যাংক স্মেডলিকে উনি বাঁচিয়ে রাখবেন না, মিয়ামিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে খতম করে দেওয়া হবে। কাজটা হুলা নিজেই করবে। গুম, খুন করতে ওর মত ওস্তাদ লোক দুটি নেই।

তার মানে? আমি ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করলাম, যে বদমাশ ছেলে আমার বান্ধবীর মুখে অ্যাসিড ছুঁড়েছিল, সে বেঁচে আছে এই কথাটাই তুমি বোঝাতে চাইছো?

ঠিক তাই।

স্যান্ড্রার কথা শুনে আমার একটা শীতল ক্রোধ মাথার দিকে উঠে গেল। হুলা মিনস্কিকে কোথায় খুঁজে পাব?

স্যান্ড্রা বলল, আপনি খুঁজে পাবেন না। ওকে কিরকম দেখতে তাই আপনার জানা নেই।

কে বলল জানা নেই? সে বেঁটেখাটো দেখতে, কাঁধ চওড়া, গায়ে একটা সাদা কোট থাকে আর মাথায় থাকে চওড়া বনাত দেওয়া টুপি।

তাতে কাজ কতদূর এগোবে? টুপি আর কোট খুলে ফেললে আপনি তাকে চিনতে পারবেন? কয়েক হাজার বেঁটে খাটো চওড়া কাধওয়ালা লোক এই শহরে চলাফেরা করে। আমি সাহায্য না করলে আপনি হাজার চেষ্টা করেও তাকে খুঁজে পাবেন না।

কিন্তু তুমি কোন স্বার্থে আমায় সাহায্য করবে বলো তো?

বিষাক্ত সাপের মত হিসহিস করে স্যান্ড্রা বলল, কারণ সে আমার বাবাকে খুন করেছিল।

কেন?

ওঁর জায়গায় ওয়ালিনস্কিকে বসানোর জন্য। আমার বাবাই ছিলেন ফ্লোরিডায় মাফিয়ার কর্তা। এখানকার কাজকর্ম তিনিই চালাতেন। আমি ছিলাম আমার বাবার সেক্রেটারী, একটা সিগারেট দিন।

স্যান্ড্রা, তোমার বাবা মাফিয়া সর্দার ছিলেন?

সিগারেট ধরিয়ে স্যান্ড্রা বলল, হ্যাঁ। বাবা খুন হবার পর তার মৃতদেহ ছুঁয়ে শপথ করেছিলাম বদলা নেবো। আর এতদিন ধরে এমন একজনকে খুঁজছি যার সাহস আছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে তারপর প্রশ্ন করলাম, তুমি ওয়ালিনস্কির সেক্রেটারী হয়ে গেলে?

হ্যাঁ, ওয়ালিনস্কি নিজেই যে আমার বাবাকে খুন করার হুকুম দিয়েছিলেন আর সেটা যে আমি জেনে ফেলেছি সেটা তিনি ধরতে পারেন নি। বাবাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। তার কিছুদিন পর বাবার নিজের হাতে লেখা একটা চিঠি খুঁজে পাই। চিঠিটা আমাকে লেখা। তাতেই জেনেছিলাম যে ওয়ালিনস্কি তাকে সরিয়ে এখানকার দলের কর্তা হতে চাইছে। আর মিনস্কি ওঁকে খুন করার সুযোগ খুজছে। আমি পুরো তিনটি বছর আমার বাবার সেক্রেটারীর কাজ করেছি। দলের কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়ালিনস্কির চাইতে অনেক বেশী খোঁজখবর আমার জানা ছিল। আমি ওঁর সেক্রেটারীর কাজ করতে চাই শুনে ওয়ালিনস্কি খুব খুশি হলেন।

কিন্তু তুমি তা করতে গেলে কেন? ওয়ালিনস্কির অধীনে কাজ করতে তোমার একবারের জন্যও মনে ঘেন্না হল না?

বিষাক্ত হাসি হেসে সে বলল, প্রতিশোধ নেবার জন্য ডার্ক। দিনের পর দিন আমি সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছি। জানতাম একদিন সুযোগ আসবেই। এখন আপনি আর

আমি দুজনেই প্রতিশোধ নিতে চাইছি। আমি চাই আমার বাবার খুনের বদলা আর আপনি চান আপনার বান্ধবীর মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ার বদলা। আমাদের দুজনেরই উদ্দেশ্য এক, ডার্ক।

তাহলে কি এটাই দাঁড়াচ্ছে যে হুলা মিনস্কিকে খতম করতে পারলে ওয়ালিনস্কিকে ওপর ওয়ালারা এখান থেকে সরিয়ে দেবে?

হ্যাঁ, কিন্তু মাফিয়াদের কাজ বন্ধ হবে না। ওয়ালিনস্কির জায়গায় আর কাউকে বসানো হবে। আবার হুলার জায়গাতেও নতুন কোনও বদমাশ আসবে। সে আবার নতুন করে ব্ল্যাকমেলিংয়ের ফাঁদ পাততে শুরু করবে। মাফিয়াদের কাজকর্ম থামাতে না পারলে হুলা মিনস্কিকে আপনি আর আমি মিলে সরাতে পারব আর তার ফলে ওয়ালিনস্কি ডুববে এইটুকুই আমাদের লাভ। আমি অন্তত তাতেই খুশি হব।

স্যান্ড্রার পরিকল্পনাটা মন্দ নয়। কিন্তু হাজার হলেও ও নিজে মাফিয়া দলের কর্মী, ওর বাবা ছিল এখানকার মাফিয়া সর্দার, তাই ওর সঙ্গে হাত মেলাতে মনে মনে ঘেন্না হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে যদি হুলা মিনস্কিকে শেষ করতে পারি তবে সেটাই আমার লাভ।

ঠিক আছে স্যান্ড্রা তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পার। আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি। কিন্তু আমরা কিভাবে এগোবো?

প্রথমে হুলাকে খুঁজে বের করতে হবে। ও টেলিফোনে ওয়ালিনস্কির সঙ্গে যোগাযোগ করে হুকুম নেয়। এতক্ষণে স্মেডলির কাছে থেকে ও নিশ্চয়ই সব জেনেছে কিন্তু ও যে

এখনও বেঁচে আছে আর সেটা যে আপনি জানেন এটা ওর জানা নেই। এর ফলে ও অসাবধানী হবে। হুলা আর ওর পুরোনো অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাবে না। এখানেই আবার কোথাও নতুন কোনও থাকার জায়গা ও ঠিক জুটিয়ে নেবে।

ওকি হার্মিস ইয়াটে থাকতে পারে?

স্যান্ড্রার মুখ শক্ত হল, কঠিন গলায় বলল, হার্মিসের খোঁজ আপনাকে কে দিল?

খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি। কার কাছে জেনেছি তা তোমার না জানলেও চলবে।

হুলা ওখানে যাবে না। ইয়াটে শুধু এখানকার লোকেরা গিয়ে টাকা দিয়ে আসে। ওয়ালিনস্কি মাসের পয়লা তারিখে গিয়ে সেই টাকা হাতিয়ে মিয়ামির দিকে রওনা হয়। হুলা মিনস্কি কখনও ইয়াটে থাকতে যাবে না। ওর থাকার জন্য অনেকটা জায়গা দরকার।

ওর চেহারার বর্ণনা দিতে পার?

পারি। একসময় ওয়ালিনস্কি টেলিফোনে ওর সঙ্গে কথা বলতে জানতে চেয়েছিল ডলি কেমন আছে। হয়ত ডলি নামে মিনস্কির কোনও বান্ধবী আছে।

ডলি! নামটা শুনে আমি চমকে উঠলাম, মনে পড়ে গেল ডলি গিলবার্ট নামের সেই বেশ্যা। মেয়েটিকে। হ্যাংক স্মেডলির খবর তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম আর নামটা

শোনার সঙ্গে সঙ্গে ও চমকে উঠেছিল। ডলি যদি হুলার বান্ধবী হয় তাহলে হ্যাংক লুকিয়ে তার কাছে যেত আর হুলা তা জানতেও পারত না।

হ্যাংকের নাইট ক্লাবের তো বারোটা বেজে গেছে, তাহলে ব্ল্যাকমেলের আর প্রোটেকশানের টাকা এখন কোথায় কার কাছে জমা পড়বে বলতে পারো?

জানি না। তবে আমি খুঁজে সেটা ঠিক বের করতে পারব।

মাস শেষ হতে আর মাত্র আটদিন আছে স্যা, পয়লা তারিখে ব্ল্যাকমেলের টাকা হাতাতে মিনস্কিকে আসতেই হবে।

হা, ও আমি ঠিক খুঁজে বের করব, ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেব। আপনার নম্বর কত?

গাইডে পাবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা স্যান্ড্রা, অ্যাঞ্জেলা থরসেনকে কেন ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে বলতে পারো?

না, তা আমার জানা নেই। সে সব খবর মিনস্কির কাছে লেখা আছে। ওয়ালিনস্কি নিজেও জানেন না। উনি শুধু টাকা চান। আর কোনও কৌতূহল নেই।

সে কি? যে সব লোক ওঁকে প্রতিমাসে লাখ লাখ ডলার দিচ্ছে তাদের গোপন পাপের খবর উনি কিছুই রাখেন না?

কেন রাখতে যাবেন বলুন তো? উনি পুরোপুরি স্থলা মিনস্কির উপর নির্ভর করেন। ওয়ালিনস্কির নিজের চোরাই মাদক ওষুধের ব্যবসা আছে। উনি তাই নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকেন। ব্ল্যাকমেলের কাজকর্মের ব্যাপার পুরোপুরি হুলার ওপর। ওয়ালিনস্কির ফেরার সময় হয়েছে এবার আমায় যেতে হবে। আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি, ডার্ক?

পারো।

এখানে আমার অ্যাকাউন্ট আছে, কাজেই আপনাকে দাম দিতে হবে না, বলতে বলতে হঠাৎ তীব্র ঘৃণা আর জিঘাংসায় স্যান্ড্রার বুজ চোখজোড়া ঝলসে উঠল, মিনস্কির দেখা পেলে তাকে খুন করবেন না যেন। ওটা আমার জন্য তুলে রাখবেন, বলে সে হাত নেড়ে বিদায় নিল।

.

রাত প্রায় একটায় থ্রী ক্র্যাব রেস্তোরাঁ থেকে বেরোলাম। আগামীকাল সকাল থেকে আমার আর কিছুই করার নেই, অগত্যা বাড়ি ফিরলাম। বিল আগেই শুয়ে পড়েছিল। তাই আমিও শুয়ে পড়লাম। বালিশে মাথা রেখে স্যান্ড্রার কথা ভাবতে ভাবতে কোনপথে এগোব তাই ভাবছিলাম। শেষকালে কখন যেন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। পরদিন সকাল দশটা নাগাদ ভারী জলখাবার খেতে খেতে স্যান্ড্রার সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়েছে সব বিলকে বললাম। সব শুনে সে বলল, এবার তাহলে কি করবে ঠিক করলে?

আগে মিনস্কি তারপর অ্যাঞ্জেলাকে টিট করব। আমার ইচ্ছে তুমি অ্যাঞ্জেলার ওপর বেশী নজর রাখ। ওর সম্পর্কে আমাদের আরও জানা দরকার। ওর সঙ্গে আঠার মত লেগে

থাকো বিল, ও কি করে, কোথায় যায় সব ভালো ভাবে লক্ষ্য রাখবে। ও নিশ্চয়ই সারাদিন একা বাড়িতে বসে থাকে না। অ্যাঞ্জেলা লুকিয়ে কার সঙ্গে দেখা করে, কার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, এগুলো আমার জানা দরকার।

বুঝলাম, কিন্তু তুমি এখন কি করবে?

আমি এখন যাব ডলি নামে সেই বেশ্যা মেয়েটার কাছে। হয়ত মিনস্কি এখন ওর কাছেই থাকে। ঐ বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে আবার কথা বলব। মিনস্কি যেখানে যাই করে বেড়াক না কেন আমি তার ওপর ঠিক নজর রাখব জেনো। ঠিক আছে বিল, তুমি তাহলে অ্যাঞ্জেলার ওপর নজর রেখো, রাতে আবার দেখা হবে। বলে বেরিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলাম ডলির বাড়ি। তখন বেলা এগারোটা। বাড়ির একতলায় দারোয়ান তার ঝাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আমায় দেখেই তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আবার এসেছেন দেখছি। টেরি জিগলারের খোঁজ পেলেন?

না, আপাততঃ আমি আরেকজনকে খুঁজছি। বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা কোনও লোককে দেখেছো যে গায়ে সবসময় সাদা কোট আর মাথায় চওড়া বনাত দেওয়া টুপি পরে?

সে ভাবলেশহীন ভাবে বলল, সারাদিনে কত লোককেই এখানে আসা যাওয়া করতে দেখি।

আমি এমন একজনের খোঁজ করছি যাকে বেঁটে খাটো গাঁট্টাগোট্টা দেখতে যে সবসময় সাদা কোট পরে আর মাথায় চওড়া বনাত দেয়া টুপি পরে।

আসে হয়ত। হয়ত আমি তাকে দেখেছি।

ওয়ালেট থেকে একটা দশ ডলারের নোট তার হাতে দিয়ে বললাম, দেখো তো মনে করতে পারা কিনা?

প্রায় ছোঁ মেরে নোটটা নিয়ে পকেটে পুরে বলল, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। লোকটা ডলির দালাল। প্রায়ই এখানে আসে, এলোমলো ভাবে ঝাট দিতে দিতে নিজের মনেই বলে, এখানে থেকে এখানকার লোকেদের সম্পর্কে খোঁজ খবর দেওয়াটা আমার পক্ষে উচিৎনয় মশায়। ওরা এটা ভাল চোখে দেখবেন না।

তুমি নিজে থেকে কিছু না বললে কেউ জানতে পারবে না।

মনে হয় ঠিকই বলেছেন।

লোকটাকে কেমন দেখতে তাই বলল।

এসব আমি বলতে পারবো না মশাই। যার কথা জানতে চাইছেন তার সঙ্গে আমার ঝামেলা হোক আমি তা চাইনা।

বুঝলাম অল্পে তার পেট ভরেনি। সে আরো টাকা চায়। আরেকটা দশ ডলারের নোট বের করে মুঠোয় রেখে তার দিকে তাকালাম।

দারোয়ান বলল, ওটা কি আমার জন্য? আপনি একটু আগে যেমন বলেছেন লোকটাকে তেমনি দেখতে। বেঁটে কাঠখোট্টা চেহারা। আমি মাত্র দুবার তাকে দেখেছি, তাতেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। ওর মুখ দেখে মনে হয় ছেলেবেলায় কেউ ওর নাক মুখ পায়ে মাড়িয়ে থেলে দিয়েছিল। চ্যাপ্টা নাক, ঢালু কপাল, এককথায় বলব যে ওর মুখ দেখলে যে কেউ ভয়ে আঁতকে উঠবে। আবার আমার হাতের মুঠোর দিকে তাকিয়ে, এটা সত্যিই আমায় দেবেন তো?

ওর চুলের রং কেমন? কালো, না লাল, না সোনালী?

তা বলতে পারবো না, যতদূর মনে হয় ও আজকালকার ক্ষ্যাপা ছোঁড়াদের মতন মাথা কামায়, আর হয়ত সেজন্যেই ও মাথায় সবসময় টুপি পরে থাকে। ওর মাথাটা ডিমের মত চাচাছোলা। লোকটা ভুরুও কামায়।

ভাবলাম এবার একটা খাঁটি খবর পেয়েছি যার ওপর ভিত্তি করে আমি এগোতে পারি। নোটটা দারোয়ানের হাতে দিয়ে বললাম। কতদিন পর পর ও এখানে আসে?

জানি না। ওপরে বেশীক্ষণ কাটানোর মত সময় আমার হাতে নেই। ও গতকাল রাতে এখানে এসেছিল। ময়লা ফেলার পাত্র হাতে নিয়ে বেরিয়েছিলাম এমন সময় ওকে ঢুকতে দেখেছিলাম। এখনও হয়ত ওর বেশ্যাটার কাছেই আছে।

ঠিক আছে পরে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। বলে লিফটে চড়ে ডলির অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পা টিপে টিপে এগিয়ে দেখি তার সদর দরজার হাতলের সঙ্গে একটা নোটিশ ঝুলছে, তাতে লেখাঃ

বিরক্ত করবে না

বন্ধ দরজায় কান রাখতে ভেতর থেকে একজন পুরুষ ও একজন নারীর গলার আওয়াজ আবছাভাবে কানে এল। মনে হল শোবার ঘরে আছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আমার গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম। ভেতরে ঢুকে একখানা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

দু ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর নিজের ওপরেই বিরক্ত হচ্ছিলাম। অবশেষে একটা চল্লিশ নাগাদ দেখলাম ডলি ঐ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, তার পেছনে একজন বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা লোক। ডলির পরনে কাগজের মত পাতলা একটা ইমিটেশান চিতাবাঘের চামড়ার কোট। মাথায় একটা স্কার্ফ বাঁধা। কিন্তু ডলি সম্পর্কে আমার উৎসাহ নেই। তার সঙ্গের লোকটির ওপর আমার মনোযোগ।

ডলির সঙ্গের লোকটির মাথায় উঁচলো বনাত দেওয়া টুপি, গায়ে কালো উইন্ডচিটার, আর পরনে সাদা স্ল্যাক্স। এই লোকটিই তবে হুলা মিনস্কি। আর চাচাছোলা ঘাড় আর রগ দেখে বুঝলাম যে সে নিয়মিত মাথা কামায়, সেইসঙ্গে এও দেখলাম তার ভুরুও পরিষ্কার ভাবে কামানো। লোমহীন সেই ভয়ঙ্কর মুখের দিকে তাকালে ভয়ে গা শিউরে উঠে। তার চওড়া কাঁধ, বেঁটে খাটো পেশীবহুল দুটি পা দেখলে মনে হয় সে বুঝি মানুষ নয়, সভ্যতার এই জনারণ্যে এক হিংস্র গরিলা রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে। তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার প্রতিশোধের স্পৃহা ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। এই লোকটিই সুজির মৃত্যুর জন্য দায়ী। সে নিজ হাতে তার সুন্দর মুখখানায় অ্যাসিড ছিটিয়ে দিয়েছিল। নিজের অজান্তেই আমার ডানহাতটা আমার বুকের সঙ্গে বাঁধা রিভলভারের

বাটটা বারবার মুঠো করে ধরতে লাগল। কয়েকটা গুলিতে আমি এই শয়তানের ন্যাড়ামাথাটা ফাটিয়ে চৌচির করতে পারি কিন্তু স্যার কাছে কথা দিয়েছি, হাতে পেলেও আমি মিনস্কিকে খুন করবো না। স্যান্ড্রা নিজে সেটা করবে বাবার খুনের বদলা নিতে, তাই অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলাম।

হুলা মিনস্কি কয়েক পা এগিয়ে ফুটপাতে দাঁড় করানো একটা সবুজ রংয়ের ক্যাডিলাকের দরজা খুলে স্ট্রিয়ারিং ধরে বসল, ডলি তার পাশে বসল। জোর স্পীডে গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই আমি বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছু নিলাম। অনেক রাস্তা, অনেক গলি পেরিয়ে এক ইটালিয়ান রেস্তোরাঁর সামনে মিনস্কি গাড়ি দাঁড় করালো। রেস্তোরাঁর দারোয়ান এসে গাড়ির দরজা খুলে দিতেই ডলি ও হুলা দুজনে হাত ধরাধরি করে রেস্তোরাঁয় ঢুকল।

রাস্তার শেষে গাড়ি রেখে রাস্তার অন্যপ্রান্তে ফিরে এলাম। ইটালিয়ান রেস্তোরাঁর ঠিক উল্টোদিকে একটা স্যান্ডউইচ বারে ঢুকে দুটো বীফ পিকেল স্যান্ডউইচ আর কফির অর্ডার দিলাম। এখান থেকে রেস্তোরাঁর দরজাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কফি খেতে খেতে পুরো এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম তারপর দেখলাম রেস্তোরাঁর দরজা খুলে ডলি একা বেরিয়ে এল। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ডলি সোজা উল্টোমুখে হাঁটতে লাগল। বুঝলাম সে এখন আস্তানায় ফিরে যাচ্ছে। বিল মিটিয়ে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উল্টোদিকের রেস্তোরাঁর সামনে এলাম। সামনেই মিনস্কির সেই সবুজ ক্যাডিলাক। আড়চোখে নম্বরটা দেখে নিয়ে আমার গাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আরও আধঘণ্টা পর মিনস্কি সেই ইটালিয়ান রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল। এবার একটি নতুন লোককে তার পাশে হাঁটতে দেখলাম। লোকটি লম্বা পাতলা ছিপছিপে গড়ন, মাথাভর্তি লম্বা চুল কাঁধ পর্যন্ত

এসে নেমেছে। চোখে সানগ্লাস, পরনে গলা খোলা শার্ট আর জিনস্। লোকটার মাথায় কালো টুপি, তার বনাত নামিয়ে দেবার ফলে তার মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না।

সেই সবুজ ক্যাডিলাকে দুজনে চাপল। মিনস্কি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে কিছু দূর এগোতেই আমি তার পিছু নিলাম। কিন্তু সী ভিউ অ্যাভিনিউতে ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে পড়ে আমি মিনস্কির গাড়িটাকে হারিয়ে ফেললাম। অগত্যা ফিরে এলাম সেই পুরোনো ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় নেপচুন রেস্তোরাঁয় ঢুকে দেখলাম আমার চর অ্যাল বার্নি একমনে বীয়ার খাচ্ছে।

তার চোখে মুখে হাসি ফুটল আমায় দেখে। ওয়ালেট থেকে একটা কুড়ি ডলারের নোট বের করে নোংরা ভেজা শার্টের পকেটে গুঁজে দিয়ে বললাম, চটপট বলে ফেলো তো অ্যাল, হলা মিনস্কির সঙ্গে একটা লম্বা পাতলা ছিপছিপে লোক ঘুরে বেড়ায়। মাথায় কালো টুপি। চোখে সানগ্লাস, মাথার চুল কাধ পর্যন্ত নেমেছে। লোকটা কে?

বিষাক্ত সাপ মিঃ ওয়ালেস। ওর নাম সল হার্মাস, জো ওয়ালিনস্কির ইয়াটটা ঐ চালায়। অর্থাৎ ঐ ইয়াটের ক্যাপ্টেন। লোকটা বিষাক্ত সাপের মত ধূর্ত আর হিংস্র। ওর কাছ থেকে যত দূরে থাকবেন ততই আপনার মঙ্গল।

ওকে কোথায় পাবো বলতে পার?

আপনি আমায় প্রাণে না মেরে রেহাই দেবেন না দেখছি। এদিক ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, শুনুন সী ভিউ অ্যাভিনিউর শেষ বাংলোটায় মিনস্কি যখন থাকে তখন সল হামাস ওই বাংলোতে থাকে।

ধন্যবাদ অ্যাল। আমার আর কিছুর দরকার নেই। বলেই বেরিয়ে গাড়িতে এসে বসলাম। সী ভিউ অ্যাভিনিউর একধারে সমুদ্রের বেলাভূমিতে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা দলে দলে বালুর ওপর শুয়ে আছে। কেউ বা বিকিনি কিংবা সাঁতারের পোশাক পরে জলে ঝপাচ্ছে। খুব আস্তে গাড়ি চালাতে চালাতে আমি রাস্তার ধারের শেষ বাংলোটার দিকে একনজর তাকালাম।

বাংলোটায় গোটা ছয়েক ঘর নিশ্চয়ই আছে। বাংলোর চারিদিক ঘিরে কাঁটাতারের মজবুত বেড়া আর সদর দরজার ঠিক মুখেই দুজন ষণ্ডা চেহারার লোক সাদা ড্রিলের ট্রাউজার্স আর স্পোর্টস শার্ট গায়ে দাঁড়িয়ে চুইংগাম চিবোচ্ছে। তাদের দুজনেরই কোমরের বেল্টে রিভলভার ঝুলছে। কিছুদূর এগিয়ে গাড়ির মুখ ঘোরালাম। ফেরার পথে আবার বাংলোর দিকে তাকাতে দেখলাম সদর দরজার পাশে একটা লোক গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার পায়ের কাছে বেশ বড়সড় একটা শিকারী কুকুর শুয়ে থাবা চাটছে। এই জাতের কুকুর দিয়ে সাধারণতঃ পুলিশ বিভাগে অপরাধীদের খুঁজে বেড়ায়। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম মিনস্কি এই মুহূর্তে বাংলোতেই আছে। তাকে ধরতে হলে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

বেলাভূমির ধারে গাড়ি রেখে একটা টেলিফোন বুথে ঢুকলাম। স্প্যানীশ বে হোটেলের টেলিফোন নম্বর ডায়াল করে বললাম, মিস স্যান্ড্রাকে দিন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্যান্ড্রর গলা ভেসে এল।

হ্যালো কে বলছেন?

এখন কথা বলা যাবে?

যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন। ওয়ালিনস্কি বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকছে।

আজ কোথায় কখন দেখা করবে বলে দাও।

সন্ধ্যা ছটার সময় থ্রি ক্র্যাব রেস্তোরাঁয়, বলেই সে হঠাৎ জোর গলায় বলল। দুঃখিত, আপনি ভুল নম্বরে ফোন করছেন। বুঝলাম ওয়ালিনস্কি ঘরে ঢুকেছে। রিসিভার নামিয়ে গাড়িতে ফিরে এসে কিছুক্ষণ বসে ভাবলাম। তারপর সোজা গেলাম পুলিশ হেডকোয়ারটার্সে। ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর টম লেপস্কি তার টেবিলে বসে কাজ করছিল। আরো দুজন ডিটেকটিভ নিজেদের টেবিলে বসে রিপোর্ট লিখছিল।

এই যে টম, ব্যস্ত নাকি?

দুচোখে ঠাণ্ডা পুলিশীচাউনীতে আমার দিকে তাকিয়ে টম বলল, কাল মাঝরাতে তুমি কোথায় ছিলে ডার্ক?

কোথায় ছিলাম জানতে চাইছে? কাল মাঝ রাতে আমি আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে রেস্তোরাঁয় বসে গপগপ করে ইটালিয়ান খানা খেয়েছি।

বান্ধবী? কে সে, কি নাম তার?

কিছুটা গম্ভীর ভাবেই বললাম, তুমি খুব ভালভাবেই জানো যে এসব প্রশ্ন করার এক্তিয়ার তোমার নেই। কাল মাঝরাতে কোথায় ছিলাম তাইবা তুমি জানতে চাইছো কেন?

শোন, মিয়ামি পুলিশ জানিয়েছে আজ ভোরবেলা তারা সেখানকার বন্দরের কাছে হ্যাংক স্মেডলির লাশ জল থেকে উদ্ধার করেছে। মাথার পেছন দিকে গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

হ্যাংক খুন হয়েছে আঃ, কি সুসংবাদ। একটা গেছে এখন অ্যাঞ্জেলা আর হুলা মিনস্কি এই দুটো দুশমন বাকি।

হ্যাংককে কে খুন করতে পারে বলো তো?

যেই করুক, সে তুমি নও, এটাই বলতে চাইছে তাই না, ডার্ক?

ঠিক ধরেছে, যাকগে। ঐ বাঁদরটা মরেছে সেজন্য কারও কোনও ক্ষতি হবে না। আমি কিছু খবরের জন্য তোমার কাছে এসেছি। আগে জানতে চাই সুজির মুখে যারা অ্যাসিড মেরেছিল তাদের কোন খোঁজ পেয়েছ কিনা?

দুঃখিত ডার্ক, আমরা শুধু অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি।

সল হার্মিস সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?

জো ওয়ালিনস্কির ইয়াটের ক্যাপ্টেনের কথা বলছো?

হ্যাঁ।

না, ওর বিরুদ্ধে আমার কাছে কোন অভিযোগ আসেনি, কিন্তু ওর সম্পর্কে তোমার এত কৌতূহল কেন?

টম, সুজির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ছিল, ওর মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ার ব্যাপারটা কিন্তু এত সহজে আমি ভুলব না। আমি নিজেও খোঁজখবর নিচ্ছি। সবকিছু গুছিয়ে তারপর তোমার কাছে আসব।

কিছু প্রমাণ আমাদের হাতে দাও, ডার্ক। তাহলেই আমরা কাজে নেমে যাব।

হার্মিস সম্পর্কে কতটুকু জানো?

রাজার হালে থাকে, এর বাড়ির চারপাশে গুলিভরা রিভলভার নিয়ে জো ওয়ালিনস্কির লোকেরা পাহারা দেয়। তবে ওর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার মত কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

এবার বলল হুলা মিনস্কি সম্পর্কে কতটুকু জানো?

ঐ বেজন্মার সঙ্গে সুজির মারা যাবার কি সম্পর্ক?

সম্পর্ক আছে টম, ঐ বেজন্মাটাই সুজির মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মেরেছিল। অন্ততঃ সাক্ষীদের বর্ণনা শুনে বুঝেছি এটা তারই কাজ। ওর অ্যাপার্টমেন্টে স্মেডলিকে থাকতে দিত। ওরা দুজনে মিলেই সুজিকে শেষ করেছে।

শুধু মুখের কথায় তো হবে না, প্রমাণ চাই। উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারবে?

তেমন প্রমাণ এখনও আমার হাতে আসেনি, পেলে নিশ্চয়ই তোমায় দেব।

শোন ডার্ক। কিসের মধ্যে পা বাড়াচ্ছ সে সম্পর্কে এখনও তোমার ধারণা হয়নি। মিনস্কি লোকটা কিন্তু ভয়ানক বিপজ্জনক। জানি, সুজির মারা যাবার ব্যাপারটা তুমি ভুলতে পারছ না। তুমি যা বলছে আমি উড়িয়ে দিতে পারছি না। হয়ত অ্যাসিড ছোঁড়ার কাজটা মিনস্কি করেছিল। ও এ ধরনের কাজ করে বেড়ায়, তাহলেও বলব লোকটা ভয়ানক ধূর্ত, ওর পেছনে লেগে তুমি কিছুই করতে পারবে না, তারচেয়ে ব্যাপারটা ভুলে যাও। স্মেডলি খুন হয়েছে, তোমার কমবেশী শোধবোধ হয়ে গেছে। ভগবানের দোহাই এসব থেকে দূরে থাকো।

টম, তুমি কি জানো যে এই শহরের কয়েকশো বাসিন্দাকে প্রত্যেক মাসে ব্ল্যাকমেলের টাকা যোগাতে হয়। প্রত্যেক মাসে শুধু এই শহর থেকেই ওঠে মোট পনেরো লাখ ডলার? সেই খোঁজ রাখো? খোঁজ নেবার লোক আমার আছে। ওরা তোমায় কিছু না বললেও আমার কাছে কিছুই চাপা রাখে না। শোন, প্রত্যেক মাসের এক তারিখ যাদের ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে তারা টাকা দেয়। বড় বড় পয়সাওয়ালা লোকেরা স্মেডলিকে টাকা দিত। আর যারা ছোটখাটো তারা রাত তিনটেয় ওয়ালিনস্কির ইয়াটে গিয়ে টাকা দিয়ে আসত। স্মেডলিও যা টাকাকড়ি পেত, সব হুলা মিনস্কিকে দিত। রাত তিনটের সময় ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় দুজন লোক ছাড়া আর কেউ ঘুরে বেড়ায় না। সেই দুজন লোক হল তোমাদের দুই কনস্টেবল, ওখানে অপরাধ দমন করা যাদের কাজ। আমি তোমায় বলছি ঐ দুই পেট মোটা শুয়োরের বাচ্চাও কিন্তু মাফিয়ার কাছ থেকে টাকা খায়। আর খেয়ে চোখ বুজে ঘুরে বেড়ায়। কে ব্ল্যাকমেলের টাকা কার কাছে জমা দিচ্ছে তা জানার

কোনও কৌতূহল ওদের আর নেই। ঐ দুটো কনস্টেবলকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসো। তারপর চালাক-চতুর আর ঘুষ খায় না এমন দুটো ছেলেকে ওখানে পাহারা দেবার কাজে বহাল করো, যারা ওয়ালিনস্কির ইয়াটে রাত তিনটেয় যাকে উঠতে দেখবে তাকেই জেরা করবে। আমার কথা শুনে কাজ করে দ্যাখো, ভাল ফল পাবে।

কিন্তু স্মেডলির আড্ডা তো বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন তাহলে পয়সাওয়ালার দল কোথায় টাকা জমা দেবে?

তা নিয়ে ওদের কোনও মাথাব্যথা নেই। আবার নতুন আড্ডা গজিয়ে উঠবে। গজিয়ে উঠলে তোমায় খবর দেবো।

ওপরওয়ালার সঙ্গে আগে কথা বলতে হবে।

আমিও তাই চাই টম। তুমি আগে ওঁর সঙ্গে কথা বল, তারপর কাজে হাত লাগাও। মাসের পয়লা তারিখ আসতে আর মাত্র সাতদিন বাকি, বলে উঠে দাঁড়ালাম।

লেপস্কি বলল, মিনস্কিকে ঘাঁটাতে যেও না। তুমি একানও। আমাদের পক্ষেও ওকে সামলানো সহজ হবে না। এই শহরে অনেক পয়সাওয়ালা লোক আছে যারা নিজেদের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাবার চাইতে মাসে মাসে ব্ল্যাকমেলের টাকা জুগিয়ে যাবে। কথাটা মনে রেখো।

ভারী নতুন কথা শোনাচ্ছে যেন। যাক গে টম, তোমার লোকেরা এই ব্ল্যাকমেলের কারবার বন্ধ করার কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে কিনা সেটা বলো?

ডার্ক, এতবড় ব্ল্যাকমেলের কারবার বন্ধ করা চাট্টিখানি কথা নয়। আমরা জানি যে ওয়ালিনস্কি এই কারবার দেখাশোনা করে কিন্তু তাতে কিছুই আসবে যাবে না। ব্ল্যাকমেলের টাকা জোগাচ্ছে, এমন তিন চারজন লোক আমাদের কাছে এসে যদি নালিশ করে, শুধু তাহলেই আমরা কিছু করতে পারব। কিন্তু সেখানেও ভয় আছে। হয়ত তেমন তিনচারজন লোক আমরা যোগাড় করলাম। কিন্তু তারপর একদিন দেখব হ্যাংক স্মেডলির মত তাদেরও লাশ বন্দরের জলে ভাসছে। কুকর্মের সাক্ষী রাখবে না ভেবে ওয়ালিনস্কির দলের লোকেরা তাদের খুন করবে। আর তখন আমরা পড়ব মুশকিলে, কারণ ওয়ালিনস্কিকে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর কোন রাস্তাই থাকবে না।

তাহলে তোমরা সব জেনেশুনেও কিছুই করছে না, তাই না?

ঠিক বলেছো ডার্ক। আমরা কিছুই করছি না।

তাহলে অন্ততঃ ঐ ওয়াটার ফ্রন্টের কনস্টেবল দুটোকে সরাও। তাহলেও ওদের চাকে যথেষ্ট ঘা দেওয়া হবে।

দেখি, আমি ওপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলব।

চলি টম, বলে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

.

বিলকে দেখতে পেলাম না বাড়ি ফিরে। আন্দাজ করলাম ও অ্যাঞ্জেলা থরসেনের ওপর নজর রাখছে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে গাড়ি চালিয়ে থ্রি ক্র্যাব রেস্তোরাঁয় হাজির হলাম। ছটা বাজে। ভেতরে ঢুকতেই খবর পেলাম স্যান্ড্রা আমার জন্য দোতলায় অপেক্ষা করছে। এই সময় খদ্দেরদের ভীড় বাড়বার ফলে রেস্তোরাঁয় বেশ হৈ চৈ পড়ে যায়।

দোতলার নির্দিষ্ট কেবিনে ঢুকে দেখি স্যান্ডা বসে, হাতে সিগারেট।

ডার্ক, খাবার দাবার যা আনবার তাড়াতাড়ি আনতে বলুন, ওয়ালিনস্কি বেরিয়েছে, ঠিক সাতটায় ফিরবে।

উল্টোদিকের চেয়ারে বসে স্যার দিকে তাকাতে মনে হল ও মানুষ নয় শিকারের পেছনে ছুটে বেড়ানো এক রক্ত লোলুপ বাঘিনী।

মিনস্কিকে দেখেছি স্যা। তার আজ্ঞার খোঁজও পেয়েছি।

সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, দেখেছেন? কোথায়?

সংক্ষেপে সব কথা বললাম। সল হার্মাসের সঙ্গে তার বাংলোয় গিয়ে হুলা আশ্রয় নিয়েছে তাও বললাম।

ঠিকই ধরেছেন। ঐ বাংলোটাকে আমরা সবাই খামার বাড়ি বলি। আমার বাবার পরামর্শে ওয়ালিনস্কি ওটা বানিয়েছিল। ওখানে সবসময় কড়া পাহারা থাকে। মিনস্কি যতক্ষণ ঐ বাড়ির ভেতরে থাকবে ততক্ষণ কেউ তাকে ছুঁতেও পারবে না।

খুব ভাল কথা। আমরা অপেক্ষা করব। একসময় তো ওকে বেরিয়ে আসতেই হবে, তখন আমরা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।

স্যান্ড্রা বলল, মাসের শেষদিন ওকে বেরিয়ে আসতেই হবে। তখন আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব। ঐ একমাত্র সুযোগ। কথা শেষ করে এক ভয়ঙ্কর হাসি হাসল যা দেখে আমি শিউরে উঠলাম। এর আগে কখনও এমন ভয়ঙ্কর হাসি আমি দেখিনি।

তুমি না দেখলেও আমি হুলাকে দেখেছি। ওকে সামনে পেলে তুমি কি করবে?

আগে ওকে জ্যান্ত পাই তারপর ভাবব। আমার বাবাকে খুন করার ফল ওকে পেতেই হবে।

কিন্তু হুলা মিনস্কিকে তো তুমি আর জালে ধরতে পারবে না। জ্যান্ত বাঘ ধরার মত ব্যাপার।

স্যান্ড্রা বলল, রাস্তা অনেক আছে। দেখি মাথা খাটিয়ে কিছু বের করা যায় কিনা। ওয়ালিনস্কি তিনদিনের জন্য নিউইয়র্ক যাবে। আপনি আগামী বৃহস্পতিবার আবার এখানে আসবেন তখন কথা হবে।

বৃহস্পতিবার অর্থাৎ মাসের পয়লা তারিখ। বেশ, তাই আসব।

খাওয়া শেষ করে স্যান্ড্রা কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল, আমার কাঁধে আলতো চাপড় মেরে এক দুর্বোধ্য কঠিন নিষ্ঠুর হাসি হেসে সে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে আমিও নীচে চলে এলাম।

৮.

অ্যাপার্টমেন্টের সদর দরজায় চাবি ঘুরিয়ে রাত দশটার কিছু পরে বিল ঢুকল। হাতে স্কচ হুইস্কির গ্লাস নিয়ে আমি তখন একমনে ভাবছিলাম।

তোড়ে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে সেই সঙ্গে সোঁ সোঁ বাদল হাওয়া বইছে। বিলের গায়ে ম্যাকিন্টস থেকে জল ঝরে পড়ছে দেখে আরেকটা গ্লাসে স্কচ ঢেলে এগিয়ে দিতেই সে খেঁকিয়ে উঠল।

খবরদার ডার্ক, এখন আমায় কোনও প্রশ্ন করবে না। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। আগে আমি পেট পুরে খাব, তারপর যা বলার বলব। তোমার টেবিলের মত একখানা বড়সড় জম্পেশ স্টেক না খেয়ে একটা কথাও আমি বলব না, চলো বেরোও।

অজানা নয় আমার বিলের স্বভাব। তাই ম্যাকিন্টস গায়ে চাপিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে তার পেছনে পেছনে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

মাত্র চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সে একখানা বড় স্টেক সাবাড় করল। সেইসঙ্গে একরাশ ভাজা পেঁয়াজ আর ফ্রাই। উল্টো দিকে বসে কাঁকড়ার স্যালাড নাড়াচাড়া করতে করতে বললাম, আমায় দেবার মত কোনও খবর আছে?

এখনও আমার পেট ভরেনি। সে ওয়েটারকে একটা অ্যাপেল পাইয়ের অর্ডার দিল, এই রাক্ষসের সঙ্গে চলতে হলে ধৈর্য না ধরে উপায় নেই, তাই অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সত্যি বড্ড খিদে পেয়েছিল। শুধু একটা হটডগ খেয়ে আধঘণ্টা বৃষ্টির ভেতর বসে থেকেছি।

কোনও খবর আছে কিনা জানতে চাই।

নিশ্চয়ই আছে, অনেক খবর। শোন আজ সকাল এগারোটা থেকে অ্যাঞ্জেলার আস্তানার ওপর নজর রেখেছি। কিন্তু একবারের জন্যও তাকে চোখে পড়েনি। তারপর বেলা বারোটা নাগাদ মিসেস স্মেডলি ঝুড়ি হাতে বাজার করতে বেরোলেন। তারও দশ মিনিট পর বাড়ির ভেতর থেকে অ্যাঞ্জেলা বেরিয়ে বাগানে এল। তখন বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে, তার ভেতর গাড়িতে বসে দেখলাম ও ভিনজতে ভিনজতে বাগানের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে আর নিজের মনে বক বক করছে। হঠাৎ দেখলাম ও রেগেমেগে কয়েকবার আকাশের দিকে তাক করে ঘুষি মারল। তারপর দুহাত মুঠো করে নিজের মাথায় কয়েকবার ঠুকল, মনে হল ওর মাথার গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। আরও কিছুক্ষণ ঐভাবে বক বক করতে করতে বাড়ির ভেতর ঢুকে দরজা এটে দিল।

আরও কিছুক্ষণ পরে মিসেস স্মেডলি ঝুড়ি হাতে নিয়ে বাজার করে ফিরলেন। দুঘণ্টা আর কিছু দেখতে পেলাম না। ঠিক দুঘন্টা পরে ঝামেলা শুরু হল। বাড়ির ভেতর থেকে মেয়ে মানুষের গলার আর্তনাদ ভেসে এল। সে আর্তনাদ শুনলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। আমি গাড়ি থেকে নেমে বসার ঘরের কাঁচের জানলায় উঁকি দিলাম। ভেতরে তখন রীতিমত নাটক শুরু হয়েছে। অ্যাঞ্জেলা হাতে একটা বড় বাঁকানো ছুরি নিয়ে মিসেস স্মেডলির দিকে পা টিপে টিপে এগোচ্ছে। আর তিনি এককোণে দাঁড়িয়ে ওকে শান্ত হতে

বলছেন। হঠাৎ অ্যাঞ্জেলা চেঁচিয়ে উঠল, বেরো! কেলে কুত্তী! দূর হয়ে যা এখান থেকে। আমার টেরিকে এক্ষুণি চাই। মিসেস স্মেডলির চোখমুখ • খুব শান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি দেয়ালের দিকে সেঁধিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এদিকে অ্যাঞ্জেলা ছুরি হাতে ওর খুব কাছাকাছি এসে পড়াতে আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, ছুটে গিয়ে কলিং বেলের সঙ্গে শরীরটাকে চেপে ধরলাম। ঘণ্টার আওয়াজ শুনেই হয়ত অ্যাঞ্জেলার চিৎকার থেমে গেল। মিসেস স্মেডলি এসে দরজা খুলে দেন। দেখলাম তিনি ঘামছেন। আমি বললাম, মাপ করবেন, আমি রিডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকার তরফ থেকে আসছি, ভাবছিলাম...। কথা শেষ করার আগেই উনি আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। একটু অপেক্ষা করে আবার গিয়ে দাঁড়ালাম জানালার সামনে। এবার দেখলাম অ্যাঞ্জেলা বসে দুহাত মুঠো করে নিজের মাথায় মারছে আর হাতের ছুরিটা পড়ে আছে মেঝেয়। মিসেস স্মেডলি সেটা কুড়িয়ে রাখলেন। ফিরে অ্যাঞ্জেলাকে দুহাতে চেপে ধরলেন। ও বাধা দিতেই উনি এক থাপ্পড় কষালেন তার গালে আর তার চোটে ও জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। তখন উনি তাকে পাঁজাকোলা করে পাশের ঘরে গেলেন, তারপর আর কিছু ঘটেনি। এই হল ঘটনা, ডার্ক। এখন বুঝেছি অ্যাঞ্জেলার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ওকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হবে।

ও কি এইভাবে ভাইয়ের নাম ধরে চেঁচাচ্ছিল?

ঠিক তাই।

হ্যাংকের বাবা জোশ বলেছিল যে টেরি অর্থাৎ ভাই চলে যাবার পরই ওর জীবনে আঁধার নেমে এসেছিল। কিন্তু ভাইয়ের কি হয়েছিল? সে কোথায়? আমার মনে হচ্ছে রহস্যের জট ছাড়াতে পারে শুধু একজন, সে হল অ্যাঞ্জেলার ভাই টেরি।

খুব ভাল কথা, তবে কি করছ?

আমি মিসেস থরসেনের সঙ্গে কথা বলব। শুধু উনিই পারেন বলতে অ্যাঞ্জেলা সুস্থ কিনা। খাঁটি খবর দিতে পারে দুজন, জোশ স্মেডলি ও বৌ হান্না স্মেডলি। আমি দুঃখিত বিল, তোমার ফিরে গিয়ে আবার অ্যাঞ্জেলার বাড়ির ওপর নজর রাখতে হবে। আমি যাচ্ছি মিসেস থরসেনের কাছে দেখি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি কিনা।

বিল বলল, বলছ যখন যাওয়া যাক। রেস্তোরাঁ থেকে বেরোচ্ছি এমন সময় বিল বলল, কতক্ষণ নজর রাখব–সারারাত?

ওখানেই ঘোরাফেরা করো বিল, আমি বললাম, দ্যাখো ভিতরে কি হচ্ছে। মিসেস থরসেনের সঙ্গে দেখা করে তোমার কাছে যাব। আমি না পৌঁছানো পর্যন্ত ওখানে থেকো।

আমি আর বিল যার যার গাড়িতে থরসেনদের বাড়ির দিকে এগোলাম। গেট থেকে গজ দুয়েক দূরে গাড়ি পার্ক করলাম, আর বিল সরু পথ ধরে অ্যাঞ্জেলার বাড়ির কাছে গাড়ি পার্ক করল।

গাড়ি থেকে নেমে বৃষ্টির ভেতর দিয়ে এগোতে চোখে পড়ল গোটা থরসেন প্রাসাদ নিকষ আঁধারে ডুবে আছে। শুধু জোশ স্মেডলির ঘরে আলো জ্বলছে। বুঝলাম মিসেস থরসেন বাড়িতে নেই। রাত সাড়ে নটা বাজে হয়তো মিসেস থরসেন একটু পরেই ফিরে আসবেন। ইতস্ততঃ করে স্থির করলাম জোশের সঙ্গে কথা বলব।

চারবার কলিংবেল টেপবার পর জোশ সদর দরজা খুলল এবং প্রশ্ন করল, আপনি সেই বেসরকারী গোয়েন্দা মিঃ ওয়ালেস তাই না? কিন্তু মিসেস থরসেন এখন বাড়ি নেই।

মিসেস থরসেন নয় জোশ, আমি তোমার সঙ্গেই কিছু কথা বলতে এসেছি, বলে তার পাশ কেটে একরকম জোর করেই ভেতরে ঢুকলাম।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোশ তার ঘরে নিয়ে গেল। তার মুখ থেকে স্কচ হুইস্কির গন্ধ বেরোচ্ছে। ওর খাটের পাশে টেবিলের ওপর ছিল এক বোতল স্কচ হুইস্কি, তার পাশে গ্লাস।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই শুনেছে যে তোমার ছেলে হ্যাংক আর বেঁচে নেই। তাকে খুন করে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জোশ বলল, শুনেছি মিঃ ওয়ালেস। আমি বহুবার তাকে সাবধান করেছিলাম কিন্তু সে শোনেনি, ও আমায় উপহাস করেছে। ভেবেছিল ওর দলের লোকেরা চিরকাল ওর দেখাশোনা করবে। যাক, ওর আত্মা শান্তি পাক, বাপ হিসেবে এই কামনাই করে যাব।

জোশ, তুমি একবার আমায় বলেছিলে যে টেরি আর অ্যাঞ্জেলা একজন আরেকজনের খুব কাছাকাছি ছিল, কতটা কাছাকাছি ছিল তা আমায় খুলে বল।

আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ভাল করে ভেবে বল জোশ ওরা পরস্পরের কতটা কাছাকাছি ছিল।

অ্যাঞ্জেলা টেরিকে দেবতার মত ভক্তি করত। টেরি যখন গান বাজনার ঘরে গিয়ে পিয়ানো বাজাত সে সময় অ্যাঞ্জেলা দরজার বাইরে সিঁড়িতে বসে সেই বাজনা শুনতো। দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে জোশ গ্লাসের পানীয়ে চুমুক দিল, মিঃ টেরি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পরই অ্যাঞ্জেলার মেজাজ পুরোপুরি বিগড়ে গিয়েছিল। আমার বৌ ছাড়া আর কেউ ওকে সামলাতে পারত না।

জোশ আমার মনে হয় মিঃ থরসেনের খারাপ ব্যবহারে টেরি উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল আর শেষকালে তিনি যে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন তা অ্যাঞ্জেলা মেনে নিতে পারেনি। সে মন থেকে ধরেই নিয়েছিল যে টেরি আবার ফিরে আসবে। তুমি কি আমার ধারণার সঙ্গে একমত?

জোশ অস্বস্তির সঙ্গে বলল, অ্যাঞ্জেলার মনে তখন কি বাসা বেঁধেছিল তা আমি বলতে পারব না।

আমার মনে হয় অ্যাঞ্জেলা ইচ্ছে করেই ওর বাবা মিঃ থরসেনের সঙ্গে একদিন বিশ্রী ঝগড়া বাঁধিয়েছিল। যে ঝগড়া থেকে ওর হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়, তারপর সেই অবস্থায়

সে ওঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। আর তারই ফলে টেবিলের কোণে মাথা ঠুকে গিয়ে উনি মারা যান।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও জোশের উত্তর না পেয়ে বললাম, আমার কথা নিশ্চয়ই তোমার কানে গিয়েছে জোশ। আমার মনে হচ্ছে ভাই যাতে বাড়ি ফিরে আসে সেই উদ্দেশ্যেই সে তার বাবাকে খুন করেছিল। সেই সময় কেউ নিশ্চয়ই তাকে দেখে ফেলেছিল আর সেই কারণেই সেই লোকটি তাকে ব্ল্যাকমেল করে চলেছে, যে টাকা অ্যাঞ্জেলা তোমার ছেলে হ্যাংকের হাতে প্রত্যেক মাসে দিত।

আপনার ধারণা ভুল মিঃ ওয়ালেস। হ্যাঁ, মিস অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে মিঃ থরসেনের একটা ঝগড়া খুব বিশ্রী ঝগড়া হয়েছিল, তার মৃত্যুর সময় একমাত্র আমিই তার পাশে ছিলাম। বাবা আর মেয়ের সে ঝগড়াও আমি নিজের কানে শুনেছি। আমি ভেতরে ঢোকার আগেই মিস অ্যাঞ্জেলা ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। আমি ভেতরে ঢুকে দেখি হার্টে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মিঃ থরসেনের মুখ নীল হয়ে উঠেছে। এক হাতে বুক চেপে ধরে অন্য হাতে তিনি টেবিলের দেরাজ থেকে ওষুধের বড়িগুলোকে বের করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছেন, যে বড়িগুলো হার্ট অ্যাটাকের সময় উনি খেতেন। আমি ঘরের ভেতর ঢুকতেই উনি আমায় দেখতে পান। আমিই এগিয়ে এসে দেরাজের ভেতর থেকে বড়িগুলো সরিয়ে নিই।

কি বলছ তুমি জোশ?

ঠিকই বলছি মিঃ ওয়ালেস, তারপর ওষুধ না খেয়ে তিনি জ্ঞান হারান। আর পড়ে যাবার সময় টেবিলের কোণায় ওর মাথাটা ঠুকে যায়, তার ফলে রগে ক্ষত সৃষ্টি হয়। আমি কিন্তু ওকে একবারের জন্যও ছুঁয়েও দেখিনি। কিছুক্ষণের জন্য লাইব্রেরী থেকে চলে যাই, ফিরে দেখি উনি মারা গেছেন। আর...আর এইভাবে আমি ওকে খুন করেছিলাম।

ওর স্বীকারোক্তি শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম, তারপর বললাম, তুমি যা বলছ তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে তুমিই মিঃ থরসেনকে খুন করেছিলে।

হ্যাঁ তাই, আমি ওকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়েছিলাম।

কিন্তু কেন?

তাহলে এর আগের কয়েকটা ঘটনা আপনার জানা দরকার। প্রায় ত্রিশ বছর আমি মিঃ থরসেনের বাটফলারের কাজ করেছি। মিসেস ধরসেনের বিয়ের পর থেকেই আমি এখানে কাজে ঢুকেছিলাম। আমি খুব ভাল বাটলার ছিলাম। মিঃ থরসেন আমার কাজে খুব খুশি হতেন। তারপর আমার ছেলে হ্যাংকের জন্ম হল, তারপরেই শুরু হল ঝামেলা। হ্যাংক বড় হবার পর আমি মিঃ থরসেনকে বলে কয়ে বাগান দেখাশোনার কাজে ওকে লাগিয়ে দিই। মিঃ থরসেন ওকে সামান্য মাইনে দেবার ব্যবস্থা করলেন। বাগানের কাজে হ্যাংকের মনটাও বেশ বসে গেল। ভাবলাম ভবিষ্যতের একটা হিল্লে হল। তারপর মিস অ্যাঞ্জেলা ওর মাথাটি খেল। তার বয়স তখন মাত্র তের আর হ্যাংকের চব্বিশ। আমার ছেলে কিন্তু ততটা খারাপ ছিল না, কিন্তু কচি মেয়েদের পাল্লায় পড়লে যা হয় আর কি। মিস অ্যাঞ্জেলা ওর সঙ্গে এমন কিছু নোংরামি শুরু করল যা অশ্লীল। একদিন ব্যাপারটা

মিসেস থরসেনের চোখে পড়ে যায়। তিনি মিঃ থরসেনকে বলেন, তাতে হ্যাংকের চাকরীযায়। হ্যাংকের স্বভাবও ততদিনে খারাপ হতে চলছিল, বদ বন্ধু জুটিয়ে নানারকম কুকাজে হাত পাকাচ্ছিল। কিছুদিনের মধ্যে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে চালান দিল। বিচারে তার ছমাসের জেল হয়।

গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে সে আবার বলতে লাগল, তারপর আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার প্রায়ই ঝগড়া হতে লাগল ছেলেকে নিয়ে। সবসময় খিটিমিটিতে আমার মনের শান্তি ঘুচে গেল। আর সবকিছু ভোলার জন্য আমি মদ ধরলাম। একদিন মিঃ থরসেন আমায় ডেকে বললেন, আমি অনেকদিন তাদের কাজ করছি। তাই উনি ওর উইলে আমার নামে পাঁচ হাজার ডলার লিখে দেবেন। কথাটা শুনে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে হয়েছিল। হ্যাংক জেল খেটে এসেও নানারকম অপরাধের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে লাগল। তারপর মিঃ থরসেন টের পেলেন যে আমি ফাঁক পেলেই মদ খাই। উনি রেগে গিয়ে বললেন যে মাস শেষ হলেই যেন আমার মাহিনা নিয়ে কাজ ছেড়ে দিই। আর এও বললেন যে ওর উইল থেকে আমার নামটা কেটে দেবেন। ওর কথায় আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এই সুন্দর বাগান ঘেরা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই ঘটনার ঠিক দুদিনের মধ্যে হ্যাংক আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। ও আমায় বলল যে পাঁচ হাজার ডলার পেলে ও একটা নাইট ক্লাব চালু করতে পারে। আমি বললাম অতটাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। হ্যাংক শুনে বলল যে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে পাঁচ হাজার ডলার সে যোগাড় করবে। ডাকাতি করে ধরা পড়লে ওর লম্বা মেয়াদের জেল হবে তাই ওকে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে বললাম। আর তখনই বুদ্ধিটা আমার মাথায় এল। আমি ঠিক করলাম যে মিঃ থরসেন হঠাৎ মারা গেলে আমার চাকরিটাও বজায় থাকবে আর উইল অনুযায়ী আমি তখন হ্যাংককে পাঁচ হাজার ডলার দিতে পারব।

মিসেস থরসেন অন্ততঃ আমায় কাজ ছেড়ে যেতে বলবেন না। আর ঠিক তাই হল। হাতের নাগাল থেকে ওষুধ সরিয়ে নেবার ফলে মিঃ থরসেন মারা গেলেন আর আমিও পাঁচ হাজার ডলার পেয়ে হ্যাংককে দিয়ে দিলাম। আমার চাকরীও আগের মতই বহাল থাকল। আজ হ্যাংক খুন হওয়ায় মনে হচ্ছে কাজটা আমি ভাল করিনি। মিঃ থরসেনকে ঐভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেওয়া আমার ঠিক হয়নি। আমার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই। যত তাড়াতাড়ি আমি যেতে পারি ততই মঙ্গল।

জীবনে অনেক আঘাত খাওয়া এই বিধ্বস্ত মানুষটির জন্য আমার দুঃখ হচ্ছিল, চেয়ার থেকে উঠে বললাম, জোশ, করোনার মিঃ থরসেনের পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টে লিখেছিলেন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই ওর মৃত্যু ঘটেছে। তুমি আমায় যা বলেছে তা কিন্তু মনে রাখিনি, রাখবনা। বিদায় জোশ, আর কোনদিন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব না।

গ্লাসের দিকে তাকিয়ে জোশ বসে রইল, বেরিয়ে আসার মুখে আমারও মনে হল সত্যিই এই হতভাগ্য প্রৌঢ়ের আর বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয় না, ঈশ্বর ওকে মুক্তি দিন। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে যেতে যেতে মনে হল হ্যাংকের মত এক অপদার্থ ছেলের জন্য পুত্র মেহান্ধ জোশকে শেষ পর্যন্ত তার মনিবকে খুন করতে হল। হ্যাঁ, এও একরকম খুন বৈকি।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতে যাব এমন সময় একটা আওয়াজ শুনে হঠাৎ চমকে উঠলাম। একটা সাইরেনের আওয়াজ এগিয়ে আসছে, অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটা অ্যাম্বুলেন্স সাইরেন বাজাতে বাজাতে আমার পাশ কাটিয়ে সেই বাড়ির দিকে

ঢুকে গেল যেখানে অ্যাঞ্জেলা মিসেস স্মেডলির সঙ্গে থাকে। ভ্যানের পেছন পেছন একটা গাড়ি ছুটে গেল, তার মধ্যে দুজন লোক বসে আছে। বিল ওখান থেকে সবকিছু নজর রাখছে জানি তাই আমি আর এগোলাম না। গাড়িতে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেতে লাগলাম। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর একটা রোলস রয়েসও সেদিকে ছুটে গেল। দেখলাম গাড়ির পেছনের সিটে মিসেস থরসেন এলিয়ে বসে আছেন। আরও আধঘন্টা যেতে আবার সেই সাইরেনের শব্দ। অ্যাম্বুলেন্সটা এবার ফিরে যাচ্ছে তার পেছনে সেই গাড়িটা। আরোহীদের দূর থেকে দেখে ডাক্তার বলে মনে হল। মিসেস থরসেনকে নিয়ে সেই রোলস রয়েসখানা বেরিয়ে এসে থরসেন প্রাসাদের দিকে ছুটে গেল। এবার আমি অ্যাঞ্জেলার বাড়ির দিকে এগোলাম। বারবার হেডলাইট জ্বালিয়ে আর নিভিয়ে বিলকে আমার উপস্থিতির কথা জানাতে লাগলাম।

বাড়ির গেটের কাছে আসতেই দেখি বিল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত নাড়ছে। গাড়ি থামতেই ও দরজা খুলে পেছনের সীটে বসল। মুখ না ফিরিয়েই বললাম, যা যা ঘটেছে সব খুলে বল।

উত্তেজিত ভাবে বিল বলল, ঘটেছে অনেক কিছুই। ঠিক সময়মত এসে পৌঁছেছিলাম। মিসেস স্মেডলি বসার ঘরে চুপ করে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে অ্যাঞ্জেলা ঘরে ঢুকল হাতে সেই ছুরিটা। ও পা টিপে টিপে স্মেডলির দিকে এগোতে লাগল। কিন্তু মিসেস স্মেডলি চিন্তায় এতই মগ্ন যে টেরই পায়নি। ভয়ঙ্কর হিংস্র দেখাচ্ছিল অ্যাঞ্জেলাকে। মিসেস স্মেডলি খুন হতে যাচ্ছে দেখে আমি ছটফটিয়ে উঠলাম। এমন সময় হঠাৎ মিসেস স্মেডলি বিপদের গন্ধ পেয়ে পেছন ফিরে তাকালেন তারপর একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়ে অ্যাঞ্জেলার হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিলেন আর এক ধাক্কা

মেরে তাকে ছিটকে ফেলে দিলেন। তারপর দুহাতে তাকে পাজাকোলা করে তুলে নিয়ে তিনি শোবার ঘরে চলে গেলেন। মিনিট দশেক পর এ ঘরে ফিরে কাকে যেন টেলিফোন করলেন। অ্যাঞ্জেলার হাত পা বোধহয় তিনি বেঁধে রেখেছিলেন তাই ও চিৎকার করে বারবার বলল, টেরিকে ওর কাছে নিয়ে যেতে। তার কুড়ি মিনিট পর একটা অ্যাম্বুলেন্স এল...

জানি, তাদের আমি ঢুকতে দেখেছি। তারপর কি হল?

ওরা অ্যাঞ্জেলাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে অ্যাম্বুলেন্সে ঢোকাল আর তখুনি মিসেস থরসেন এসে হাজির হলেন। তিনি ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর ওরা অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে চলে গেলেন। অ্যাম্বুলেন্স চলে যাবার পর মিসেস থরসেন ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কথাবার্তা শুনতে না পেলেও মিসেস খরসেনের চোখমুখ দেখে মনে হল তিনি মিসেস স্মেডলির ওপর খুব রেগে গেছেন। এরপর তিনি ব্যাগ থেকে দুটো পাঁচশো ডলার খুলে টেবিলের ওপর রেখে, মনে হয় ওকে কাজ ছেড়ে চলে যেতে বললেন।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। ঠিক আছে বিল, তুমি গাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করো আমি মিসেস স্মেডলির সঙ্গে কথা বলছি। মনে হচ্ছে আমরা ঠিক সময়েই এসেছি।

দরজা খোলাই ছিল। আমি পায়ে পায়ে সোজা শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। মিসেস স্মেডলি একটা আর্ম চেয়ারে বসেছিলেন, তিনি আমায় দেখে চিনতে পারলেন।

আপনি আবার এসেছেন? এবার কি মনে করে?

চেয়ারে বসে আমি বললাম, মিসেস থরসেন আপনাকে জবাব দিয়েছেন এটা কি ঠিক?

হ্যাঁ, আর এখান থেকে চলে যেতে পারলে আমার চাইতে বেশী খুশী আর কেউ হবে না। থরসেন পরিবার আমার সব সুখ শান্তি কেড়ে নিয়েছে। এবার আমি আমার আত্মীয়দের কাছে ফিরে যাব। কুড়ি বছর পর আজ মুক্তি পেয়ে যে কি আনন্দ হচ্ছে কি বলব!

শুনে আমিও খুশি হলাম মিসেস স্মেডলি। যাবার আগে থরসেন পরিবারের লোকেদের সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর যদি দেন তো কৃতজ্ঞ থাকব। আচ্ছা, অ্যাঞ্জেলাকে এতদিন ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে কেন বলতে পারেন?

হ্যাঁ বলব, চলে যাবার আগে অন্ততঃ একজনকে সব কথা জানিয়ে যাওয়া দরকার। শুনুন মিঃ ওয়ালেস, আমাদের পরিবারে আমরা তিনবোন আর চার ভাই আছি। ওরা আমায় আনন্দের সঙ্গে থাকতে বলবে। আমাদের পরিবার খুব বড়। মিস অ্যাঞ্জেলার জন্যই এতদিন এখানে ছিলাম নয়ত কবে চলে যেতাম। অ্যাঞ্জেলা জন্মের পর থেকেই আমার কাছে বড় হয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই ওর মধ্যে পাগলামির লক্ষণ দানা বেঁধেছিল আর তা জেনেই আমি ওকে সব কাজে সব ব্যাপারে সাহায্য করতাম। মিসেস থরসেন অর্থাৎ ওর মা ওর জন্য কিছুই করেন নি। মিস অ্যাঞ্জেলা ওর ভাই টেরিকে দেবতার মত ভক্তি করত। বড় হবার পর দিনরাত ওর পাশে ঘুর ঘুর করত। ফলে টেরি অ্যাঞ্জেলার ওপর খুব বিরক্ত হত। আমি অ্যাঞ্জেলাকে অনেকবার হুঁশিয়ার করেছি কিন্তু ও শোনেনি। অ্যাঞ্জেলার উৎপাতে বাজনার ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে তালা দিয়ে টেরি পিয়ানো বাজাত। অ্যাঞ্জেলা বাইরে বসেই ওর বাজনা শুনত। এরপর টেরির সঙ্গে ওর বাবা মিঃ থরসেনের খুব ঝগড়া হয়, তিনি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। যাবার আগে টেরি বোনের কাছে

বিদায় পর্যন্ত নেয়নি। ব্যাপারটায় অ্যাঞ্জেলা খুব ধাক্কা খায় তারপর থেকেই ওর পাগলামি বেড়ে যায়। ওকে সামলাতে আমার বেশ বেগ পেতে হত। তারপর মিঃ ধরসেন হঠাৎ মারা গেলেন। মারা যাবার আগে মোটা টাকা আর এই বাড়ি উনি অ্যাঞ্জেলার নামে উইল করে দিলেন। অ্যাঞ্জেলা তার বাবার মৃত্যুর পর উইল অনুযায়ী পাওনা টাকাকড়ি নিয়ে এখানে এসে উঠল। নিজের মাকে চিরকাল ঘেন্না করে। সারাদিন অ্যাঞ্জেলা কোন কাজে হাত দিত না শুধু নিজের মনে বিড় বিড় করে বকে যেত। মাঝে মাঝে মিসেস থরসেনকে সব বলে ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। কিন্তু শুধু অ্যাঞ্জেলাই নয় মিসেস থরসেনকেও আমি পছন্দ করতাম না। অ্যাঞ্জেলার মন ভালো রাখার জন্য আমি ওকে বাগানের কাজকর্ম দেখাশোনা, নিদেন পক্ষে বাড়ির চারপাশে কিছু একটা দেখার কথা বলতাম কিন্তু ও কোন পাত্তাই দিত না। একদিন একটা লোক এসে ওর সঙ্গে দেখা করল।

রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে মিসেস স্মেডলি আবার বলতে লাগলো, সদর দরজা খোলাই ছিল তাই ঘণ্টা না বাজিয়ে লোকটা সোজা এই বসার ঘরে এসেছিল। আপনি এখন যে চেয়ারে বসেছেন সেখানে বসে সে অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে কথা শুরু করে। তখন আমি রান্নাঘরে রাতের ডিনার তৈরী করছিলাম। তার টুপি খুলতেই চোখে পড়ল তার মাথায় একটাও চুল নেই, ঠিক তরমুজের মত কামানো। তার ভুরুতেও চুল ছিল না তার ফলে তাকে ঠিক শয়তানের মত দেখাচ্ছিল। লোকটাকে আমার ভাল লাগেনি তাই রান্নাঘর থেকে বার বার বেরিয়ে তাদের কথা শুনছিলাম। হঠাৎ কানে এল লোকটা বলল, যে টেরি কোথায় আছে তা সে জানে। টেরির নাম.শুনে অ্যাঞ্জেলা লাফিয়ে ওঠে। বারবার চেঁচিয়ে জানতে চেয়েছিল টেরি কোথায় আছে। ঐ লোকটা তখন তাকে বলেছিল যে

টেরি চায় না তার গোপন আস্তানার কথা সবাই জানুক। লোকটা এও বলল যে, টেরি পিয়ানো বাজিয়ে বেশ পয়সা কামাচ্ছে।

শয়তানটা বলল যে টেরির দুশমনরা যাতে তার কোন ক্ষতি করতে না পারে তাই সে সবসময় তার ওপর নজর রাখছে। আমি শুধু শুধু তাকে বাঁচাতে যাব কেন। তাই বলছি ভালোয় ভালোয় প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে ব্ল্যাক ক্যাসেট নাইট ক্লাবে গিয়ে দশ হাজার ডলার দিয়ে আসবে। যতদিন ঐ টাকা দেবে ততদিন কেউ তোমার ভাইয়ের একটা চুলও ছুঁতে পারবে না। কিন্তু টাকা দেওয়া বন্ধ করলে আমি আর তোমার ভাইকে বাঁচাতে পারবো না। তখন টেরির দুশমনরা এসে হাতুড়ি দিয়ে তার দুহাত ভেঙ্গে দেবে, সে আর জীবনে পিয়ানো বাজাতে পারবে না।

একটু থেমে দম নিয়ে মিসেস ডেলি বলতে লাগলেন, এ আজ থেকে দশ মাস আগের ঘটনা। মিস অ্যাঞ্জেলা লোকটির কথায় রাজী হল, লোকটা এও বলল যে অ্যাঞ্জেলার এক পুরোনো বন্ধু ঐ নাইট ক্লাবে থাকবে টাকাটা তার হাতে দিলেই চলবে। বুঝতেই পারছেন তার পুরোনো বন্ধুটি ছিল আমার হতভাগ্য ছেলে হ্যাংক। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব যাতে তাকে আর জন্মাতে না হয়। তা ঐ লোকটি চলে যাবার পর অ্যাঞ্জেলাকে আমি অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম, বললাম যে লোকটা বদ মতলব নিয়ে এসেছিল, সে নিজেই জানেনা টেরি কোথায় আছে। আসলে ভাওতা দিয়ে প্রত্যেক মাসে দশ হাজার ডলার রোজগার করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু অ্যাঞ্জেলা তা কিছুতেই বুঝতে চাইল না। চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় করতে লাগল, বারবার বলল টাকা না দিলে টেরির দুশমনরা হাতুড়ি দিয়ে তার দুহাত ভেঙ্গে দেবে তখন আর সে পিয়ানো বাজাতে পারবেনা। তারপর থেকে টানা দশ মাস এই খেলাই চলতে লাগল, প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে ব্যাঙ্ক

থেকে দশ হাজার ডলার পেলে ও আমার অপদার্থ ছেলের হাতেই দিতে লাগল। মনে হয় টাকাটা এইভাবে দিয়ে ও মনে মনে শান্তি পায়। অন্ততঃ এর ফলে ওর পাগলামিটা কিছুটা কমল। আমার করার কিছুই ছিল না, সব দেখেশুনে তাই চুপ করে থাকতাম।

সেই ন্যাড়ামাথা লোকটা অল্প কিছুদিন পরে আবার এসে অ্যাঞ্জেলাকে বলল যে এক লাখ ডলার পেলে সে টেরির সঙ্গে অ্যাঞ্জেলার দেখা করিয়ে দিতে পারে। আর তার কয়েকদিন পর আপনি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ অকল্যান্ডকে বললেন যে এক ভদ্রমহিলা টেরির নামে এক লাখ ডলার উইল করে দিয়ে গেছেন, টেরি যতক্ষণ পর্যন্ত না টাকাটা দাবী করবে ততক্ষণ সেটা ব্যাঙ্কে পচবে। টেরিকে দেখবার জন্য অ্যাঞ্জেলা পাগলের মত হয়ে উঠেছিল, তাই সে স্থির করল যেভাবে হোক ব্যাঙ্ক থেকে ঐ একলাখ ডলার হাতাতে হবে। তখনই তার মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি এল। অ্যাঞ্জেলা জানত যে আপনি বা মিঃ অকল্যান্ড কেউই আগে টেরিকে দেখেননি। তাই টেরির বয়সী কোন ছেলেকে যদি টেরির মত সাজিয়ে ব্যাঙ্কে নিয়ে তাকেই নিখোঁজ ভাই বলে সনাক্ত করা যায় তাহলে মিঃ অকল্যান্ড ঐ একলাখ ডলার তাকে দিয়ে দেবেন। অ্যাঞ্জেলা তার মতলব হ্যাংককে খুলে বলতেই সে ঐ বয়েসী ছেলেকে এনে হাজির করল। তারপরের ঘটনা তো সবই জানেন। টাকাটা না পেয়ে যেদিন ব্যাঙ্ক থেকে ফিরল সেদিন তাকে মনে হয়েছিল এক হিংস্র চিতা বাঘিনী। ক্ষিদের সময় শিকার ফসকে যাওয়ায় সে ভয়ানক রেগে গেছে। আপনার উদ্দেশ্যে বারবার গালি দিতে দিতে বলল যে, আপনার নিশ্চয়ই কোন বান্ধবী আছে, হ্যাংকের সাহায্যে সে তার এমন ক্ষতি করবে যা আপনি চিরদিন মনে রাখবেন।

খানিকক্ষণ থেমে আবার বলতে লাগল, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল, ফিরল তিনচার ঘণ্টা বাদে। শুধু বলল হ্যাংক তার কথায় রাজী হয়েছে। পরদিন খবরের কাগজে আপনার

বান্ধবীর কথা পড়ে আমার আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। আমি দুঃখিত মিঃ ওয়ালেস, কিন্তু অ্যাঞ্জেলার মাথার এখন ঠিক নেই। সে এখন বদ্ধ উন্মাদ।

আমার চোখের সামনে একটা পুরোনো দৃশ্য ভেসে উঠল। অ্যাসিডে ঝলসানো মুখ দুহাতে ঢেকে সুজি রাস্তার ওপর ছুটছে। একটা ভারী ট্রাকের চাকার নীচে তার দেহটা পিষে তেলে গেল।

তাহলে অ্যাঞ্জেলার এখন কি হবে?

অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে যে দুজন ডাক্তার এসেছিলেন তারা মিসেস থরসেনকে বললেন যে ওঁরা অ্যাঞ্জেলাকে পাগলা গারদে নিয়ে রাখবেন, আর তারা এও বললেন যে ওর মাথা আর এ জীবনে সুস্থ হবেনা। দিনরাত ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘরের ভেতর তালাবন্ধ করে ওকে রাখতে হবে। অর্থাৎ ধরেই নিতে হবে যে অ্যাঞ্জেলা বেঁচে নেই সে মৃত।

মিসেস স্মেডলি কোনরকম সাহায্যের প্রয়োজন হলে নিসংকোচে তা আমায় বলুন। আমার গাড়িতে করে আপনাকে আপনার আত্মীয়দের বাড়ি পৌঁছে দেব কি?

থাক, আমার আর সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। আমি নিজেই আমার আত্মীয়ের বাড়ি যেতে পারব।

কয়েক মিনিট বাগানে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি থেমে গেছে, আবহাওয়াটা ভ্যাপসা হয়ে উঠেছে। হ্যাংক খুন হয়েছে। অ্যাঞ্জেলা পাগলা গারদে গেছে অর্থাৎ তিন দুশমনের মধ্যে দুজন ঘায়েল। আর বাকি আছে হুলা মিনস্কি। জো ওয়ালিনস্কির ডানহাত সেই ন্যাড়া মাথা

শয়তান যাকে দেখলে সবাই ভয়ে আঁতকে উঠে। মিনস্কির গুলিতেই যে হ্যাংক মারা গেছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। নিশ্চয়ই জো ওয়ালিনস্কির কুমে হুলা তাকে খুন করেছে। আর হুলা মিনস্কিকে সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমার মন কখনোই শান্ত হবে না। হ্যাঁ, তখনই আমার শোধ নেবার পালা শেষ হবে। প্রতিশোধ নিলেও আমার সুজিকে কি ফিরে পাব?

বিল গাড়িতে অপেক্ষা করছিল, আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, এবার বাড়ি চলো।

বাড়ি গিয়ে কফিতে চুমুক দিতে দিতে মিসেস স্মেডলির মুখ থেকে শোনা সব কথা বিলকে খুলে বললাম, শুধু মিঃ থরসেনকে স্মেডলি কিভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়েছিল সেকথা চেপে গেলাম। জোশকে কথা দিয়েছি এই ঘটনা আমি ছাড়া কেউ জানবেনা।

এখন মিনস্কিকে খতম করা ছাড়া আমার মাথায় আর কোনও পরিকল্পনাই নেই বিল, বলে আমি খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম, থাই স্যান্ড্রার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে ঘুম এল না। শেষকালে স্লিপিং পিল খেয়ে একসময় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

সকালে উঠে স্নান সেরে জলখাবার খাচ্ছি এমন সময় বিল বলল, কে যেন টেলিফোনে কথা বলতে চায়।

হ্যালো, রিসিভার তুলে বললাম, আমি ডার্ক ওয়ালেস বলছি, আপনি কে?

আমি স্যাম বলছি মিঃ ওয়ালেস, উল্টোদিক থেকে চেনা গলা এল, নেপচুন রেস্তোরাঁ খালি। আলবানি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, বলছে খুব দরকারী।

আল কোথায় স্যাম?

এখানে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে, বলছে আপনার জন্য ও অপেক্ষা করছে।

ওকে বলো কুড়ি মিনিটের ভেতর আমি যাচ্ছি। ফোন করার জন্য ধন্যবাদ, বলে রিসিভার রেখে দিলাম।

বিল তুমি বাড়িতেই থাকো, আমি আল বার্নির সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসছি।

ওকথা বললে শুনছিনা। বিল খেঁকিয়ে উঠল, বাড়িতে বসে থাকা পোষাবে না। আমিও যাবো, বসে থাকতে হয় গাড়িতে থাকব।

কাপ প্লেট টেবিলে রেখে বিলকে নিয়ে হাজির হলাম নেপচুন সরাইয়ে। বিলকে গাড়িতে রেখে ভেতরে ঢুকলাম। বানি এককোণে বসে পাউরুটি চিবোছিল, আমি চেয়ারে বসলাম।

খাবার খাবেন মি ওয়ালেস? বানি জানতে চাইল।

না, আমি ব্রেকফাস্ট সেরেই এসেছি অ্যাল, ইচ্ছে হলে একটা বীয়ার খেতে পার আমি দাম দিয়ে দেবো।

কেউ চাইলে আমি না বলি না মিঃ ওয়ালেস, বলেই বার্নি স্যামকে ইঙ্গিত করল, আর সে একপ্লেট সসেজ আর বীয়ার এনে তার সামনে রাখল।

একসঙ্গে সসেজ ও বীয়ার গলায় ঢালল বার্নি। তারপর গা এলিয়ে দিয়ে বলল, মিঃ ওয়ালেস, আমি কাউকে প্রশ্ন করিনা, সবসময় শুধু সব কথা শুনে যাই। মনে আছে নিশ্চয়ই যে আপনি টেরি জিগলার সম্পর্কে খোঁজখবর চাইছিলেন। ওর সম্পর্কে আপনার কৌতূহল আছে কি?

আছে অ্যাল, যা জানো আমায় বল।

অ্যাল বানি বলল, আপনাকে একটি লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে, তার নাম চাক সলস্কি। একসময় ও বেআইনী হিরোইন ও চরস ছেলেদের কাছে বিক্রী করত, তারপর মাফিয়ারা ওর বাজার নষ্ট করে নিজেরাই শুরু করে। আমি জেনেছি টেরি জিগলার ওর বন্ধু ছিল। সলস্কির টাকা দরকার। আমার মনে হয় কিছু ডলার দিলে:.চাক জিগলারের খবর দিতে পারে। দশনম্বর ক্ল্যাস আলির ছাদের চিলেকোঠায় চাক থাকে। এর চাইতে বেশী কিছু জানি না।

ধন্যবাদ অ্যাল, আমি ওয়ালেট বার করতেই সে আমার হাত চেপে ধরে বলল, মিঃ ওয়ালেস, আপনি আমার বন্ধু, বন্ধুর কাছ থেকে আমি টাকা নিই না।

গাড়িতে ফিরে বিলকে সব বলতেই সে বলল, ক্ল্যাস আলি? কাছেই, এই ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকারই সবচেয়ে পুরোনো বস্তি ওটা। ওখানে কোন বাড়িতে কেউ থাকে বলে মনে হয় না। যে কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক আছে সেগুলো শীগগিরই ভেঙ্গে ফেলা হবে।

এসন খবর তুমি কোত্থেকে পেলে?

বিল হাসল, তোমার বার্নিই শুধু মাটিতে কান পেতে থাকে না, ডার্ক। আমিও তোমারই মত একজন গোয়েন্দা আর খবর বের করাই আমার কাজ তা ভুলে যেও না। গাড়িতে ওঠো, আমি ঠিক চালিয়ে নিয়ে গিয়ে তোমায় সেখানে পৌঁছে দেব।

অল্প কিছুক্ষণের ভেতরে বিল আমায় একটা পুরোনোবক্তির সামনে পৌঁছেদিল, গোটা চারেক পুরোনো পাঁচতলা বাড়ি এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ভেতরে একটি বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বিল বলল, ঐ তোমার দশ নম্বর ক্ল্যাস আলি।

বাড়িটার প্রত্যেকটি তলার কাঁচের জানালাগুলো ভেঙ্গে পড়েছে, সদর দরজার পাল্লা ভেঙ্গে হেলে পড়েছে। একরাশ নোংরা আবর্জনা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম, বিল সঙ্গে এল। নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে দেখলাম, একতলা দোতলা তেতলা চারতলা সব খা খা করছে। কোথাও কেউ নেই।

ছাদে উঠে দেখি সামনে চিলেকোঠার দরজা ভেজানো। দরজার গায়ে টোকা দিতে লাগলাম কিন্তু ভেতরে কোন সাড়াশব্দ শোনা গেল না। অগত্যা বাধ্য হয়েই হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান মারতেই ক্যাচ ক্যাচ শব্দে পান্না খুলে গেল। সাবধানে ভেতরে ঢুকলাম। বিল বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি এর আগে পশ্চিম মিয়ামির বহু নিগ্রো বস্তি দেখেছি। কিন্তু এই গুদামঘরের তুলনায় সেগুলো স্বর্গ। ঘরের ভেতর একটা প্যাকিং কেসকে টেবিল বানানো হয়েছে। তার পাশে

দুটো টুল, এককোণে একখানা ভাঙ্গা খাট। এঁটো খাবার দাবারের আবর্জনা আর খবরের কাগজের ভাই মেঝেতে পড়ে আছে। সে সবের গন্ধে আমার মাথা ঘুলিয়ে উঠল।

একটি লোক খাটের ওপর ময়লা চাদর পেতে ঘুমোচ্ছ। পরনের কাপড় শতচ্ছিন্ন। ভাল করে দেখলে বোঝা যায় বহুদিন তার ভাল খাওয়া জোটেনি। তার কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলে জট পড়েছে। ঘন দাড়ি গোঁফে মুখ ঢাকা পড়লেও তার বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। তার গায়ের দুর্গন্ধে বোঝা যায় অনেকদিন সে স্নান করেনি।

তার হাত ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম। অ্যাই চাক! ওঠো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

সে চোখ পিটপিট করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বলল। আপনি কে? এখানে কি চান?

আমি তোমায় কিছু টাকা দিতে পারি কিন্তু তার বিনিময়ে আমার কিছু খবর চাই। বলে ওয়ালেট থেকে দুটো একশ ডলারের নোট দেখিয়ে বললাম, বল এ দুটো তোমার চাই?

বড় বড় চোখে সে নোট দুটোর দিকে এমনভাবে তাকাল যেন ফোর্ট নক্রের সরকারী সোনার বাঁট থরে থরে তার সামনে সাজানো।

হা, টাকার আমার বড় দরকার। বলতে বলতে সে তার নোংরা জট ধরা চুলে আঙ্গুল চালাতে লাগল।

বলেছি তো টাকা দেব কিন্তু তার বদলে আমার খবর চাই।

কি খবর চান?

তোমার মাথা ঠিক কাজ করছে তো? আমার সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেবে তো?

চাক মাথা নীচু করে নোংরা মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝলাম সে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করছে। আমি সারাদিন ঘুমিয়ে কাটাই কারণ ঘুমানো ছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই। ঘুমোবার সময় ভাবি হয়তো এই আমার শেষ ঘুম, ঘুমের ভেতরেই আমার মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু তা আর হয় না। আবার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে তবু আধমরা হয়ে আজও বেঁচে আছি। চাক আমায় খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল, কি খবর জানতে চান? আপনি কি পুলিশের লোক?

না, আমি এসেছি টেরি জিগলারের খোঁজে।

কেন? ওর খবর দিয়ে আপনার কি দরকার?

সে তোমার না জানলেও চলবে চাক। তুমি বলল দুশো ডলারের বদলে ওর খবর দেবে কিনা?

খবর পেয়ে টাকা না দিয়ে চলে যাবেন না তো?

একটা একশো ডলারের নোট তার কোলের ওপর দিয়ে বললাম, এবার বিশ্বাস হলো তো? খবর দিলে বাকিটা পাবে। এবার মুখ খোল।

এমনভাবে সে টাকাটার গায়ে হাত বোলাতে লাগল যেন সেটা একটা বাচ্চাদের খেলার পুতুল।

জানেন, গত তিনদিন ধরে আমার পেটে কিছু পড়েনি? খিদেয় আমার পেট জ্বলছে। আপনি বসুন। সব কথা বলব।

প্যাকিং বাক্সের ওপর আমি বসার সঙ্গে সঙ্গে চাক মুখ খুলল। সে এক বিচিত্র কাহিনী। ডেড এন্ড নাইট ক্লাবে টেরির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধুত্বে পরিণত হয়। চাক আগে থেকেই চোরাই মাদক ওষুধের কারবার করত। চাকের নিজের ছিল হিরোইনের নেশা, তার সঙ্গে মেলামেশার ফলে টেরিও ঐ নেশার কবলে পড়ল। চাকের একটা মুশকিল ছিল। সহজেই মাল যোগাড় করতে পারত কিন্তু তা ভাল করে কাটাতে পারত না। টেরি বলল চিন্তা নেই। সে তার সব মাল কাটিয়ে দেবে। বিকেলের দিকে বেরিয়ে টেরি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সব মাল বিক্রী করে দিত। নাইট ক্লাবে, তার বাজনার অনুরাগী কমবয়েসী ছেলেমেয়েদেরও অল্প সময়ের মধ্যে সে হিরোইনের খদ্দের বানিয়ে ফেলল। এইভাব্র চাক আর টেরির হিরোইন কেনা বেচার কারবার ফুলে ফেঁপে উঠল। এক বুড়ো চীনার কাছ থেকে চাক মাল কিনত আর টেরি সে মাল কাটাত।

আমার মেয়েমানুষের নেশা ছিল না। আমি ভাল খেয়ে পরে দিনরাত রাজার হালে থাকতে ভালবাসতাম। কিন্তু টেরি লিকা নামে এক বান্ধবী জুটিয়েছিল। ওরা দুজনে একই সঙ্গে থাকত। আমাদের কারবার দাঁড়িয়ে যাবার পরই শুরু হল আসল ঝামেলা। এক

সোমবার সকালে আমি সেই বুড়ো চীনার কাছে মাল কিনতে গেছি। সেখানেই হুলা মিনস্কিকে দেখলাম। আপনি মিনস্কিকে চেনেন?

চিনি। তুমি বলে যাও।

মিনস্কি আমার যোগানদারের টেবিলে বসে আছে দেখে ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। সে আমায় কারবার গুটিয়ে ফেলার হুকুম দিল। আর বলল সে-ই স্থানীয় খদ্দেরদের মাল যোগাবে। এও বলল যে টেরি যেন হিরোইন বেচা ছেড়ে এখান থেকে চলে যায়।

আমি জানতাম হুলা মিনস্কি কি সাংঘাতিক লোক। তার কথামত না চললে ফল যে কি মারাত্মক হতে পারে তাও আমার জানা ছিল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এসে টেরিকে সব বললাম। কিন্তু ও বিশেষ পাত্তা দিল না। তবে সুটকেশ নিয়ে ও সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে চলে এল। এদিকে মালের অভাবে রোজগার বন্ধ। টাকাকড়ি যা জমিয়েছিলাম দুজনেই তার সব উড়িয়ে ফেলেছি। শেষকালে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে ঘরভাড়া দেবার পয়সাও রইল না। টেরিকে বললাম অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে কারবার শুরু করব কিন্তু ও তাতে রাজি হল না। মিনস্কির হুকুমকে সে একদম গুরুত্ব দিল না। টেরি বলল যে অন্তত পঞ্চাশজন বাঁধা খদ্দের সে হারাতে চায় না। আর সত্যিই অল্পদিনের ভেতর আর কয়েকজন চীনা যোগানদার সে জুটিয়ে ফেলল। তার কাছ থেকে মাল কিনে সে আবার আগের মত খদ্দেরদের কাছে বেচতে লাগল। আমি কিন্তু তখনই বিপদের গন্ধ পেলাম। বুঝলাম মিনস্কি চুপ করে থাকবেনা। তার হুকুমনা মানার জন্য সে টেরিকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। টেরির একার রোজগারের পয়সায় আমি ভাগ বসালাম না। দিনরাত ঘরে বসে ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

দুজনে এক সপ্তাহ পর একদিন রাতে ঘরে বসে আছি। এমন সময় লাথি মেরে দরজা খুলে মিনস্কি তার দুই ষণ্ডামার্কা সাকরেদকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। আমি দুহাতে মুখ ঢেকে মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। তাই কি হল তা দেখতে পেলাম না। কিন্তু থেকে থেকে মট মট করে হাড়গোড় ভাঙ্গার শব্দ আর টেরির আর্তনাদ আমার কানে আসছিল। কিছুক্ষণ পর আমার পাঁজরে এক লাথি মেরে বলল, তুই আমার কথা শুনে কারবার ছেড়েছিস তাই তোকে প্রাণে মারলাম না। তোর আর প্রাণের ভয় নেই কিন্তু তোর বন্ধুকে আর ফিরে পাবি না। তাকে আমরা নিয়ে চললাম বলে দরজা খুলে সাকরেদদের নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি চোখ খুলে আর টেরিকে দেখতে পেলাম না। টেরি তখন কোথায় জানতে চান? মিনস্কি তার হাড়গোড় ভেঙ্গে আধমরা শরীরটা সিমেন্ট ভর্তি একটা বস্তায় পুরে মাঝ সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে। টেরি আর কোনদিন ফিরে আসবে না। আমার হাতে তখন টাকাকড়ি নেই বাধ্য হয়েই এই ভাঙ্গা পোড়োবাড়িতে আশ্রয় নিলাম। এখানে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর দিন গোনা ছাড়া আমার আর কিছু চাইবার নেই।

আমার মনে কিন্তু চাকের জন্য সামান্যও সহানুভূতি জাগল না। যে পাষণ্ড কমবয়েসী ছেলেমেয়েদের কাছে হিরোইন বেচে পয়সা রোজগার করে তার এর চাইতেও বেশি শাস্তি হওয়া দরকার। আমি আরেকটা একশ ডলারের নোট তার বিছানায় রেখে সেই অন্ধকার গুদাম ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

বিল গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বলল, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ওর সব কথা শুনেছি। সত্যি থরসেন পরিবারে এই দুই ভাইবোন দুটি রত্ন।

হতেই পারে। মিঃ থরসেন এবং তার স্ত্রী যখন কেউই আদর্শ অভিভাবক ছিলেন না।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর বিল বলল, হ্যাংক মরেছে। অ্যাঞ্জেলা পাগলা গারদে, টেরির মৃত্যু সংবাদ নিজেই শুনলে। তাহলে বাকি রইল শুধু মিনস্কি। তাই না?

হ্যাঁ, আর এও জেনো যে মিনস্কিকে খতম করাটা খুব সহজ হবে না। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্যান্ড্রার সঙ্গে আমার দেখা হবে। ও কিভাবে মিনস্কিকে খতম করতে চায়, আমি শুনতে চাই, তবে যা হবার আজ রাতের মধ্যেই হবে। বলে গাড়ি স্টার্ট করলাম।

.

স্যান্ড্রা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল থ্রি ক্র্যাব রেস্তোরাঁয়। দোতলার নির্দিষ্ট কেবিনে আমি ঢুকতেই সে বলল, আসুন ডার্ক আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি, বলেই সে ককটেলের বোতলের দিকে ইঙ্গিত করল।

এখন ওসব খাব না।

আজ স্যান্ড্রার পরনে ধপধপে রেশমী সাদা পোশাক। একরাশ ঘন কালো চুল তার ঘাড়ে, এক অদ্ভুত আর হিংস্র আনন্দে ঝলসে উঠছে তার চোখ দুটি। এরকম মূর্তিমতি সর্বনাশী কোন মেয়েকে দেখার সৌভাগ্য এর আগে আমার হয়নি।

নিজের গ্লাসে মাটিনি ঢালতে ঢালতে স্যান্ড্রা বলল, চুপ করে আছেন কেন? আমায় কি আপনার কিছুই বলার নেই? এখানে ডেকে আনলেন কেন?

গম্ভীর গলায় বললাম, স্যান্ড্র এবার থেকে ওয়ালিনস্কির মাসিক বরাদ্দের দশহাজার ডলার ঘাটতি পড়বে।

সে কি? কেন, কিভাবে?

অ্যাঞ্জেলা থরসেনকে যে পাগলা গারদে নেওয়া হয়েছে সে সব সংক্ষেপে বললাম। সব শুনে কঠিন হাসি হেসে স্যান্ড্রা বলল, তাহলে ওয়ালিনস্কি এবার সত্যিই মুশকিলে পড়বে। ওর ওপরওয়ালা মাফিয়া সর্দাররা ওকে খতম করে সে জায়গায় নতুন লোক বসাবে।

ওয়ালিনস্কির জন্য আমার মাথাব্যথা নেই। আমার দরকার হুলা মিনস্কিকে।

গম্ভীর ভাবে স্যান্ড্রা বলল, হ্যাঁ, ওকে আমি নিজের হাতে খুন করে বাবার খুনের বদলা নেব। কিন্তু লোকটা অসম্ভব ধূর্ত। বিপদের হাত থেকে বাঁচতে সবসময় দেহরক্ষী নিয়ে চলে। তবে আমিও কম যাই না। আমার কাছে একটা অটোমেটিক পিস্তল আছে। তাই দিয়ে আমি ওর বুক থেকে পেট পর্যন্ত গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব।

কিন্তু এতো আত্মহত্যার সামিল হবে। ওর দেহরক্ষীরা তোমায় ছেড়ে দেবে ভেবেছো? মিনস্কি খুন হলে তার দেহরক্ষীরা তোমাকেও খুন করবে।

না ডার্ক, মিনস্কির দেহরক্ষীরাও আমার গায়ে হাত দেবার সাহস পাবেনা। দলের সবাই জানে যে আমি ওয়ালিনস্কির ডান হাত। ওয়ালিনস্কি নিউইয়র্কে গেছে। আগামীকাল রাতে ফিরবে। ফিরে যখন জানবে যে আমি হুলা মিনস্কিকে খুন করেছি তখন সে আমায় খুন করার হুকুম দেবে। কিন্তু তার আগে আমি তার নাগালের বাইরে চলে যাব। আমার

জিনিসপত্র সব গোছগাছ করা হয়ে গেছে। মিনস্কিকে খতম করেই আমি কেটে পড়ব। আর কেউ আমায় খুঁজে পাবেনা। কাজেই আপনি আর আমার প্রাণের জন্য চিন্তা করবেন না। নিজের ব্যবস্থাটুকু করার মত ক্ষমতা আমার আছে। শুনুন ডার্ক, আপনি শুধু মিনস্কিকে দেখিয়ে দেবেন। আপনি তাকে একবার দেখেছেন কিন্তু আমি নিজের চোখে তাকে দেখিনি। নিরীহ লোকের গায়ে আমি গুলি ছুঁড়তে পারি না।

বেশ তাই হবে স্যান্ড্রা।

স্যান্ড্রা মুচকি হেসে বলল, আপনি তো হ্যাংকের নাইট ক্লাব বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। এখন ব্ল্যাকমেলের টাকা জমা পড়বে বুড়ো ফুঁ চায়ের রেস্তোরাঁয়। আগামীকাল মাসের পয়লা তারিখ। তাই আজ রাত তিনটেয় মিনস্কি সেখানে আসবে। আমি আমার গাড়িতে চেপে আগেই ওখানে চলে যাব। আপনিও দুটো নাগাদ যাবেন।

ঠিক আছে, দুটো নাগাদ আমি সেখানে পৌঁছে যাব তোমার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নেবে এটাই আশা করছি।

গ্লাসে মার্টিনি ঢালতে ঢালতে ও বলল, আমার পরিকল্পনা সবসময় নির্ভুল হয়, ডার্ক। তাহলে রাত দুটোর মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আমি মার্সিডিজে চেপে আসব, রেস্তোরাঁর পাশেই গাড়ি রেখে আপনার জন্য অপেক্ষা করব। মিনস্কি এলে আপনি শুধু আমায় দেখিয়ে দেবেন। কেমন?

পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারো আমার ওপর। বলে নীচে নেমে এলাম। বিল গাড়ি স্টার্ট দিতেই বললাম, ফু চায়ের রেস্তোরাঁ চেনো?

চিনি। ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকার পুবদিকের শেষ বাড়িতে ঐ রেস্তোরাঁ। আগে ভালই চলত। কিন্তু ওর মালিক ফু চায়ের বয়স এখন নব্বইয়ের কাছাকাছি। ঠিকমত দেখাশোনা করতে না পারার ফলে খদ্দেরদের ভিড় অনেক কমে গেছে। কিন্তু ঐ রেস্তোরাঁর খোঁজ করছ কেন?

বিলকে সংক্ষেপে স্যান্ড্রার পরিকল্পনার কথা বললাম। ব্ল্যাকমেলের টাকা এখন ওখানেই জমা পড়ছে। আজ রাত দুটোয় আমরা ঐ রেস্তোরাঁর পাশে গাড়ি পার্ক করে অপেক্ষা করব। তিনটে নাগাদ মিনস্কি এসে পৌঁছলে আমি তাকে চিনিয়ে দেব, তারপর স্যাড়া নিজের হাতে তাকে খতম করবে। তুমি রিভলবার নিয়ে আসবে। সব কিছু যদি ভালোয় ভালোয় মিটে যায় তো চিন্তার কিছু নেই। যদি মা মেটে তাহলে দুপাশ থেকে গুলি ছুঁড়ে স্যান্ড্রাকে কভার করে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। আর সে দায়িত্ব আমাদের দুজনের।

বিল বলল, স্যান্ড্রা যদি মিনস্কিকে খুন করে পালিয়ে যায় তাহলে কি আমরা কর্নেলের সঙ্গে দেখা করে আমাদের আগের চাকরীতে আবার যোগ দিতে পারব?

নিশ্চয়ই। মিনস্কি খুন হলে তুমি আর আমি দুজনেই আবার আমাদের চাকরীতে যোগ দেব।

চল খেয়ে নিই। বলে বিল লুসিনোর রেস্তোরাঁয় গাড়ি দাঁড় করাল। বড় চিংড়ি আর স্টেক দিয়ে আমরা ডিনার সারলাম। কফির অর্ডার দিয়ে বিল প্রশ্ন করল, স্যান্ড্রা যে মতলবটা এঁটেছে তাতে তোমার কাজ হবে বলে মনে হয়?

সিগারেট ধরিয়ে বললাম, মেয়েটা আর পাঁচজনের চাইতে আলাদা বিল, কাজ হবে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু যদি না হয়, যদি ওর গায়ে গুলি লাগে, তাহলে বাকি কাজটুকু আমিই সারবো। কিন্তু স্যান্ড্রা বলছে যে দেহরক্ষীরা ওকে গুলি করার সাহস পাবে না। সবই ওর ওপর নির্ভর করছে।

চলো, বাড়ি ফেরা যাক। হাতে এখনও পুরো তিনঘন্টা সময় আছে। এই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে।

ওয়াটার ফ্রন্টের পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় দেখলাম আগের সেই পুরোনো কনস্টেবলের বদলে দুজন নতুন কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছে। দুজনেই বয়সে যুবক, মুখে কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার ছাপ। যাক, আমার উপদেশ মত লেপস্কি তাহলে সত্যিই এখানে নতুন লোক বসিয়েছে। এরা ইচ্ছে করলে অনায়াসে ওয়ালিনস্কির ব্ল্যাকমেলের কারবার একদিনে বন্ধ করে দিতে পারে।

বিল বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়ল। রিভলবার দুটো পরিষ্কার করে গুলি ভরে আমিও কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে নিলাম। দেড়টা বাজতে বিলকে তুলে গাড়ি চালিয়ে ওয়াটার ফ্রন্টে ফুঁ চায়ের রেস্তোরাঁ থেকে ত্রিশ গজ দূরে গাড়ি পার্ক করে স্যার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। গাড়িতে বসে দেখলাম বহুলোক রেস্তোরাঁয় ঢুকছে। তাদের মধ্যে কিউবান, চীনা, আমেরিককান সবজাতের লোক আছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তারা আবার বেরিয়ে আসছে। আমার বুঝতে বাকি রইল না যে এরা সবাই ব্ল্যাকমেলের শিকার।

একটা ছোট মার্সিডিজে চেপে দুটোর পর স্যান্ড্রা এলো। বিল ঐ যে স্যান্ড্রা এসেছে। তুমি এখানেই অপেক্ষা করো, আমি ওর কাছে যাচ্ছি। দরকার হলে এখান থেকে গুলি করে কভার করবে।

বিল প্রশ্ন করল, ডার্ক, যদি ঝামেলা হয় তাহলে গুলি করে সবকটাকে শেষ করব?

একশোবার, নইলে ওদের গুলিতে আমরাই শেষ হয়ে যাব।

গাড়ির দরজা খুলে স্যার পাশে বসলাম। অন্ধকারে ওকে ঠিক পাথরের মূর্তির মত দেখাচ্ছিল। হালকা দু একটা কথা বলে চুপ করে যেতে বুঝলাম ও কথা বলতে চাইছে না।

চুপচাপ বসে আধঘণ্টা কেটে গেল। আরও আধঘণ্টা পর তিনটে নাগাদ স্যান্ড্রা ফিসফিসিয়ে বলল, ঐ যে ওরা আসছে। একটা বড় ক্যাডিলাক এসে রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়াল। চারজন স্বাস্থ্যবান যুবক রিভলবার বাগিয়ে গাড়ি থেকে নামল। পেছনে নামল হুলা মিনস্কি। লম্বা চওড়া আর স্বাস্থ্যবান দেহরক্ষীদের মাঝখানে তাকে বেঁটে বামনের মত লাগছিল।

ঐ যে হুলা মিনস্কি। ঐ বাঁটকুল বেজন্মা বদমাশটাই তোমার বাবাকে খুন করেছিল। যা করবার তাড়াতাড়ি করে ফেল।

ধন্যবাদ ডার্ক, বলে গাড়ি থেকে নেমে স্যান্ড্রা মিনস্কির দিকে এগিয়ে গেল। গাড়ির দরজা বন্ধ হবার শব্দে তার চার দেহরক্ষী চমকে ফিরে তাকাল। কিন্তু স্যান্ড্রাকে দেখে তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

স্যান্ড্রা চাচাছোলা গলায় সেই শয়তানের নাম ধরে ডাকল, মিনস্কি? আমি স্যাড়া। জো ওয়ালিনস্কির কাছ থেকে একটা দরকারী খবর তোমার জন্য নিয়ে এসেছি। বলতে বলতে স্যা রেস্তোরাঁর বারান্দায় আলোর নীচে মিনস্কির মুখোমুখি দাঁড়াল। আমি নিঃশব্দে গিয়ে গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে মিনস্কি আর চারজন দেহরক্ষীর ওপর নজর রাখলাম।

স্যান্ড্রার নাম শুনে মিনস্কির দেহরক্ষীরা সবাই পিছনে সরে গিয়েছিল। স্যান্ড্রার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একপলক দেখে মিনস্কি বলল, তুমিই স্যা? জো ওয়ালিনস্কির হঠাৎ আমাকে কি দরকার পড়ল?

রুক্ষ জোরালো গলায় স্যান্ড্রা বলল, উনি তোমার জন্য বিশেষ জরুরী খবর পাঠিয়েছেন।

তাতো বুঝলাম, কিন্তু খবরটা কোথায়?

ওটা এর ভেতরে রেখেছি। বলে স্যান্ড্রা তার ব্যাগটার জিপ খুলে ভেতরে হাত ঢোকাল। সে ব্যাগ খুলতে চার দেহরক্ষী আরও পিছিয়ে গেল। স্যান্ড্রার প্রত্যেকটি কথা বলার ভঙ্গি, তার পদক্ষেপ এত পেশাদার আর নিখুঁত যে মিনস্কি সন্দেহ করতেই পারল না। সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল স্যার দিকে। আর সেই ফাঁকে বিদ্যুতের বেগে স্যান্ড্রা অটোমেটিক পিস্তল বের করল। মিনস্কি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই পিস্তলের অনেকগুলো বুলেট

বিধে গেল তার বুকে ও পেটে। নিদারুণ যন্ত্রণায় তার চোখমুখ কুঁচকে গেল দুহাতে পেট চেপেমিনস্কি মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল

পুতুলের মত মিনস্কির দেহরক্ষীরা দাঁড়িয়ে রইল। পদমর্যাদায় স্যান্ড্রা মিনস্কির চাইতে বড়, হয়তো তাই পাল্টা গুলি চালাতে তারা সাহস পেল না।

স্যান্ড্রা ওপরওয়ালার মত মেজাজে তাদের বলল, শোন সবাই। ওয়ালিনস্কির ইচ্ছেতেই ওকে খতম করতে হল। এবার পুলিশ আসার আগে ওর লাশটা এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

আপনি যখন বলছেন তখন তাই করব মিস স্যান্ড্রা।

মিনস্কির মৃতদেহটার দিকে স্যান্ড্রা কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে তারপর পেছন ফিরে কোন ব্যস্ততা না দেখিয়ে যেন নিতান্ত স্বাভাবিক একটা ব্যাপার ঘটেছে এমনি ভাবে হেঁটে গাড়িতে গিয়ে বসল। ঠাণ্ডা মাথায় এই অনুষ্ঠানটি দেখে আমার মত ঝানু গোয়েন্দাও তাজ্জব হয়ে গেল।

স্যান্ড্রা বলল, দেখলেন তো ডার্ক। এবার পুলিশ আসার আগে এখান থেকে কেটে পড়ুন। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, তাহলে আপনার আর আমার দুজনেরই শোধবোধ হয়ে গেল। কেমন?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

মার্সিডিজ গাড়ি স্টার্ট নিল। তার হাসিমাখা কথা কানে এল।

এই আমাদের শেষ দেখা ডার্ক। এরপর আর হয়তো কখনও দেখা হবে না।

হুশিয়ার স্যান্ড্রা মাফিয়ার হাত কিন্তু খুব লম্বা। যেখানেই যাও না কেন ওরা ঠিক তোমার পেছন পেছন ধাওয়া করবে।

আমার পা দুটো খুব লম্বা ডার্ক। আমি ওদের চেয়ে বেশি জোরে দৌড়তে পারি, বিদায়! বলেই নিমেষে মিলিয়ে গেল গাড়ি।

পুলিশের সাইরেনের আওয়াজ শোনা যেতেই মিনস্কির চার দেহরক্ষী তার মৃতদেহটা গাড়ির পেছনে ক্যারিয়ারে নিয়ে তুলল। আমার প্রয়োজন মিটেছে ভেবে দৌড়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বিল আগেই ভেতরে বসেছিল। সে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। অনেকগুলো গলি ঘুপচির ভেতর দিয়ে একসময় বড় রাস্তায় এসে পৌঁছলাম। এখন আমাদের লক্ষ্য সোজা বাড়ি।

অ্যাঞ্জেলা, হ্যাঙ্ক, মিনস্কি তিনজনেই তাদের পাওনা বুঝে পেয়েছে। শোধ নেবার মত আর কিছু এখন মাথায় আসছে না। কিন্তু সুজির কথা বহুদিন আমি ভেবে যাব এই শোধ নেওয়ার পরেও। জীবনীশক্তি আর উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ আমার সেই প্রিয়বান্ধবী, ভয়ঙ্কর মৃত্যু যাকে বরণ করতে পেরেছে। যাই করি না কেন, ওর শূন্যস্থান আর কেউ পূর্ণ করতে পারবে না।

বাড়ির সদর দরজা ভাল করে এটে আমি আর বিল দুজনে বসলাম। বাপরে! মেয়ে বটে একখানা। মিনস্কিকে খুন করার দৃশ্য ভোলার নয়। এমনভাবে এগিয়ে এসে গুলী ছুঁড়ল যেন এটা কোন ব্যাপারই নয়, ঠিক পেশাদার খুনীদের মত। চলো, এবার শুতে যাওয়া যাক।

বিল ঘড়ি দেখে বলল, পাঁচটা বাজে। ভাল করে ঘুমিয়ে উঠে সকালে ভারী ব্রেকফাস্ট খেয়ে তারপর আমরা কর্নেলের কাছে গিয়ে বলব, স্যার। আমরা বদলা নিয়েছি। আমাদের আবার কাজে। বহাল করুন।

ঠিক আছে বিল তাই হবে।

বিল কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ডার্ক, এবার দুঃখের পুরনো স্মৃতি ভুলে যাও। অতীতকে আঁকড়ে ধরে কেউ বাঁচতে পারেনা। সবাই ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বেঁচে থাকে। আগামীকাল সকালে আবার নতুন দিন শুরু হবে। নতুন জীবনও। চলো, আমরা শুতে যাই।

বড় মোড়াখাটের বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে ভোরের আলো ঢুকেছে, সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলাম প্রতিশোধ নিতে পেরেছি। অ্যাঞ্জেলা পাগলা গারদে। হ্যাংক আর মিনস্কি দুজনেই খতম হয়েছে। পাশের বালিশে আদর করার মত আলতো হাতে বোলালাম। এই বালিশে সুজি মাথা রেখে কত রাত আরামে ঘুমিয়েছে।

কিছুতেই ঘুম আসছে না। সূর্যের সোনালী আলোয় ঘরটা ভরে উঠেছে।

ঠিকই বলেছে বিল। অতীতকে আঁকড়ে ধরে আমি বাঁচতে পারব না। আগামী কাল সকালে আবার নতুন দিন শুরু হবে, তার ঐ কথাটা আমার মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে।

সুজির সেই বালিশের ওপর হাত রেখে ভাবতে ভাবতেই শেষকালে সত্যিই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

99